







WITH BEST WISHES FROM

Olympus Recycling & Granite Falls Recycling

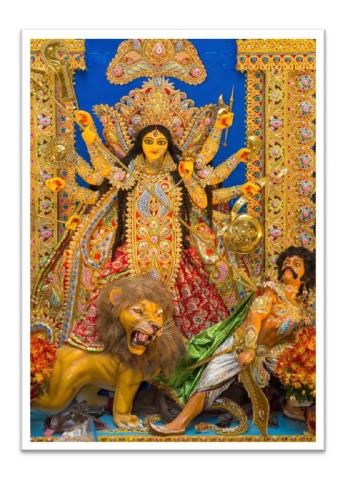
Abhishek Bagchi & Family



Singapore • Hong Kong • Dubai • USA

সারদপ্র

याग्विन ১८२১/ यखीयत २०১८





উত্তরণ

সিয়াটল, ওয়াশিংটন, ইউনাইটেড স্টেটস্ অব আমেরিকা www.uttoron.org

Jttoron

PROUDLY PRESENTS

RUPANKAR

The Recipient of 61st National Filmfare Award

October 18, 2014 at 5.00 pm

9900 Willows Road NE, Redmond, WA 98053 Overlake Christian Church

Sponsors:

Zaffer Lalji

Rupankar's musical voyage started at the age eleven, he has a God-gifted voice; music flows in his blood, His tutelage in modern songs is from Jatilesnar Mukhopadhyay and Sukumar Mitra.

11250 Kirkland Way, Ste 200, Kirkland, WA REMAX Northwest Realtor, Ph: 425-864-4488

Residential Lending, NMLS #765641 sunny.gill@imortgage.com CELL: 206 898 8970 Sunny Gill

Come and Enjoy His Musical Bonanza

Po Box 1419, Issaquah, WA 98027 Pacific Geo Engineering LLC

www.uttoron.org

DURGA PUJA DETAILED SCHEDULE. NOTE ALL TIMES ARE APPROX.				
DATE	TIME (APPROX)	EVENT		
FRIDAY OCT 3		EVENT AT BELLEVUE COLLEGE		
	7:30 PM	Venue opens		
	8:00 PM	Cultural Program Starts		
	9:00 PM	Dinner		
	10:30 PM	Wrap up, Venue closed		
SATURDAY OCT 4		EVENT AT BELLEVUE COLLEGE		
	7:30 AM	Puja Preparation Starts		
	9:00 AM	Front Desk opens, Puja Starts		
	12:30 PM	Pushpanjali, Prasad distribution		
	1:30 PM	Lunch		
	4:00 PM	Sondhya (Evening) Arati		
	5:00 PM	MOVE TO AUDITORIUM (LIBERTY HIGH SCHOOL)		
	5:00 PM	Cha and Adda		
	6:30 PM	Cultural Program starts		
	8:15 PM	Dinner		
	9:30 PM	Cultural Program continues		
	11:00 PM	Venue closed		
SUNDAY OCT 5		EVENT AT BELLEVUE COLLEGE		
	8:30 AM	Puja Preparation Starts		
	10:00 AM	Puja Starts		
	12:00 PM	Pushpanjali, Prasad distribution		
	12:30 PM	Shantijol, Bisarjan		
	1:30 PM	Lunch		
	2:45PM	Trophy Distribution		
	3:30 PM	Sindoor Khela		
	5:00 PM	Wrap up, Venue closed		



Chinese with an Indian Twist

16564 Cleveland Street ~ Redmond ~ WA 98052 ~ 425-284-0670

সম্পাদক

পারমিতা দাস

সহযোগিতা

नीलाञ्जना शाञ्जली

প্রচ্ছদ চিত্র

অরুন্ধতী সেনগুপ্ত

প্রচ্ছদ অলংকরণ

শুভ্ৰ দত্ত

চিত্র / অলংকরণ

দীপঙ্কর গাঙ্গুলী সন্দীপ দেবনাথ

প্রুফ সংশোধন

সৌমিত্র সিংহ

300

Paramita Das

Editor

Assistance

Nilanjana Ganguly

Cover Painting

Arundhati Sengupta

Cover Graphics

Suvro Datta

Photo/Illustration

Dipankar Ganguly Sandip Debnath

ProofreadingSaumitra Sinha



Sharod Patro 2014

Printing sponsored by:

Oh! India

15600 NE 8th St Bellevue, Washington.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার (Acknowledgements)

বর্ণসফ্ট (BornoSoft) http://www.bornosoft.com/

This souvenir was composed using Bornosoft Accent Basic Version 3.0.2, Microsoft Word 2010.

"স্যাব্রদ্বসূত্র" একটি অবাণিজ্যিক পত্রিকা। এই পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাবলীর দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণ লেখকের। প্রকাশিত মতামতের জন্য সম্পাদকমন্তলী দায়ী নয়। মুদ্রনক্রটির জন্য সম্পাদকমন্তলী ক্ষমাপ্রার্থী।

© Copyright reserved by Uttoron, Uttoron is a registered non-profit organization

मृहिषय

রচনা	শেন্য	সূষ্টা		
ग्रम्भापकीय	পারমিগা দাম	y		
President's statement	Madhurina Roy	٩		
প্রবন্ধ				
রামায়ণ কথা	শেখর কুমার মান্যান	20		
জগজ্জননী মা দুর্গা	ইনা দণ্ড	Ь		
<u>জন্মান্তরবাদ</u>	কল্যাণ মজুমদার	9 0		
ক বিতা				
<i>ক</i> বিতা	শান্তি <u>ব</u> ত ঘোষ	\$2		
বাংলিমেরিক এক ডজন	७ प्रमु	22		
চেনেটির গন্দ	মানজিদা মৌমুমি	₹b		
ছ্ড়া - কবিতা	পরম বন্দ্যোপাধ্যায়	>>		
আমার গোপন মনে	খান হাসান	۶۶		
বর্ষা এলো ঐ	অরুণা পাঠক	P\$		
Be all you can be	Alok Sinha	85		
গল্প / ভ্রমণ				
ফিরে দেখা	সিদ্ধার্থ পাল	80		
অন্য পৃথিবী	আনন্দ সরকার	८७		

উড়ন্ত প্রেম	মন্দীপন মান্যান	85			
বিদেশে বিদিনবাবুর বিদদ	দিয়ালী বিশ্বাস	an			
সিনাইয়ের সূর্যোদয়	গৌতম সরকার	7 8			
त्रम्य तहना					
গৃহদানিতের US জিসা	মৌমিশ্র মিংহ	α >			
ছোটদের দাসা					
আমার আলাস্কা হ্রমণ	ঋষি হাজরা	9 8			
The cat and the love bird	Jeena Roy	DC			
My Grand Canyon Experience	Deepayan Sanyal	এ৯			
Our Africa Trip	Sagnik Sinha	७४			
Cultural Unity within diversity	Aniket Das	80			
Drawing	Shehaan Ganguly	DC			
Drawing	Ishaan Ganguly & Aniket Das	9 (4			
Drawing	Priyoshi De	PO			
Drawing	Anusha Guhathakurta	PO			
Drawing	Shreya sarkar Ganguly	PO			
Drawing	Oindrila Banerjee	1 00			
Drawing	Onela Banerjee	Po			

শারদপত্র ২০১৪ উত্তরণ ৮

সম্পাদকীয়

দেখতে দেখতে ঘুরে গেল আরেকটা বছর। এখনো মনে পড়ে গত বছর পুজোর শেষ দিনে ঢাকের তালে ধুনুচি নাচ আর গানের তালে উল্লাস 'আসছে বছর - আবার হবে'। আমাদের এই ব্যস্ততার জীবনে মনে হয় দিন কেটে গেল খুব তাড়াতাড়ি। ফিরে দেখা যাক কি কি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা আমাদের মনে দাগ কেটেছে:

- ইউক্রেনে ২৯৮ জন যাত্রীবাহী বিমানকে গুলি করে নামানো (July, 2014)
- গাজায় হামাসের সঙ্গে ইসরাইলের দন্দ (June, 2014)
- হিমাচল প্রদেশে বিয়াস নদীর Dam এর জল ছাড়ায় ২৪ জন ছাত্রের অকালমৃত্যু (June, 2014)
- আনুমানিক 276 মেয়েদের অপহরণ করে Hostage রাখা হই Nigeria এর একটি স্কুল থেকে (April, 2014)
- মালয়েশিয়া বিমানের ২৩৯ যাত্রীসহ নিখোঁজ (March, 2014)
- Haiyan সুপার টাইফুনে ফিলিপিনের প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি (Nov. 2013)
- ভারতের ধর্ষণের মহামারী
- যাদের হারিয়েছি রবিন উইলিয়ামস, নেলসন ম্যান্ডেলা, মার্গারেট থ্যাচার, ঋতুপর্ণ ঘোষ, গণেশ পাইন, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, সূচিত্রা সেন

এতগুলো ঘটনার মধ্যে আনন্দের খবর যেন খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তবুও আজকের দিনে সব কিছুর মধ্যে ইতিবাচক মানসিকতা বজায় রাখা খুবই প্রয়োজনীয়। কিছু সাফল্যের আর আনন্দের সংবাদও আছে বৈকি:

- ভারতের মঙ্গল পরিক্রমাকারী উপগ্রহের দীর্ঘ যাত্রা সূচনা(Sep, 2014)
- ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত 2014 ফিফা বিশ্বকাপে জার্মানির জয়লাভ (June-July, 2014)
- XXII শীতকালীন অলিম্পিক গেমস রাশিয়ায় সোচিতে অনুষ্ঠিত হয় (February, 2014)
- ফেসবুকের ১৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে WhatsApp ক্রয় (February, 2014)
- চাঁদের মাটিতে চীনের মুন রোভারের পদার্পণ (Dec. 2013)

আর আছে কিছু রাজনৈতিক পটভূমিকার আদলবদলের খবর

- স্কটল্যান্ডে ৪৫ শতাংশ ভোটের বিপক্ষে ৫৫ শতাংশ ভোটে স্বাধীন স্কটিশ রাষ্ট্রের বিভাজন স্থগিত এবং স্বাধীনতা ঘোষণা মাত্র চারটি কাউন্সিলে(Sep, 2014)
 - অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের বিভাজনে দুটি নতুন রাজ্যের সূচনা তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রপ্রদেশ (June, 2014)
 - ভারতীয় নির্বাচনে কংগ্রেসকে হারিয়ে বিজেপির সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ (May, 2014)
 - মার্কিন সরকারের কোষাগারে সাময়িক তালাবন্ধ (Oct. 2013)

এই এক বছরে এক শরৎ থেকে আর একটির মাঝে কেটে গেল - শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম। আমাদের বাংলায় আসে আরো দুটি ঋতু - গ্রীষ্মের পর বর্ষা আর শরতের পর হেমন্ত। হেমন্ত কাল কেমন যেন বিষয়তায় ভরা, এখানকার fall এর শেষের দিকে যেমন থাকে, রবি ঠাকুরের ভাষায় "হিমের ঘন ঘোমটাখানি ধূমল রঙে আঁকা"। আমাদের Seattle এ প্রায় সারা বছর বর্ষা। যে কোনো মেঘলা- বৃষ্টির দিন মনে করিয়ে দেয় আমাদের ছোটবেলার বৃষ্টি-ভেজা দিনগুলোর কথা। বর্ষা শেষে কালো মেঘ কেটে দেখা দেয় শরতের নীল আকাশ আর সোনালী রোদ্দুর। মা দুর্গার আগমনে হয় আমাদের প্রতীক্ষার অবসান - স্থান কাল সময়ভেদে সব দুঃখ বেদনা ভুলে এই শারদীয়া উৎসবের আনদেদ মেতে ওঠে বাঙালি, চলে সপ্তাহ ব্যাপী প্রতিমা দর্শন, ঢাকের বাদ্যি, ধুনুচি নাচ, পুজোর সাজ সজ্জা, বিচিত্রানুষ্টান আর ভুরিভোজ। আমাদের প্রবাসী বাঙালিদেরও এই প্রথার কোন ব্যতিক্রম নেই। আশা করি প্রতি বছরের মত এবছরও আমাদের সকলের পুজো কাটবে খুব আনন্দে। শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে এখানে শেষ করি।

শারদপত্র ২০১৪ উত্তরণ

Letter from the President

Greetings!

On behalf of our Executive Committee it is my pleasure and privilege to welcome you to Durgostav 2014 hosted by Uttoron.

Like every year, Durgostav provides us an opportunity to relive one of Bengal's most treasured traditions and continues to promote and foster our shared rich cultural heritage. It brings us sweet reminiscences from back home - from the sound of *dhaak* and shankha, pujor mantra-path, dhunuchi naach, the smell of dhup dhuno, hustle bustle of people in their new attires to the simple joys of time well-spent with friends.

Amidst this festive frenzy, the presence of Ma Durga elicits our best instincts where we forget our differences, come together and work as a single cohesive unit. This is what makes our charming and captivating UTTORON Community and I am fortunate to be part of it.

In addition each year we also celebrate Saraswati Puja, Boisakhi and our Annual Picnic; our members and youth (YOU) wing work with various charity organizations in the area to support community services. We operate a Bangla School (Ankur) to inculcate Bengali traditions and values in our next generation and we support a summer Cricket Camp. All of this would be simply impossible without the volunteer efforts of many amongst us, for which I am deeply grateful.

This year I am blessed to be supported by a diligent, conscientious, quick witted team who worked tirelessly to move this organization forward.

A few essential facts and accomplishments this year :

- 1. Net growth of member base by more than 12 %
- 2. Reduced dependency on Corporate matching funds.
- 3. Finding our old Durga idols a new abode.
- 4. Newsletter publication (for the first time)
- 5. Multiple youth (YOU) and adult charity events like 5K walk/run (with proceeds to Seattle Children Hospital Foundation), Hope Link and Food Lifeline programs, Teen feed (with Amrita, Seattle) and nightmare at Beaver Lake, Set up mobile application workshop with AT&T's OASIS group.
- 6 . Significant increase in participation at our Boisakhi and Picnic (which included organized sports) events
- 7. Last but not the least this is a all women's Executive Committee!

As in other years this year too we have faced some challenges, the prime of which is one I expect will remain - the inability to hold programs at one location and on multiple days during Durga Pujo despite our best efforts, reflecting the growing community size that reduces options in terms of available auditorium size.

In closing, I would like to wish each and everyone the most joyful of Pujo festivities and the best of good cheer and happiness till the next celebrations!

To the next Committee wish you all success!

Madhurina Roy President, Uttoron 2014 Uttoron, P.O. Box 3691, Bellevue, WA 98009-3691

Email: uttoronseattle@yahoo.com, http://www.uttoron.org

জগজ্জননী মা দুর্গা

ইলা দত্ত

"যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরুপেন সংস্থিতা

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যে নমঃ নমঃ"

শ্রী শ্রী চন্ডীতে লেখা এই স্লোকটি আমাদের সবার খুবই পরিচিত। যে দেবী সর্ব প্রাণীতে শক্তিরূপে অধিষ্ঠিতা তাহাকে নমস্কার - তাহাকে নমস্কার -তাহাকে নমস্কার।

শরতকাল এসে গেছে। বাংলার আকাশ বাতাস এখন কাশফুল আর শিউলিফুলের গন্ধে ভরপুর। চারদিকে মা জননীর আগমনের প্রতিধ্বনি। সব দুঃখ বিপর্যয় ভুলে মাকে বরণ করে নেবার জন্য সব রকম প্রস্তুতিতে সবাই নিমগ্ন। এই যে অস্রদলনী মায়ের পূজা, চারদিন ধরে উৎসব আর বিজয়ার মিলন মেলা তা আজকের আমাদের অবক্ষয় সমাজের দিক থেকে খুব প্রাসঙ্গিক নয় কি?

দেখা যায় প্রাক আর্য যুগ থেকেই ভারতবর্ষে শক্তি পূজার প্রচলন। পুরানে দেখা যায় এই মহাশক্তির উদ্ভাবনের জন্যই দেবী পূজা। দেবি দুর্গা আমাদের কাছে একান্তই স্নেহময়ী জননী। মা সকল দুঃখ দৈন্য ও মনমালিন্য অবসান করে শান্তি ও আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি করেন। হিন্দু শাস্ত্রে দুর্গা নামের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে – যিনি দুঃখ, বিঘ্ন, রোগ, পাপ ও শক্রর হাত থেকে আমাদের রক্ষা করেন – তিনিই দুর্গা। শ্রী শ্রী চন্ডী অনুযায়ী সব দেবতার সম্মিলিত শক্তির প্রতিমূর্ত্তি হলেন মা দুর্গা।

প্রচলিত প্রথায় আমরা বলি দেবি দুর্গা সপরিবারে অর্থাৎ দুই কন্যা ও দুই পুত্র নিয়ে মহিষাসুর বধ করতে চারদিনের জন্য মর্ত্তধামে বাপের বাড়ি আসেন। দুর্গার চালচিত্রে আমরা আর একটি দেবমূর্ত্তি পাই। তিনি হলেন শিব। প্রচলিত কথকথায় স্বামী শিব দেখতে আসেন বাপের বাড়িতে ছেলে মেয়ে সহ স্ত্রী দুর্গা কি রকম আদর যত্ন পেলেন আর কি রকম ভোগরাগ তাকে দেওয়া হল। আসলে শিব হলেন নির্জন পথের প্রতিক। তার থেকেই আগুনস্বরূপা শক্তির প্রকাশ। তিনিই মহাকাল।

অন্ধ্রপ্রদেশে মহা ধুমধাম সহকারে শিব দূর্গার বিবাহ উৎসব পালিত হয়। অথচ শ্রী শ্রী চন্ডীতে দুর্গা কে কুমারীরূপেই বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রাচীনকালে মুনি ঋষিরা সাধন ভজনের মাধ্যমে দেব দেবীর বিচিত্র রূপ রচনা করে সেই সর্বশক্তিমান বিশ্ব নিয়ন্তাকে নানা ভাবে ধ্যানমূর্ত্তী হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সাধকের মননে দেবী নানা রূপে ধরা দিয়েছেন। দুর্গা, কালী, পার্বতী, জগদ্ধাত্রী সব একই শক্তির বিভিন্ন রূপ। বৈদিক দেব দেবতা পরবর্ত্তীকালে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক নাম ও রূপে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে দেশে ও বিদেশে পুজিত হয়ে আসছেন।

আমাদের পরিচিত দেবী মূর্ত্তি হলেন সিংহের ওপর মহিষাসুরমর্দিনী। তিনি দশপ্রহরধারিণী দশভূজা দেবী। সিংহ হলেন দেবীর বাহন। সিংহ হল রজোগুণ শক্তির প্রতীক। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে পশুশক্তি আছে তা সাধন ভজনের দ্বারা মানুষ যথার্থ মনুষ্যতে উপনিত হয়ে দেবভাবে জাগ্রত হতে পারে। তাই দেবীর সাথে সিংহের ও পূজা করা হয়। দেবীর সাথে বাকি চার মূর্ত্তির মধ্যে কার্তিক হলেন মহাবলশালী সুপুরুষ। অভিষ্ঠ দুর্গা কে লাভ করতে হলে চাই রূপ ও বল। উপনিষদে বলা হয়েছে – "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য" আর "শরীরম আদ্যম"। শরীর সুস্থ থাকলেই বিদ্যা, বৃদ্ধি, স্মৃতি, মেধা ইত্যাদি লাভ করা যায়। গণেশ সিদ্ধির দেবতা। তিনি সর্বাগ্রে পূজ্য। অহংকার ও দর্প এসে প্রাধান্য যাতে না পায় তাই প্রজ্ঞানের প্রতীক গণেশ। গণেশ বিদ্ধনাশকারি তাই তাহাকে নমস্কার তার আর এক নাম বিদ্ধোশ। কন্যারূপে আছেন বিদ্যা দেবী সরস্বতী। আর ঐশ্বর্য্য ও সৌভাগ্যদায়িনী মহালক্ষ্মী। সরস্বতী বাগদেবী তিনি জ্ঞান শক্তির প্রতীক। দেবীর হাতে ওই দেবশব্দ ব্রহ্ম। আর বীণা সুর ও ছন্দের প্রতীক। তিনি সর্বগুনের অধিকারি সর্বশুক্লা। লক্ষ্মী শ্রী, অসুদ্ধি, বিকাশ ও অভ্যুদয়ের প্রতিক। মহিষাসুর দুর্দম্য। দেবির পদতলে দলিত অসুর অশুভ শক্তির উপর শুভশক্তির জয়ের প্রতীক।

দুর্গোৎসব বাঙ্গালীর সবচেয়ে বড় উৎসব। আমাদের পারিবারিক কিংবা সামাজিক মেলবন্ধন, মনের উত্তরণ, সংস্কৃতির উন্নয়ন ইত্যাদির জন্য মাতৃবন্দনা কিংবা শক্তিপূজার খুবই প্রয়োজন। আমরা চার দিন জগৎ পালিকা বিশ্ব মাতার পূজা করি। তিনি আমাদের কাছে চিত স্বরূপা কল্যানমযী। করুণাময়ী ইত্যাদি রূপে বিরাজমান। বর্তমান সমাজের এই অবক্ষয় ও সঙ্কটের সময় মহামায়ার প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য আমাদের কি নৃতন দিক দর্শনের দিকে এগিয়ে দিতে উদ্ভুদ্ধ করতে পারে না? মায়ের মাতৃত্ববোধ অমলিন বলেই সন্তানের জন্য মঙ্গলচিন্তা। আমরা যদি শুদ্ধচিত্তে মায়ের কাছে প্রার্থনা করে সত্যিকার মানবিক গুনাবলি জাগ্রত করি তাহলে এই দুর্নীতি, ধর্ষণ, চুরি, খুন খারাপি ইত্যাদির থেকে নিশ্চয় মুক্তি পাব। হৃদয়ে প্রগাড় ভক্তি থাকলে শরণাগত হওয়া যায় আর শরণাগত হলেই মহামায়ার আশ্রয় পাওয়া যায়। দশমীতে মাকে বিদায় দেবার পালা। নবমীর রাত পোহালেই চারদিকে ভৈরবী বাজা যেন বিদায় ব্যথার সুর বাজে। সবার মনে একটা শূন্যতা বোধ জাগে। মা তখন একাধারে জননী ও কন্যারূপে। বিজয়ার পূণ্যলগ্নে প্রেম ভালবাসা ও আশীর্বাদের মাধ্যমে তিনি আমাদের পূর্ণতার দিকে এগিয়ে দেন। তাই সব ব্যথা বেদনে জয় করে আমরা আনন্দলোকের দিকে এগোতে পারি। তাই আসুন এই আনন্দের ফল্পধারায় আমরা স্লাত হই। অন্তরের সব রিপু বিনাশ করে বিমল ও নির্মল হয়ে উঠি। আর জগজ্জননীর কাছে প্রার্থনা করি – যুগ যুগ ধরে প্রতি বছর যেন এই উৎসব ফিরে আসে স্বর্গীয় আনন্দ নিয়ে।





অকনকৈ জানাই শারদীয়ার দ্রীতি ও শুজেফা বরুন, পুঞ্পিতা ও রিমিকা

রামায়ণ কথা

শেখর কুমার সান্যাল

মহাকবি বান্দ্রিকী ভারতীয় কবিদের মধ্যে অগ্রজ। প্রসিদ্ধি আছে তিনি আদিকবি এবং তাঁর রচিত রামায়ণ আদি মহাকাব্য। রামায়ণ এবং মহাভারত ভারত-নেপালের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। শুধু তাই নয়, রামায়ণ-মহাভারত বিশ্বশ্রেষ্ঠ কয়েকটি মহাকাব্যের মধ্যে গণ্য। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত আদি রামায়ণ বান্দ্রিকী-রামায়ণ নামে পরিচিত। পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত প্রচিত রামায়ণের সম্পূর্ণ একজনের রচনা নয়। সম্পূর্ণ রামায়ণ এক সময়েও রচিত হয়নি। মূল গ্রন্থ সম্ভবত খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দে রচিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কয়েকজন পণ্ডিত রামায়ণের সমগ্র কাহিনী, রচনারীতি ও বিভিন্ন পাঠান্তর আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে পোঁছেছেন যে সপ্তকাণ্ড রামায়ণের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ কাণ্ড পর্যন্তই বান্দ্রিকী রচনা করেছেন। এ ছাড়া প্রথম কাণ্ডের শেষ অংশ ও উত্তর কাণ্ডের অংশ বিশেষও বান্দ্রিকীর রচনা। বহুকাল পূর্বে মূল রচনার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে বলে সমগ্র রামায়ণ বান্দ্রিকীর নামে চলে। A. Berriedale Keith তাঁর সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে লিখেছেন 'Valmiki and those who improved on him, probably in the period 400-200 B.C. are clearly the legitimate ancestors of the court epic.' মহাকাব্য প্রধানত দুই শ্রেণীর – Literary Epic এবং Epic of Growth | পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চারটি এপিক অব গ্রোথের মধ্যে রামায়ণ ও মাহাভারত ছাড়াও রয়েছে হোমারের ওডিসি ও ইলিয়ড। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ রমেশ্যন্দ্র দত্ত লিখেছেন "The Ramayana, like the Mahabharata, is a growth of centuries, but the main story is more distinctly the creation of one mind."

মহাভারতের আদিপর্বে একটি শ্লোকে বলা হয়েছে কয়েকজন কবি এই ইতিহাস পূর্বে বলে গিয়েছেন, এখন অপর কবিরা বলছেন, আবার ভবিষ্যতে অন্য কবিরাও বলবেন। এই কথা কয়েকটি রামায়ণ সম্বন্ধেও খাটে। রামায়ণের মূল রচনা ও বর্তমানে প্রাপ্ত রূপের মধ্যে দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানে বহু প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় সংযোজন ও প্রক্ষেপ ঘটেছে, সে কথা বলা বাহুল্য। তবে বাল্মিকীই রামায়াণের মূল রচয়িতা।

পৃথিবীর বহু ভাষায় রামায়ণের অনুবাদ রয়েছে। রামকথার লেখক ফাদার কামিল বাল্ক রামায়ণের অন্যূন তিনশটি অনুবাদের সন্ধান পেয়েছেন। বাল্মিকী রামায়ণের প্রাচীনতম সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিটি ১৪০১ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত হয়েছিল নেপালি হরফে। এশিয়ার বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ রামায়ণের মহাকাব্যিক কাহিনী নিজেদের মতো করে নিজেদের সংস্কৃতিতে গ্রহণ করেছে। ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরে রামায়ণ ভিত্তিক কথকতার ঐতিহ্য ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া, ফিলিপাইনস, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম এবং মালদ্বীপেও রয়েছে। এ সব দেশের সাহিত্য ও শিল্পের উপর রামায়ণ কাহিনির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপের বিভিন্ন ভাস্কর্যে রামায়ণের নানা চরিত্রের উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এমনকি মুসলমানপ্রধান দেশ ইন্দোনেশিয়ার এয়ারলাইন্সের নাম রাখা হয়েছিল গরুড়।

নিপুণ লেখকের রচিত পুরাণকথার মোহিনী শক্তি বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সবাইকে মুগ্ধ করে। পৌরাণিক অতিশয়োক্তি ও অসংগতি মেনে নিয়েই প্রাচীন সাহিত্য উপভোগ করতে হয়। তার জন্যে ধর্মবিশ্বাস বা পূর্বসংস্কার কোন অন্তরায় নয়। উদার পাঠক সকল দেশের পুরাণই সমদৃষ্টিতে পাঠ করতে পারেন। বাল্মিকী-রামায়াণে রূপকথা ও আরব্যউপন্যাস তুল্য বিচিত্র অতিপ্রাকৃত বিষয় রয়েছে। কাব্যরসও আছে প্রচুর। আছে প্রাচীন সমাজচিত্র, নিসর্গ বর্ণনা এবং কৌতুকাবহ প্রসঙ্গ। সব কিছু ছাড়িয়ে যা সকল পাঠককে সমভাবে মুগ্ধ করে তা এর আখ্যান ভাগ। বাল্মিকীকথিত এই অতি প্রাচীন আখ্যান কোন আধুনিক উপন্যাসের চেয়ে কম মনোহর নয়। তবে তৎকাল-প্রচলিত রচনারীতি ও নৈতিক আদর্শ অনুসারে রচিত কাহিনী এবং চরিত্র আধুনিক সংস্কার নিয়ে বিচার করা যাবে না।

রামায়ণে সত্য ঘটনা কতটুকু আর রূপক কতটুকু, রামায়ণকার বাল্মিকী রামের সমসাময়িক কিনা এসব গবেষণার বিষয়। 'রাম' ও 'অয়ণ' শব্দ দু'টির তৎপুরুষ সমাসবদ্ধ পদ 'রামায়ণ'। এর অর্থ রামের অগ্রযাত্রা। মহাভারত কাহিনীর কিছু কিছু সূত্র থেকে অনুমান করা হয় রামায়ণ মহাভারতের পূর্বে রচিত। মহাভারতের মতো রামায়ণ একটি বহুস্তর বিশিষ্ট কাহিনিমাত্র নয়। রামায়ণে পৌরাণিক হিন্দু ঋষিদের উপদেশ বিদ্ধৃত হয়েছে। রামায়ণের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য মানবিক মূল্যবোধ ও ধর্মভাবনার উন্মেষ সাধন। হিন্দু ঐতিহ্যে চারটি যুগের কথা বলা হয় সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। রামায়ণের কাহিনি ত্রেতা যুগের। রামকে বিষ্ণুর অবতার মনে করা হয়। মহর্ষি বাল্মিকী তিনটি শ্লোকে রামের জন্মকালের গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান বর্ণনা করে গিয়েছেন। প্ল্যানেটরিয়াম সফটওয়্যারে গ্রহ-নক্ষত্রের সেই অবস্থান বিশ্লেষণ করে রামের জন্ম তারিখ ৫১১৪ খ্রিষ্টপূর্বান্দের ১০ জানুয়ারি বলে দাবি করা হয়।

ভারতীয় সাহিত্যের আদিযুগ থেকে রামবিষয়ক কথা অনেক পাওয়া যায়। সব আখ্যান সর্বস্থানে এবং সর্বকালে সর্বাংশে সমান নয়। মৌলিক রচনা বিশেষজ্ঞ রবার্ট পি গোল্ডম্যান উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত রামায়ণ কাহিনীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাঠান্তর লক্ষ্য করেছেন। রামগাথা ও জনশ্রুতি অতি প্রাচীন যুগ থেকে প্রচলিত আছে। তাই অবলম্বন করে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন কবি পূর্বকবিদের সাহায্য নিয়ে নিজ নিজ রুচি অনুসারে আখ্যান রচনা করেছেন। এই কারণে পুরাণাদিতে বর্ণিত আখ্যানের সাথে বাল্মিকী-রামায়ণের কোন কোন ক্ষেত্রে অমিল দেখা যায়। কৃত্তিবাস তুলসীদাস প্রমুখ কবিরা বাল্মিকীকে যথাযথ অনুসরণ না করে পুরাণ থেকে অনেক কিছু আহরণ করেছেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে লেখা হয়েছে প্রাচীনকালে রত্নাকর নামে এক দুর্বৃত্ত দস্যুবৃত্তির দ্বারা পিতামাতা স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণ করত। ছদ্মবেশী নারদ অরণ্যপথে তার কবলে পড়লে দস্যুকে জিজ্ঞেস করলেন তার এই পাপকর্মের ফল কে ভোগ করবে। রত্নাকর উত্তর দিল পিতামাতা-স্ত্রীপুত্র তার পাপের ভাগ বহন করবে। নারদের কথায় তাঁকে বেঁধে রেখে রত্নাকর গৃহে গিয়ে পরিবার পরিজনের কাছে জানতে চাইলে তারা বলল তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব রত্নাকরের। তার জন্যে পাপপথে গেলে সে কর্মফল তাকে একাই ভোগ করতে হবে। অনুশোচনায় দগ্ধ রত্নাকর নারদ মুনির উপদেশে পরিত্রাণের জন্যে এক স্থানে বসে নিশ্চল ভাবে ছয় হাজার বছর রামনাম জপ করেন। তার সর্বশরীর উইটিপিতে (বন্মীক) আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে তিনি ঋষি বান্মিকী নামে খ্যাত হলেন।

রবীন্দ্রনাথে দস্যু রত্নাকরের পাষাণমনে পরিবর্তন এসেছিল দীনহীন বালিকার সাজে আবির্ভূতা প্রজ্ঞা-সুর-সংগীতের দেবী সরস্বতীর মহিমায়। বাগদেবী তাঁকে বর দিয়েছিলেন-

"যত দিন আছে শশী, যত দিন আছে রবি,
তুই বাজাইবি বীণা তুই আদি মহাকবি।
মোর পদ্মাসন তলে রহিবে আসন তোর,
নিত্য নব নব গীতে সতত রহিবি ভোর।
বিস তোর পদতলে কবিবালকেরা যত
শুনি তোর কণ্ঠস্বর শিখিবে সংগীত কত।"

(গীতিনাট্য বান্মিকী প্রতিভা)

বান্মিকী-রামায়াণে বালকাণ্ডের প্রথম সর্গের সূচনায় পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ নারদকে বান্মিকী জিজ্ঞাসা করেছিলেন-

"ভগবান, ত্রিভূবন তোমাদের প্রত্যক্ষে বিরাজে –
কহ মোরে কার নাম অমর বীণার ছন্দে বাজে।
কহ মোরে বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয় নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ের, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজশিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ের সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম
কহ মোরে, সর্বদশী, হে দেবর্ষি, তাঁর পুণ্য নাম।" (ভাষা ও ছন্দ – রবীন্দ্রনাথ)

নারদ উত্তর দিলেন, ইক্ষাকুবংশজাত দশরথনন্দন রাম এমন সর্ব গুণে গুণান্বিত। তারপর নারদ রামের জন্ম, বিবাহ, যৌবরাজ্যে অভিষেক আয়োজন, দশরথের মৃত্যু, রামের বনবাস, রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ, রামের সঙ্গে হনুমান-সুগ্রীবের মিলন, সীতার অন্বেষণে বানরগনের চতুর্দিকে যাত্রা, অশোক কাননে সীতার সাথে হনুমানের সাক্ষাৎ, সমুদ্রের উপর সেতুবন্ধন, রাম-রাবণ যুদ্ধ, রাবণবধ, রামের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন, সীতার অগ্নিপরীক্ষা ও রাজ্যগ্রহণ পর্যন্ত ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করলেন।

কিছুদিন পর মুনিবর বাল্মিকী এক প্রভাতে শিষ্য ভরদ্বাজ সহ তমসা নদী-তীর্থে স্নান করতে গিয়ে নৈসর্গিক শোভায় মোহিত হয়ে বিচরণ করছেন। এমন সময় এক ব্যাধ কাম-ক্রীড়ারত ক্রৌঞ্চ-মিথুনের পুরুষ পাখিকে শরাঘাতে বধ করলে বাল্মিকী ক্রৌঞ্চীর বিলাপধ্বনি শুনে শোকাহত হলেন। তাঁর মুখ থেকে আকস্মিক ভাবে একটি করুণরসাত্মক ছন্দবদ্ধ বাক্য নির্গত হল-

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বুমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।

যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।।"

(রে ব্যাধ মুক্তি তোর হবে না কখন

কামমোহিত ক্রৌঞ্চে বধিলি যখন।)

অভিশাপ দিয়ে বান্মিকী ভাবলেন পক্ষিণীর শোকে আকুল হয়ে তিনি এ কী উচারণ করলেন! আশ্রমে ফিরে এসে তিনি এই কাব্যোক্তির কথা ভাবছেন, এমন সময় প্রজাপতি ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়ে বান্মিকীকে বললেন শোকের সময় মুখ থেকে নিঃসৃত এই ছন্দবদ্ধ বাক্য 'শ্লোক' নামে খ্যাত হবে। বলা হয়ে থাকে এটিই আদি কবিতা। এই কারণেই বান্মিকীকে বলা হয় আদিকবি। ব্রহ্মা বান্মিকীকে বললেন ত্রিকালজ্ঞ নারদের কাছে যেমন শুনেছ সেই মত রাম, লক্ষণ, সীতা ও রাক্ষসদের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সমস্ত বৃত্তান্ত এইরূপ শ্লোকে কীর্তন করে রামচরিত আখ্যায়ক রামায়ণ রচনা কর। যা তোমার অবিদিত আছে সে সমস্তও তোমার বিদিত হবে, তোমার এই কাব্যের কোন বাক্য মিথ্যা হবে না। যতকাল ভূতলে গিরি নদী সকল অবস্থান করবে ততকাল রামায়াণকথা লোকসমাজে প্রচারিত থাকবে।

একদিন বাল্মিকীর তপোবনে উত্তরিত দেবর্ষি নারদকে যথোচিত অভ্যর্থনা করে মুনিবর রাম প্রসঙ্গে বললেন-

"জানি আমি জানি তাঁরে, শুনেছি তাঁহার কীর্তিকথা"
... ... "তবু নাহি জানি সমগ্র বারতা,
সকল ঘটনা তার, - ইতিবৃত্তি রচিব কেমনে।
পাছে সত্যন্ত্রন্ত হই, এই ভয় জাগে মোর মনে।"

নারদ হাসিমুখে বললেন-

"সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জন্মস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"

(ভাষা ও ছন্দ - রবীন্দ্রনাথ)

রামের ইতিবৃত্তি যথার্থরূপে জানার জন্যে বাল্মিকী যোগাবিষ্ট হয়ে সমস্ত ঘটনা দেখতে পেলেন। তারপর চব্বিশ হাজার শ্লোকে, পাঁচশত সর্গে এবং ছয় কাণ্ডে (উত্তরকাণ্ড সহ সাত কাণ্ডে) বিত্রিশ স্বরমাত্রার অনুষ্টুপ ছন্দে বিচিত্র পদ ও অর্থযুক্ত রামচরিত রচনা করলেন। পাঠে ও গানে সুমধুর, দ্রুত মধ্য ও বিলম্বিত – এই তিন লয়ে এবং ষড়জ ঋষভ প্রভৃতি সপ্তস্বরে বীণাদি তন্ত্রীবাদ্যের সমাহারে গানের যোগ্য এবং শৃঙ্গার করুণ হাস্য বীর প্রভৃতি রস সমন্বিত এই গীতিকাব্য পরিবেশন করে স্বরের উচ্চারণস্থান ও মূর্ছনায় অভিজ্ঞ রামের দুই সুপুত্র লব ও কুশ অযোধ্যাবাসীকে মোহিত করেছিলেন।

আমাদের শিশুকালে মা যখন সুর করে রামায়ণ পাঠ করতেন আমাদের কচি মনগুলো এক স্বপ্নদৃষ্ট কল্পলোকে হারিয়ে যেত। মাত্র আটটি লাইনে রামায়ণ সংক্ষেপ এতদিন পরেও স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে আছে-

আদিকাণ্ডে' রাম জন্ম বিবাহ সীতার।

অযোধ্যা'তে বনবাস ত্যাজি রাজ্যভার।।

অরণ্যকাণ্ড'তে সীতা হরিল রাবণ।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড'তে হয় সুগ্রীব মিলন।।

সুন্দরাকাণ্ড'তে হইল সমুদ্র বন্ধন।

লঙ্কাকাণ্ডে' উভয় পক্ষে হইল মহারণ।।

উত্তরকাণ্ডে'তে ছয় কাণ্ডের বিশেষ।

সীতাদেবী করিলেন পাতাল প্রবেশ।।

(রাজশেখর বসু অনূদিত সংস্কৃত বাল্মিকী-রামায়ণ অনুসরণে লিখিত)

Dwijendra K. Ray-Chaudhuri,

Address: 11711 134th PL NE , Redmond, WA 98052 Tel. 614-586-3364

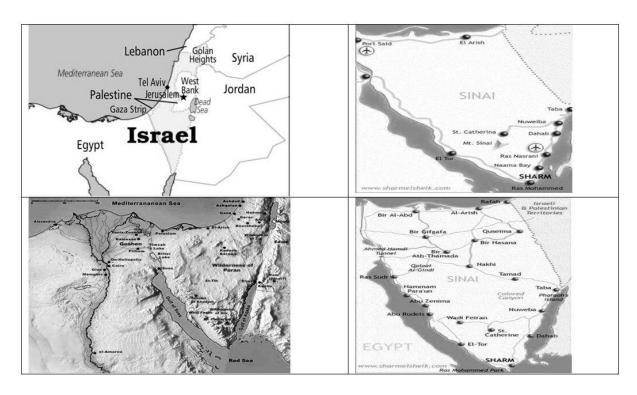
> Wishes all my friends Happy Durga Puja.

Also I inform all that I am mourning my wife Joyasree who passed away last year.

সিনাইয়ের সূর্যোদয়

গৌতম সরকার

এত সুন্দর, এত মনোরম জায়গা আমি সত্যিই আর কোথাও দেখিনি। পাহাড় আর সমুদ্র পাশাপাশি। পাহাড়ের রং পাটকিলে, আর সমুদ্রের, অবশ্যই নীল। কিন্তু সূর্যের আলোয় সেই পাটকিলে আর নীল রঙের যে কত 'রকম' আর বাহার হয়, তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। আর চারি দিকে শুধু বালি আর বালি। এতো বালিও ছিল এ পৃথিবীতে? তারই মাঝে এদিক-ওদিক কিছু ক্যাকটাস জাতিও গুল্ম; গজিয়ে আছে খাপ-ছাড়া ভাবে। এখানে ওদের উপস্থিতিটা কেমন যেন অযাতীত অতিথির মতো। এমন দৃশ্য সচরাচর দেখা যায় না। দেখে মন ভরে গোল। কিন্তু এখানে আসার আগে এইসবের কিছুই আমার জানা ছিল না। যে জন্যে সিনাই-পেনিনসুলায় এসেছিলাম, তা হল একটা 'অসাধারন সূর্যোদয়' দেখা। আর তা দেখতে হলে সারা রাত ট্রেক কোরে উঠতে হবে মাউন্ট সিনাই বা মাউন্ট মোসেসের ওপর, যার কোলে আছে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো চার্চ, "সেন্ট ক্যাথরিন"।



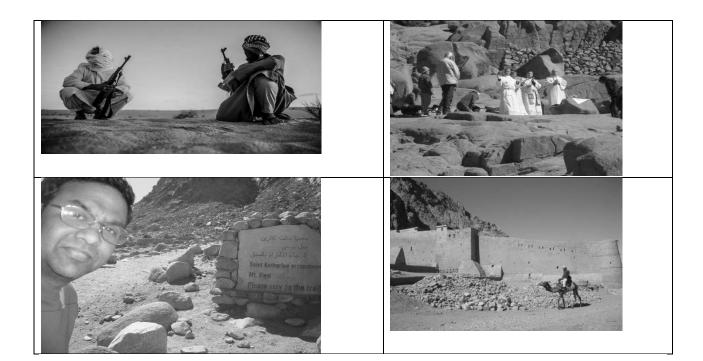
এই পাহাড়ের ওপরেই নাকি মোসেস স্বয়ং ভগবানের কাছ থেকে 'টেন কম্যাভমেন্টসের' (10 commandments) নির্দেশ পেয়েছিলেন, যা কিনা পরবর্তী কালে হোয়ে ওঠে খ্রিন্ট ধর্মের অ-আ-ক-খ। এইসব জটিল তথ্য হজম করার ক্ষমতা বা বুদ্ধিমত্তা, কোনটাই আমার নেই। যেটা ছিল, তা হল ঐ 'অসাধারণ সূর্যোদয়' দেখার একটা ইচ্ছা। 'অসাধারণ' এই কারনে, যে সূর্যটা নাকি পাহাড়ের তলা থেকে মাটি ফুঁড়ে উদয় হয়, পাহাড়ের ওপর দাঁড়ালে যা কি না মনে হয় যেন পায়ের তলা থেকে সূর্যোদয়। দার্জিলিঙের 'টাইগারহিল' থেকে আলাস্কার 'মাউন্ট ম্যাকিনলে', কন্যাকুমারিকার ত্রি-সাগরের সঙ্গম থেকে সাউথ-আফ্রিকার 'কেপ অফ গুড হোপ', আমার মিনেসোটার বাড়ির কাছের গ্রেট-লেক 'সুপিরিয়র' থেকে বলিভিয়ার পৃথিবীর উচ্চতম-লেক 'টিটিকাকা', রাজস্থানের মক্রভুমি থেকে আফ্রিকার সাহারা, অ্যারিজোনার 'গ্র্যান্ড-ক্যানিয়ন' থেকে অস্ট্রেলিয়ার 'উলুক্ল'-রক, এমনকি পেক্রর অ্যামাজন জঙ্গলের 'মাচুপিচু'তেও সূর্যোদয় বা সূর্যান্ত দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আমার; কিন্তু তাই বলে পায়ের তলা থেকে মাটি ফুঁড়ে? নাঃ, তেমনটা আগে কখনো শুনিনি। এইসব শুনেটুনে ঐ 'ইচ্ছা'টা মনে একেবারে জাঁকিয়ে বসলো, লোভটা আর সামলাতে পারলাম না। আর যাই হোক, এটা দেখতে গেলে আমাকে ভগবান বা ধর্ম বোঝার মতো কোন অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে না, যা কিনা আমার একেবারেই নেই! তাই ঠিক করে ফেললাম, যে এটা না দেখে আমি মিশর-দেশ ছেড়ে নড়ছি না। কিন্তু আমি ঠিক করলেই বা কি? সেখানে যাব কি করে? রাস্তা ঘাটই যে তেমন নেই; যা আছে তা অতি নগন্য, আর তারও বেশীরভাগই নাকি বন্ধ। কেননা কেউই যে সেদিকে যেতে চায় না। ওদিকে নাকি পদে পদে বিপদ, যুদ্ধ সংক্রান্ত। কারণ আশেপাশের সব দেশই নাকি দাবি করে যে সিনাই-পেনিনসূলা তাদের, আর

তাই নিয়েই যত খেয়োখেয়ি! অনেক কষ্টে একজনকে জোগাড় করা গেল, একটা 'প্রাইভেট' গাড়িতে করে আমাকে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু মুশকিল হল ভাষা সমস্যা; আমার কাছে আরবি যা, ওঁর কাছে ইংরিজিও ঠিক তাই, একেবারে যাকে বলে 'ভাঁড়ে মা ভবানী'! তাই হাত-পা নাড়ানোই হয়ে দাঁড়াল বোঝাবুঝির একমাত্র মাধ্যম। ঠিক আছে, তাইই সই। একদিন ভোরে বেরিয়ে পোড়লাম। প্ল্যান-টা ছিল মোটামুটি এই যে কায়রো থেকে সুয়েজ হয়ে, 'গাল্ফ অফ সুয়েজ' বরাবর দক্ষিণে যাওয়া, আর সেই একই পথে ফেরত আসা। অন্য কোনো দিকে যাওয়া চলবে না। কারণ মুশকিল হল আমার অ্যামেরিকান পাসপোর্ট। ঐ জন্যই আমার নাকি ইসরায়েলের গুপ্তচর হবার সমূহ সম্ভাবনা। কারণ ঐ 'হারামি' অ্যামেরিকাই যে ইসরায়েলকে ইন্ধন যোগায়। যার জোরেই নাকি ইসরায়েলের এত দাপট, আর সেই দাপটেই নাকি ওরা সিনাই-পেনিনসূলায় 'বাবু' হয়ে বসে ছিল বেশ কিছুদিন। তিন তিনবার যুদ্ধ করে তবেই সিনাই-পেনিনসূলার বেশ খানিকটা উদ্ধার করতে পেরেছে মিশর। এইসব তথ্য কি আর আমার মাথায় ঢোকে? আমার শুধু ঐ একটাই সম্বল, ঐ 'ইচ্ছা'টা, ঐ 'সূর্যোদয়' দেখার 'ইচ্ছা'টা। তাছাড়া ঐ ২০০০ বছরের পুরনো, পাছা-ফাটা লঙ্গির মতো কি সব ছাল-বাকল পরা. ধ্যাড়ধ্যাড়ে গোবিন্দপরের মিস্টার মোসেস যদি তা দেখে থাকতে পারেন. তাহলে অ্যামেরিকায় থাকা এই আধুনিক আমিই বা তা পারবো না কেন? দুপুর ১২-টা নাগাদ সেন্ট ক্যাথরিন পৌছান গেল। এই চার্চে নাকি আমার মতো অপবিত্র নাস্তিকের ঢোকা বারণ। কিন্তু আমি যে অপবিত্র তাই বা জানছে কে? ভাবলাম এত দূর যখন এসেইছি, ঢুকেই পড়ি না একবার, কিই বা আর হবে? দেখেই নি না, কি এমন জিনিস আছে এর ভেতরে, যা নিয়ে কিনা মুসলমান, খ্রিস্টান আর ইহুদীদের মধ্যে এত লাঠালাঠি, এত খিটকেল। তাছাড়া পয়সা উসুল করারও তো একটা ব্যাপার আছে, এতো খরচ-খর্চান্ত কোরে এলাম এ্যাদ্দুর ...! কিন্তু ঐ যে বিবেক বলে কি যেন একটা আছে না? তার জোরাজুরির কাছেই হেরে গেলাম! কেন জানি না মনে হল যে, আমি এই গির্জায় ঢুকলে বাড়ি বয়ে এসে জোর করে কাউকে অসন্মান করা হবে। তা আমি পারবো না। তাই বাইরে থেকেই দেখলাম। বেশ দেখতে। অ্যামেরিকার মতো বড়, আর নতুন বা 'দ্রুত' কোনো দেশে থাকলে যা হয়; ৫০০ মাইল কোন দূরতুই নয় কিন্তু ৫০০ বছর অনেক দিন! তাই দুই হাজার বছরের পুরনো কিছু একটা দেখছি, ভেবে মনে কেমন যেন একটা রোমাঞ্চ আর শিহরন হলো। কিন্তু ব্যাস, ঐটুকুই। স্পিরিচুয়াল কিছুই অনুভব কোরলাম না। মনে মনে একটু হাসলাম, কোন 'ম্পিরিট' থাকলে তবে না 'ম্পিরিচুয়াল' কিছু অনুভব করা যায়, আমার যে এইসবের 'কিসুই' নেই! উল্টোদিকে ছোটো একটা টিলার ওপরে একদল খ্রিস্টান লোককে কোন একটা প্রার্থনায় মগ্ন দেখলাম। ওরা যেইসব মন্ত্র আউড়াচ্ছিল, তার মধ্যে কেমন যেন একটা শান্তির বার্তা ছিল। ঠিক যেমনটা হয়; যখন সংস্কৃত মন্ত্র বা স্তোত্র 'তেমন' করে, কেউ তেমন 'গলায়' 'পাঠ' করতে পারেন! আমার ছোটবেলায় মহালয়া শুনে ঘুম থেকে ওঠার কথা মনে পড়ে গেল, বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের সে কি অসামান্য দক্ষতায় স্তোত্র পাঠ! ভেবেই গায়ে কাঁটা দিল। ওঁদের দু-এক জনের পরনে সাদা আলখাল্লার মতো কিছু একটা মনে হল, হয়তো ওঁরাই পুরোহিত। ওঁদের সাথে গিয়ে আলাপ করতে ইচ্ছে করলো, তারপর ভাবলাম না থাক, ওঁদের প্রার্থনা ভঙ্গ করবো না, আমিতো আর সে ক্ষমতার অধিকারী হতে পারলাম না, ওঁদের পথেই বা বাধা হবো কেন? এদিক ওদিক ফ্যা ফ্যা করে ঘরে বেড়ালাম বেশ খানিকক্ষন। ভাবছিলাম ভগবান বেচারিকে নিয়ে এত মারামারি কেন? নাকি মারামারিটা আসলে জমি দখলের, এই সিনাই-পেনিনসুলার দখল নেবার মতো? আমার তিন মেয়ের কথা মনে পরে গেল। আচ্ছা, ওরা যদি কোনোদিন আমাকে নিয়ে মারামারি শুরু কোরে দেয়, তাহলে আমি কোন দিকে যাব? বেচারি ভগবান, ওঁর যে কি নিদারুণ অবস্থা! উনার তো নিজেরই অশান্তির শেষ নেই, আর তাঁর কাছেই কিনা লোকে শান্তি ভিক্ষা করে? একটা আরব বেদুইনকেও দেখলাম, উটের পিঠে করে যাচেছ। রোদে চটা, কালচে-তামাটে গায়ের রং, আর হাড় গিলগিলে, রুক্ষ চেহারা; খেতে পায় না বোধহয়। গায়ে শতছিন্ন জামাকাপড়। দেখে মনে হয় বছর কয়েক স্নান করেনি ও. এদিকে জলই বা পাবে কোথায়? পায়ে দেখলাম ছোপ ছোপ মেরে সাদা খড়ি উঠেছে, গায়েও নিশ্চয়ই বোঁটকা গন্ধ। ওর উটের পিঠেও একটা শতহিন্ন শতরঞ্জির মতো কিছু একটা, ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্যই বোধহয়। দেখে মায়া হল। সাথে তেমন কিছু নেইও যে ওদের দেব। আচ্ছা, ওর কি বউ আছে? ছেলে, মেয়ে? তারা কি খেতে পায়? সুখ যে নেই, তা তো দেখাই যাচ্ছে, কিন্তু শান্তি? সেটা কি আমার থেকে ওরই বেশী? সামনে একটা কুঁড়েঘর আর তাঁবুর মাঝামাঝি কিছু একটা দেখা গেল। ওরই হবে বোধহয়। ওখানেই কি ওর শান্তির সংসার? এদিক-ওদিক, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আরও কিছু উট, গুল্ম চিবিয়ে জিরোচেছ। ওদের চেহারাতেও কেমন যেন 'শান্তি'। দেখে মনে হল যে এই দুনিয়ায় কি ঘটছে, না ঘটছে, তাতে ওদের বয়েই গেলো। এই 'আপাত অশান্ত' সিনাই-পেনিনসুলায় ভরপুর শান্তি খুঁজে পেলাম 'এই আমি'! প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। ঐ 'শান্তি' দিয়েই আমার বুকটাকে ভরে নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম, আবার কবে যে সুযোগ হবে! কিন্তু সেখানেও বিপত্তি। গাড়ির ড্রাইভার এসে তাগাদা লাগালো, জানালো যে এবার মাউন্ট সিনাই রওনা না হলেই নয়। নয়তো ওখানে আর সময় মতো পৌঁছানো যাবে না, কারণ ওঁকে যে আবার এদিকেই ফেরত আসতে হবে রাত কাটাতে, আমি যখন সারা রাত ট্রেক করবো; কারণ মনুষ্য সভ্যতা নাকি এখানেই শেষ! আচ্ছা, শান্তি খুঁজে পাওয়াটা কি এতই দুষ্কর? যদি বা এখানে একটু সুযোগ হল…! কি আর করা? বেরিয়ে পোরলাম। সন্ধ্যের আগেই পৌঁছে গেলাম মাউন্ট সিনাই। মনে মনে একটু ভয়ই পাচ্ছিলাম, পারবো তো? Driver তো আমায় পাহারের কোলে ফেলে রেখে কেটে পড়বে, আর তারপর? কিন্তু ওখানে গিয়ে বেশ কিছু ইউরোপিয়ান বিদেশীদের দেখে ধড়ে যেন একটু প্রাণ এল! তারা দেখলাম সব একেবারে বিলকুল তৈরী, ট্রেকিং-এর সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে। আর আমি? সাথে শুধু একটা জলের বোতল! ঐ যে বলে না, বাঙ্গালীদের কিসসু হবে না! আমিই তার হাতে-গরম উদাহরণ। এখানে নাকি এখন সব জিরোচেছ, খানাপিনা অউর, বিদেশীদের যা হয়, চুমু-চামা। দেখলাম সবই চলছে বেশ ভালো রকম। আমি কি করি, কি করি ভাবতে ভাবতেই বিরক্ত হয়ে গেলাম। কিন্তু একা একা যে এগিয়ে যাবো, তার সাহসও নেই বুকে। এখানে এসেছি তো একাই, কিন্তু তারপর থেকে এই একাকীতের ভয়টা কেমন যেন গ্রাস করতে শুরু করেছে আমায়। আর তার ওপর এই ইউরোপিয়ানদের দেখে আমার

অবস্থা, যাকে বলে 'ঘোড়া দেখে খোঁড়া'। কথাবার্তা বলে যা বুঝলাম তা হল এঁরা রাত ১১-টা নাগাদ ট্রেকিং শুরু করবে, ওপরে পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত ৪-টে। তার বেশী দেরী করা যাবে না, কারণ ভোরের আলো ফুটতে শুরু করে দেবে। এইসবের কিছুই আমার জানা ছিল না। কেবল জানতাম যে সকাল ৯-টার মধ্যেই আমায় নেমে আসতে হবে,কারন ড্রাইভার আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। শুনে সকলে বললো যে ওটা নাকি কোন ব্যাপারই না, সূর্যোদয় ৬-টার মধ্যেই শেষ, তারপর নামতে ঘণ্টা আড়াই, তিনের বেশী লাগবে না। মনে মনে ঠিক কোরে নিলাম যে এঁদের সাথেই উঠবো। রাত ১১-টা নাগাদ ওপরে ওঠা শুরু হল। খুব সুন্দর চাঁদ উঠেছে, রূপসী-কিশোরী যেন। ওর রূপের ছটায় চারিদিক রুপোলী, চিক চিক করে চলকে পরছে সেই রূপ। সেই উপচে পরা রূপের আলোয় পথ দেখে, আর মনে মনে আমাদের সকলের প্রিয় 'সলিলদা'র 'আমরা সবাই মিলে সূর্য দেখব বলে' গানটা গাইতে গাইতে যখন ওপরে গিয়ে পৌঁছালাম, ততক্ষনে চাঁদ অনন্ত যৌবনা, আর আমার জিভ বেরিয়ে এই চল্লিশোর্ধ আমি চিতপটাং। ওপরে বেশ ঠাগু, কিন্তু ঐ ঠাগুটাকেই বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করলো। চাঁদের আলোটা উপভোগ করতে করতে রবীন চাটুয্যের সেই সুরটা মনে পরে গেল, তালাত মাহমুদের গাওয়া "চাঁদের এত আলো"। নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে হলো, যোগ্যতার নিরিখে জীবনে তো কতো কিছুই বেশী পেয়ে গেলাম। ভারতে জন্মানোর সূত্রে এই গানটা, আর অ্যামেরিকায় থাকার দৌলতে মাউন্ট সিনাই! একেই বলে কপাল! অন্তত আমার দাদা আর ভাইটাকে সাথে রাখতে পারলে হয়তো এতটা 'গিল্টি ফিলিংস' হতো না। কি আর করা যাবে, সেটাও আমার কপাল! ছোটবেলায় সহজপাঠে বা কিশলয়ে পড়েছিলাম "একা একা খেলা যায় না, ঐ বাড়ি থেকে কয়জন ছেলে এলে বেশ হয়", আমার সেইটাই মনে পড়ে গেল। চাঁদের আলোটা আস্তে আস্তে কমে যেতে লাগল, আর আকাশটা একটু একটু করে পরিস্কার হতে লাগল। আকাশের রঙ বেগুনী থেকে গোলাপী, গোলাপী থেকে কমলা, কমলা থেকে লাল, আর তার সাথে সাথে আরও কতরকমের নাম-না-জানা রঙের পরিবর্তন হতে হতে হটাৎ সোনালী হয়ে গেল! আর তারই ফাঁকে এক মুহূর্তে পাহাড়ের তলা থেকে, আমার পায়ের তলা থেকে বেরোল একটা লাল টুকটুকে রক্তের গোলা, মুহূর্তেই যেটা আবার হয়ে গেল এক তাল সোনার দলা। মনে হোল যেন হাতে একটা লম্বা ঝুলঝাড়ু থাকলেই ওটাকে একটু ছুঁয়ে দেখা যেত; ওটা যেন কত কাছে, আবার কত দূরেও! তার এমন তীব্র রূপ, যে সেদিকে চোখ ফেরানো যায় না, তাই তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। জমায়েত লোকজনদের মধ্যে একটা হুল্লোড় উঠল, তারপর সবাই চুপ। একটা নিস্তব্ধতা গ্রাস করে নিলো সকলকে। আমার নড়াচড়া করার ক্ষমতাটাই হারিয়ে গেল বেশ কিছুক্ষণের জন্য। তারই মধ্যে কিছু ছবি তোলা, আর দু-এক মিনিটের একটা ভিডিও রেকর্ড করা। এরপর নামার পালা। নামতে গিয়ে কত কিছুই মনে এলো, এই পৃথিবীটা কত সুন্দর, আমরা শুধুশুধু কেন যে এত ঝগড়া-মারামারি করি, এই সব। মাথায় একটা চিন্তা ছিলই, যদি গাড়িটা সময়মত না আসে, কিম্বা একেবারেই না আসে? মিশরীয়দের সময় জ্ঞানের যা বোলিহারি! সময় সঙ্ক্ষান্ত কিছু জিগ্যেস করলেই এরা বলে 'ইনসা আল্লা', অর্থাৎ কোন ঘটনা সময় মতো ঘটবে কিনা, কিম্বা আদৌ ঘটবে কিনা তার পুরোটাই 'আল্লা'র মর্জির ওপর নির্ভরশীল। দায়িত্ব এড়ানোর কি সহজ সমাধান। ভারত থেকে সরাসরি এখানে এলে হয়তো এতটা চোখে পড়তো না, কারণ আমাদেরও তো ঐ একই রকম সময় জ্ঞান, যদিও আমরা সচরাচর ভগবানকে এর মধ্যে জড়াই না। কিন্তু জীবনের বেশীরভাগটাই অ্যামেরিকায় কাটানোর পর? খুবই চোখে পড়ে, বিরক্তি লাগে, আবার হাসিও পায়। চিন্তাটা নিচে নামার সময় তাই মাথায় বেশ ভালোরকমই ঘুরপাক খাচ্ছিল। কিন্তু নিচে নেমে দেখি আমার গাড়ি উপস্থিত, তাতে ঢুকেই গা-টা এলিয়ে দিলাম। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তা জানি না, কতক্ষণ যে ঐ ভাবে কেটেছে তাও জানি না। একটা হৈ-হল্লায় ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। দেখি আমার গাড়ি ঘিরে বেশ কিছু লোকজন। তাদের হাতে বন্দুক, মাথায় পাগড়ী, মুখের বেশীরভাগটাই ঢাকা, পরনে মিশরীয় 'গালেবেয়া'। ভয়ে রক্ত একেবারে হিম হোয়ে গেল। এরা কি একেবারে মেরেই ফেলবে নাকি? মেয়ে তিনটের মুখখানগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠল, তারপর সব কিছুই কেমন যেন ঝাপসা। ঘুমের ঘোরে কোন স্বপ্ন দেখছি না তো? দেখি ওরা আমার ড্রাইভারটাকে গাড়ি থেকে টেনে নামাচেছ। তারপরই বন্দুকধারী একজন গাড়িতে উঠে এল, আর তন্ন তন্ন করে গাড়ির ভেতরটার তল্লাসি নিল। তারপর আমাকেও নামতে হুমকি দিল। ভয়ে জড়সড় হয়ে, থর থর কোরে কাঁপতে কাঁপতে আমি নামলাম। আমার কাছে কিছু একটা চাইল। আমার ড্রাইভার আমাকে বোঝাল যে ওরা আমার আই. ডি. চাইছে। আমার পাসপোর্টটা শরীরের একটা গোপন জায়গা থেকে বার করে ওদের দেখালাম। তখন ওরা আমার দিকে গভীর পলকে তাকিয়ে থেকে, নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করতে করতে, পাশের একটা ছেঁড়াখোঁড়া তাঁবুতে ঢুকে গেল। আমার পাসপোর্টটা নিয়েই। তার আগে আমাকে কি সব বলে শাসিয়ে গেলো, যার অর্থ একটাই হয় যে; আমি যদি এক পাও নড়ি, তো আমার জান খতম। কিন্তু নড়ে যাবই বা কোথায়? পাসপোর্ট ছাড়া? বেশ কিছুক্ষণ পর ওরা ফিরে এলো, আমার পাসপোর্টটা হাতে নিয়ে। ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে পেলাম। কিন্তু পাসপোর্টটা ফেরত দিলো না। উল্টে বললো যে জামা-কাপড়-জুতো-মোজা সব খোলো। খুললাম। জামা-প্যান্টের পকেটগুলো ভালো করে সার্চ কোরলো, জুতো জোড়াও। তারপর বলল যে যেটা বাকি আছে, সেটাও খুলতে হবে, অর্থাৎ আমার জাঙিয়াটা! আমি ভাবলাম, কি বিপদ, এটা আবার কেন? ইতঃস্তত করতে লাগলাম। কিন্তু ওদের আরবি হোম্বিতোম্বি থেকে যা বুঝলাম তা হলো "অত সহজে চিঁড়ে ভিজবে না চাঁদু, তুমি ওখান থেকেই তোমার পাসপোর্টটা বার করেছো, সুতরাং ওখানে আরও কি কি লুকানো আছে তা আমরা দেখতে চাই"। আমার ড্রাইভারের দিকে আকুতি নিয়ে একবার তাকালাম, যে তুমি অন্তত এদের ভাষাটা জানো, কিছু একটা করো। কিন্তু ওঁর চোখের ইশারায় যা বুঝলাম তা হল যে, ওরা যা যা বলছে আমার তাই করাই শ্রেয়। নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে এ আর এমন কি? জিমে সাঁতার কেটে বা র্যাকেট-বল খেলে উঠে এমন তো প্রায় প্রতি সপ্তাহেই করে থাকি; পুরুষদের লকার-রুমে সকলের সাথে উদোম হয়ে স্নান করি, দাঁড়ি কামাই। এমনটাই তো করে আসছি অ্যামেরিকায় কলেজে পড়তে যাওয়া ইস্তক! ওখানে তো এটাই রেওয়াজ। সুতরাং এতে আর ঘাবড়ানোর কি আছে? বুঝতে পারলাম যে আমার এই অ্যামেরিকান পাসপোর্টটাই এই

মুহূর্তে আমার যত বিপত্তির কারণ। তাই ওদের বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে আমি আদতে ভারতীয়। কায়রো, আর মিশরের অন্যান্য বেশ কিছু জায়গায় দিন কয়েক আগেই ঘোরার সুবাদে জানতাম যে এই মিশরীয়রা আমাদের বলিউডের ছবির খুব ভক্ত, টিভিতে এখানে সারাদিনই হিন্দি ছবি দেখানো হয়; আরবি-সাবটাইটেল সমেত। তাছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে আমার এই ধারনাই হয়েছে যে, ভারতীয়দের ওপর বিশেষ কারো তেমন কোন রাগ নেই, এমনকি চীনাদেরও নয়; যদিও এখনো আমার পাকিস্তান ভ্রমনের সৌভাগ্য হয়নি। বরং, আমাদের সম্পর্কে অনেকেরই 'শান্ত-শিষ্ট-ল্যাজ-বিশিষ্ট' এই ধরনের একটা ধারনা আছে। তাই আমার ভারতীয়তু বোঝাতে বলিউডের চিত্র তারকাদের নাম করে আবোল-তাবোল বকতে শুরু করলাম। হয় তাতেই কাজ হোল, নতুবা আমাকে ওদের এক বদ্ধ-উন্মাদ বলে মনে হল; আমার ওপর ওদের সন্দেহটাই বোধহয় চলে গেল। আমার আর জাঙিয়া খোলার দরকারই হল না! পাসপোর্টটা ফেরত দিয়ে, পিঠে একটা চাপড় মেরে এক বন্দুকধারী বললো জামা-প্যান্ট পরে নিতে। চটপট তাই করলাম। তারপর ওরা আমার ড্রাইভারের সাথে কি যেন একটা মিটিং করল, আমার সামনেই। ড্রাইভার গাড়িতে ঢুকে, সাথে যে ম্যাপ নিয়ে গেছিলাম, তার ওপর আঙুল দিয়ে দিয়ে আমাকে বোঝাল যে আমরা যে রাস্তা দিয়ে আগের দিন এসেছিলাম, তা বন্ধ হয়ে গেছে, অন্য ঘুর-পথে ফিরতে হবে। শুধু তাই নয়, আমরা যাতে ওদের সাথে কোনরকম ছলা-কলা করে অন্য কোণ দিকে চলে না যাই, তার জন্য ওরা ওদের লোক পাঠাচেছ একটা যুদ্ধ-জীপে, ওরা সামনে সামনে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, আমরা শুধু সেই পথেই ওদের অনুসরণ করে যেতে পারবো, নচেৎ নয়। আর বেশী বেগড়বাই করলেই, ঢিসুম; কেউ আমাদের টিকিটিও খুঁজে পাবে না! সব কিছুতেই রাজি হলাম। কিন্তু তাতেও রক্ষা নেই। একজন এসে হুমকি দিল যে আমার ক্যামেরাটা এখানে রেখে যেতে হবে। সে কি? তা কি করে সম্ভব? আমার যে মিশরের অনেক জায়গাই ঘোরা বাকি এখনো! ক্যামেরা ছাড়া চলবে কি করে? আমার এতো সাধের মাউন্ট সিনাইয়ের সূর্যোদয়ের ছবিগুলোও তো এরই ভেতর! কাকৃতি মিনুতি করলাম। কোন লাভ হোল না। ওদের কথা হল যে ওরা চায় না যে আমি এখানকার রাস্তাঘাট, চেকপোস্টের ছবি তুলি বা সেইসব ছবি এখানকার বাইরে যাক। আমি বললাম ঠিক আছে, তাই সই। কথা দিলাম যে আমি এই তল্লাটের আর কোন ছবি তুলব না, আর তোলা ছবিগুলোর মধ্যে আপত্যিকরগুলো ওদের সামনেই মুছে দিচ্ছি। ওরা বললো ঐ যে সামনে জীপে আমাদের লোক তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা করছে, ওরা কি তোমার মামা? যে তোমায় ছবি মোছার জন্য সময় দেবে? আমার দেওয়া কথার ভিত্তিতে যদিও বা ক্যামেরাটাতে ছাড় দেওয়া যায়, ওর ভেতরের ছবি সমেত মেমোরি-কার্ডটা কিছুতেই ওরা এখান থেকে বেরতে দেবে না। কি করবো? ঐ কার্ডটাতেই রফা করলাম, ওটা বার কোরে ওদের দিয়ে দিলাম। যে সূর্যোদয়ের বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ সম্ভব নয়; সেই সূর্যোদয়ের ছবিগুলো সমেত, সেই সূর্যোদয়ের একটা ভিডিও সমেত! বুকটা ফেটে গেল। তারপরও রেহাই নেই। ওরা জিগ্যেস করলো যে সাথে আর কটা কার্ড আছে? সেখানে এখানকার রাস্তাঘাট বা চেকপোস্টের ছবি তোলা আছে কিনা, ইত্যাদি। মোদ্দা কথা যা বুঝলাম তা হল এই যে, ভালোয় ভালোয় এরা শুধু আমার প্রাণটা নিয়েই এখান থেকে আমায় ফেরত যেতে দেবে, অন্য কিছু নিয়ে নয়। বাকি কার্ডগুলোও দেখালাম, ওরা বুঝল যে ওগুলো খালি। তারপর শুরু হল সামনের ঐ জীপটাকে অনুসরণ করা। প্রাণের ভয়, কিন্তু চারিপাশের দৃশ্য দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সিনাই-পেনিনসূলার সে কী অপরূপ রূপ, যা দেখে কিনা একটা প্রাণ-ভয়ে ভীত মানুষও মুগ্ধ হয়ে যেতে পারে। অবাক চোখে চারিদিক দেখছিলাম। বিভিন্ন চেকপোস্টের ভেতর দিয়ে যেতে হচ্ছিলো। মাঝে একবার মনে হল যে আন্দৌ ঠিকঠাক যাচ্ছি তো? নাকি এই সবই আমাকে ভাঙ্গিয়ে কিছু ডলার কামাবার ষড়যন্ত্র? কে জানে, আমাকে হয়তো এরা কোনো 'মাল'-দার পার্টি ঠাউরেছে! আর আমি 'মাল'-দার না হলেই বা কি? আমার দেশ অ্যামেরিকা বটে! একটা দম বন্ধ করা ভয় চেপে বসতে শুরু করলো বুকে। আর ঠিক তখনই একটা মতলব এলো মাথায়। আমার যদি কিছু একটা হয়ে যায়, তাহলে একটা কিছু অন্তত রেখে যাই আমার মেয়েগুলোর জন্য, যাতে ওদের জানার একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা থাকে যে ওদের বাবা কোথায় বেঘোরে প্রাণটা দিয়েছে। যেই ভাবা, অমনি কাজ। ক্যামেরায় একটা কার্ড ভোরে তাতে আমার একটা ছবি তুললাম, একটা মোক্ষম 'সেল্ফি'! সাথে আমার ড্রাইভারেরও একটা ছবি। একটা ভিডিও রেকর্ড করলাম, কি অবস্থার মধ্যে পড়েছি তার একটা ছোট বর্ণনা দিয়ে। তারপর সেই কার্ডটা ক্যামেরা থেকে বার কোরে পাক মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম গাড়ির বাইরে। ভালো কেউ যদি এটা কুড়িয়ে পায়, এই আশায়! হটাৎ সামনের জীপটা দাঁড়িয়ে পরলো, সেই অনুযায়ী আমরাও। আর ঠিক তখনই আমার খেয়াল হল যে আমি এই মাত্র ওদেরকে দেওয়া কথার খেলাপ করেছি, এই তল্লাটের কোনো ছবি তুলবো না বলেও তার ছবি তুলেছি। আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া। ভাবলাম এই রে, ওরা নিশ্চই দুরবীন দিয়ে আমার ছবি তোলা বা কিছু একটা ছুঁড়ে ফেলার কীর্তিকলাপ দেখেছে; এবার তার জবাব চাইবে। আমি কি জবাবদিহি করবো? এখন কি করি? জীপ থেকে দুজন বন্দুকধারী নেমে পেছনে আমাদের গাড়িটার দিকে আসতে লাগল। আমি শুধু আমার হার্টবিটগুলোই শুনতে পারছিলাম। ওরা এসে জানাল যে আমরা একটা জাংসনে এসে পড়েছি। ওরা আর আমাদের পথ দেখাবে না। আমরা ডান দিকের রাস্তা ধরলে ঘুর পথে সুয়েজ হয়ে কায়রো পৌঁছে যাব। আর কোনরকম বেয়াদবি করে বাঁ দিকে যাবার পাঁয়তাড়া কষলেই, ঢিসুম; এই বালির গহ্বরেই সব শেষ্। ওরা ওদের জীপে ফেরত গিয়ে ঠায় বসে রইলো, আমরা কোন রাস্তা ধরি তা দেখার জন্য। আমরা ডান দিকের রাস্তা ধরে মানে মানে কেটে পড়লাম। আমার হুৎপিণ্ডের ধুকপুকূনিটা আমাদের গাড়ির ইঞ্জিনটার থেকেও বেশী জোরে ছুটছিল,আরও বেশী জোরে শব্দ করে যেন। বেশ কিছুক্ষণ ঐ ভাবে যাবার পর, কায়রোর দিকে যাবার একটা সাইন চোখে পরলো। ধরে প্রাণ ফিরে পেলাম, আবার। তারপরই বিশ্বাস করতে শুরু করলাম যে এ যাত্রায় বোধহয় আর প্রাণের ভয় নেই! খানিকক্ষণ পরে খেয়াল হল যে আমার গায়ের জামাটা ভিজে চুর, সপসপ করছে ঘামে! সাথে একটা অনুভূতিও হল; ঐ ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার পর যেমন হয়, অনেকটা সেইরকম।

🚅 এই প্রতিবেদক, গৌতম সরকার, বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটার বাসিন্দা। এটি ফেব্রুয়ারি, ২০১২ সালে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।





শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা সহ

পারমিতা, প্রসেনজিৎ নীল ও ঋষি হাজরা

বাংলিমেরিক এক ডজন

শুভ্ৰ দত্ত

এ সংসারে লোকের আছে হাজার রকম হবি জমায় বা কেউ ডাকের টিকিট, কেউ বা আঁকে ছবি কেউ বা বানায় নানান খাবার কেউ বাগানেই মগ্ন আবার কেউ বা নামায় মঞ্চনাটক. কেউ লিমেরিক্কবি।

আইজ্যাক নিউটন কত কিছু জানতো গ্র্যাভিটি আবিষ্কার তার-ই প্রমাণ তো শুনে বলে ভ্যাবলা (ছেলেটা সে ক্যাবলা) 'তার আগে পৃথিবী কি চাঁদটাকে টানতো?'

যাহার পিছনে ঘুরে মরে তব মেসো-পিসে-মামা-কাকা বিশাল বিপুল এ বসুন্ধরা যাহার অভাবে ফাঁকা রথী-মহারথী মহাশয়গণ সদাই করেন যার আরাধন, হে বালকগণ শোন দিয়া মন, সেই দেবনাম 'টাকা'।

কে-ই বা না চায় / সুখকে খাঁচায় / রাখতে ধরে দিনগুলো সে / সুখ আবেশে / রাখবে ভরে তেমন খাঁচা / পাওয়াই যে দায় রাখতে ধরে / পারবে কে তায় জালের ফাঁকে / পালায় সে সুখ / ফুরুত করে।

আদিতে সে ছিল অতি শাকাহারী নিরামিষভোজী জানি একদা প্রভাতে এল তার হাতে ভাজা মাছ একখানি বাসনা জাগিল রসনার কোনে কাটে কিছু কাল পরিবর্তনে এখন সে খায় মুর্গী ছাগল গরু আদি যত প্রাণী।

ভেবে ভেবে হায় আসে না মাথায় এমন কি করে হল পনেরো এবং সতেরোর মাঝে ষোলেরো না হয়ে ষোলো! এ তো অন্যায় এ তো অবিচার করা দরকার এর প্রতিকার চলো দিকে দিকে 'ষোলেরো বাঁচাও' মুভমেন্ট গড়ে তোলো। কেন আমি ভালোবাসি পাঁউরুটি ঝোলাগুড়? কেন তুমি ভালোবাস খাজা-গজা-মোতিচুর? কেনই বা ভালোবাসে চকোলেট-পেস্টি সে? জিভেতে মিলায় স্বাদ, তর্কেতে বহুদূর।

আঁকিতেছিল সে শঙ্করদেব দেয়ালের গায়ে খড়িতে অনিচ্ছাকৃত কপিসদৃশ হইল যে শিব গড়িতে দেখিয়া চিত্রকলার সে দশা মাথায় খেলিল বুদ্ধি সহসা জুড়ি দিয়া লেজ, তলায় লিখিল 'বজরংবলী' তুরিতে।

ত্যাণের মহিমা গেয়ো হে মানব, ত্যাণের মহিমা গেয়ো এ পুন্যভূমি ত্যাণের প্রতীক, সে কথা না ভুলে যেও দিন শুরু হয় 'বড়' ত্যাগ করে 'ছোট' ত্যাগ, সে তো সারাদিন ধরে; এর চেয়েও বেশী ত্যাগ? সেই আশা ত্যাগ করাটাই শ্রেয়।

কুকুর পুষেছি একটা, সেটার 'বিড়াল' রেখেছি নাম, এবারে 'কুকুর' নাম দিয়ে এক বিড়ালকে পুষলাম। বিড়াল করল বিড়ালকে তাড়া পালিয়ে কুকুর হল পাড়াছাড়া কুকুরের ভয়ে। (বিড়ালে কুকুরে গুলিয়েই ফেললাম)।

ল্যান্ডলাইনের ফোন তার দিয়ে যুক্ত এলো পরে মোবাইল, তার থেকে মুক্ত সেইমতো মানুষেরও পূর্বপুরুষদেরও পূর্বেত ল্যাজ ছিলো (ডারউইন উক্ত)।

ঠকে গেছ তুমি দোকানে বাজারে, বেশি দামে পেলে কমই কখনো ঠকেছো ভুয়ো লগ্নিতে, হারিয়েছো জমাজমি ঠকালো তোমায় তোমার স্বজনে আত্মীয় বান্ধব পরিজনে তবুও বন্ধু, নিজেকে কখনো ঠকিওনা যেন তুমি।

কবিতা

শান্তিব্ৰত ঘোষ

ঘাস

তোমার কবরের পাশে
আমি দেখেছি এই ছোট, ঘাসটিকে।
দেখছি কেমন করে তুমি এরি মাঝে উঠলে জেগে,
দেখছি তোমার সুন্দর গোলাপী রঙ, সবুজ কেমন করে হল
দেখছি, যে তুমি জীবনে দুষেছো ইশ্বরকে
তুমি আজ কেমন করে দুহাত তুলে ডাকছো তাকে
বাতাস তোমার বইছে বুকের ধ্বনি
আলোছায়ার আলপনার মাঝে আজ
কি সবুজ নরম দৃষ্টি তোমারতোমার চোখে সে আগুন যেন
নিবে, নিবে, নিবে গেছে
সমুদ্রের জলে।

History

Why do leaves turn brown and fall, Fall one upon another, one and all And degenerate to new ground.

Why do pages turn brown,

Volume after volume on a shelf, and pretend To tell a story that began but does not end. Why do leaves fall, layer upon layer, Leaves that have known flowers red and blue, The little girl did collect one or two, Whispering her love and her prayer, This one and that one, blue eyed and brown: Did you know, all turned into ground?

You thought as you traveled far

On a straight road in a golden car,
You could see but only a line in the beam of light,
Not what remained, nor was left on the side.
The flowers of your old self did not gather,
The books on the shelf that did not matter,
Have followed you to your resting place
Through the mist to see your newborn face.

এ ভরা ভাদর

আকাশে ছায়ার বুকে বুকে বৃষ্টির শিরশির বৃষ্টির কাঁপুনি দিনরাত রোমে রোমে।

বৃষ্টির অন্ধকার মনে মনে শূন্য মন্দির মোর। শুধু জল, গোঙ্গানির বহুদিন সঞ্ছিত কান্নার মত।

দৃষ্টির ধূসর সবুজ জমায়িত পুঞ্জ পুঞ্জ বাস্প-অন্ধকার ভাবনার কামনার অবশেষ। মনের দিগন্ত শূন্য প্রান্তরে শুধু হুহু বায়ু আর ঝিরঝির বৃষ্টির নিশ্চুপ।

আর চোখের আঁধার কেটে ওই শরতের সোনালি রোদ্দুর মায়াময় ঘাসের শিয়রে টুলটুল মুক্তোর মতন।



In loving memory of Smt. Amita Ghosh 1925 - 2013



In loving memory of Smt. Pratima SenGupta 1934 - 2014

Living besides us for sixteen years, she helped raise her granddaughter.

Born in Brahmanbaria, East Bengal, she never forgot her roots even though her life carried her far and wide.

A lifelong passion for childhood education led to an MSc. in experimental psychology from Calcutta University and a career in schools, in both India and the US.

A founding member and singer of Baitanik in Kolkata, she instilled in her children and grandchildren the love of music.

She was beside us during the most difficult period of our lives, and was determined to see that no harm would come our way.

She was a fiercely independent woman and had zero tolerance for corruption in any form.

Proud of her Bengali heritage, she was a singer and teacher of Rabindra sangeet, an outstanding batik artist, and of course an excellent cook.

Always dressed in a simple cotton sari, she was able to carry it off in style and elegance.

A Tribute from Apu, Ishani and Jaya Ghosh

ছড়া – কবিতা

পরম বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্যাবলা

মিশিগানের কি গান গেয়ে - তোমায় শোনাব ? হাওয়াই দ্বীপের দাওয়াই দিয়ে - জামা বোনাব ? যুজিয়ামার আগুনেতে বেগুন পোড়াওনি ? তাইলুনের ওই টাইফুনেতে ঘুড়ি ওড়াওনি ? পন্টিয়াক বা ট্রুয়ে কিংবা স্টার্লিং হাইট্রেতে -মুখপোড়া বা ময়ুরপঞ্চি দুটো Kite এতে -প্যাচ খেলেছো - ? কিংবা কভু লটকে এনেছো ? হাততা কিংবা ঢিল লঙ্গুর দিয়ে টেনেছো ? Cobo Hall এ গান্ধু খুঁড়ে খেলেছ কি গুলি ? সাহারার ওই উটের খুলোয় - বলবে কি গোধূলি ? কিউবা গিয়ে জিহবা দিয়ে - মেরেছো কি সিটি ? ল্যাপল্যান্ডে সান্টাক্লজকে লিখেছ কি চিঠি ? ডিয়ারবর্ণ বা স্যাগিন্অ বা মেট্রো ডেট্রুয়েটে -िंगिक किश्वा न्यार्क स्पिकात प्रियाप कि साँसे ? ব্রেজিলের ওই ফাজিল ছেলে - পেলের সাথে গিয়ে -হাডুডু বা খো খো খেলে - প'ড়েছো উলটিয়ে ? প'ড়োনিত ? তা'লেই দেখ কিই বা তুমি জানো। ডেট্রেটে হয়তো গেছ - যাওনি মিশিগান ও। হিটার, পিচার, হোমরান আর ডায়মণ্ডের বেসে -তোমার যত জ্ঞানের দৌড় থামলো গিয়ে শেষে। আমড়াতলা কোথায় ? কোথায় চিন্ধা মরুভূমি কোথায় কিস্সু জানো নাকো - জানো কেবল তুমি রচেস্টার রোড, ওয়াটলস আর আই সেভেনটি ফাইভ আসলেতে তুমি একটি ক্যাবলা ভজা টাইপ।।

মা

প্লেন দমদম ছাড়তেই কেঁদে উঠলুম হুহু ক'রে চেপে রেখেছিলুম অনেকক্ষণ ধ'রে পঁচাত্তর হ'লো বয়েসে প্রতিবারই ভাবি - এবারেই শেষ পরে আলাপ হ'লো - পাশে প্যাট্ ম্যাকটাভিশ্ তিন পুরুষ মার্কিন - প্রাক্তন আইরিশ স্ট্যানফোর্ডে সংস্কৃত পড়ান - বাড়ি সান হোসে এক বছর টোলে প'ড়ে এলেন বেনারসে সংস্কৃত এবং হিন্দু দর্শন বাড়ি ফিরছেন এখন আলাপের পর তিনি ব'ললেন যদি কিছু মনে না করেন ব'ললাম, - ''না না - বিলক্ষণ'' উনি ব'ললেনে - ''প্লেন ছাড়ল যখন তখন কেঁদে উঠলেন হঠাৎ আমি চমকে গিছলাম অকস্মাৎ অথচ পরে মাদ্রাজি মহিলার সঙ্গে দুজনেই কথা প্রসঙ্গে দেশের মুডুপাত ক'রে চললেন অথচ প্লেন ছাড়তেই কেঁদে ফেললেন

এ দুটোর মধ্যে সংহতি কোথায় ? বললাম, ''সংহতিটা শক্ত কথা বেজায় হাতুড়ি রেঞ্চু ক'ষেছি চিরটা কাল ও সব দর্শনের যুক্তিজাল আমার মাথায় কি ঢোকে ?'' হেসে বললেন, ''তা ব'ললে কি শুনবে লোকে ? তবে আমি তো দর্শনের লোক দেখি বোঝাতে পারি কিনা যা হোক কুৎসিত বিকলাঙ্গ নিৰ্বোধ ছেলে কোনও মা কি তাকে ফেলে তার বদলে সুশ্রী বুদ্ধিমান ছেলে দাও একথা কোনও মা ই কিন্তু বলেনি কোথাও প্রাচ্যেও না - প্রতীচ্যেও না বলেনি - ব'লবেও না তেমনি গরিব নোংরা মা ও তো মা সে মা সবার কাছেই উত্তমা।।

অন্য পৃথিবী

আনন্দ সরকার

আজ মহা অষ্টমী | চিরঞ্জীবদের বাড়ি তে দূর্গা পুজো উপলক্ষে সবাই হাজির | দারুন সুব্যবস্থা | চিরঞ্জীব আর অভিষিক্তার অতিথি আপ্যায়নের আন্তরিকতা দেখে মুগ্ধ হতে হয় | অন্যান্য সাধারণ বাড়ির পুজোর থেকে যেন অনেকটাই আলাদা এই পুজো | প্রতিমা, মন্ডপ, সাজ সজ্জায় সর্বত্রই উৎকৃষ্ট মনন আর রুচির পরিচয় পাওয়া যায় | সন্ধ্যে থেকেই আন্তে আন্তে সবাই আসছিল | রূপঙ্কররা অবশ্য সবচেয়ে আগে | এসেই কলকাতা থেকে নিয়ে আসা একটা ঢাকের সিডি বাজিয়েছে | সত্যি ঢাকের গমগমে আওয়াজ ছাড়া পুজোয় আমেজটা ঠিক আসে না |

চার পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আড্ডা জমেছে | সুজিত আর মিতা একটু আগেই এসে পৌঁছেছে | ঠিক বেরোনোর মুখেই অরুনিমা পোশাক পরিবর্তনের জন্য আকুল হয়ে পড়ল | দশ বছরের মেয়ের জেদ আর নাছোড় ভাব দেখে বিরক্ত হয়ে পড়েছিল সুজিত | শেষমেষ সেই পছন্দসই গোলাপি স্কার্ট আর সাদা টপ পরেছে | আজকাল রান্তিরের দিকে হাওয়ায় একটা ভিজে ভাব | তাই সাদা পাজামা আর পাঞ্জাবীর ওপর একটা কালো হাফকোট জড়িয়ে নিয়েছে সুজিত | মিতার পরনে আজ সোনালী কাঁথা শ্টিচ | লাল নেকলেসের সাথে বেশ মানিয়েছে |

'দেশের হালচাল কেমন দেখলে সূর্যদা ?' - নরম সোফায়ে গা ছেড়ে দিয়ে আলগোছে প্রশ্ন করলো সুজিত | উত্তর অবশ্য দিল রুমা | 'বেশ ভালই দেখলাম রে | অটো আর বাস ট্যাক্সির পলিউশন যেন কমে গেছে | আর মোটামুটি বেশ পরিস্কারও দেখলাম চারপাশটা |' 'তবে ভ্যাপসা গরম আর মশার ব্যাপারটা ভুলে যাওয়ার উপায় নেই | 'পাশ থেকে বলে উঠেছে সুমিত |

এক কোণে বসে গুনগুন বাউল গাইছিল মৃন্ময় | গান থামিয়ে বলে উঠলো, 'সে বাবা থাকিলে ডোবাখানা, হবে কচুরিপানা, আর শুনতে হবে মশার গানা, কিচ্ছুটি করার নেই |'

হো হো হেসে উঠেছে সবাই | একটা মনোরম, সুন্দর হালকা পরিবেশ | লেমনেডে আলতো চুমুক লাগিয়েছে সুজিত | মনের কোণে নিরন্তর ঘুরপাক খাচ্ছে একটা চিন্তা | দেশে ফেরার চিন্তা | বেশ ক'বছর ধরেই মায়ের শরীরটা ভালো যাচ্ছে না | সেই নিয়ে সারাক্ষণ চিন্তায় থাকে সুজিত | এই যদি কিছু হয়ে যায় | দেশে মাসি মামারা কাছা কাছি থাকেন, তবুও কেমন যেন একাকীত্ব এ ভোগেন সরমা | বয়স হয়েছে | তার ওপর বাবা চলে যাওয়ার পর থেকেই যেন একটু তাড়াতাড়ি বেশ বুড়িয়ে গেছেন | সারাক্ষণ ছেলে, বৌমা আর নাতনিকে আগলে ধরে রাখতে চান নিজের কাছে | এমনিতে সরমার চিন্তা-ভঙ্গীতে আধুনিকতার ভাব সুস্পষ্ট | চাইলেই যে ছেলে আর তার সংসার টুপ করে চলে আসবে তার কাছে, সেই আশা করাটা যে বেশ বাড়াবাড়ি, সেটা বোঝেন | তবুও কোনো কোনো অচেনা আবেগঘন মুহুর্তে মনটা যেন বড় অবুঝ হয়ে পড়ে | "How was that for a kick, down and out, you Mister Arko ?" – Xbox কন্ট্রোলার টাকেই বন্দুকের মত উঁচিয়ে ধরেছে অরুনিমা | মুখে চোখে গর্বিনী বিজয়ীনির হাসি | চিরঞ্জীবদের Xbox টাই রক্ষা | না হলে এতগুলো বাচ্চা সামলানোই মুশুকিল হতো |

'ঠিক আছে অরুনিমা, এবার তুই জিতেছিস, সামনের বার আমি জিতব |' খেলাটা রিস্টার্ট করতে করতে বলল অর্ক |

"You are having none of that today.' বলে উঠলো অরুনিমা |

"আরে খেলেই দেখা যাক না | তাছাড়া খেলায় তো হারজিত আছেই | মজাটাই আসল |'

একধারে দাঁড়িয়ে শুনছিল সুজিত | সত্যি চন্দ্রানীদি কি সুন্দর মানুষ করেছে ছেলেদের | এত গভীর জীবনদর্শনের কথা কত সহজেই বললো | আর বাংলাটাও পরিস্কার | অরুনিমাকে মৃদু ধমকালো সুজিত | ' অর্ক দাদা তোমার থেকে বড় অরুনিমা | ঠিক করে কথা বলো | ' অরুনিমার এই সারাক্ষণ ইংরেজি বলাটাও একেবারে নাপসন্দ সুজিতের | এদেশে থেকে যেন বাংলাটাই শিখছে না |

খাবার টেবিলে বেজায়ে হইচই | রজতাভ চিকেন ৬৫ ভর্তি একটা বিশাল ট্রে নিয়ে ঢুকলো | আজ প্রচুর খাওয়া দাওয়ার আয়োজন | সবাই কিছু না কিছু রান্না করে এনেছে | মিতাও সারা দুপুর কষা মাংস বানিয়েছে | বেশ হয়েছে, চেখে দেখেছে সুজিত | সব রান্না দুর্দান্ত হয়েছে | তবে সুরঞ্জনার বানানো মিষ্টিগুলো সুপার হিট |

খাওয়ার পরে গান বাজনার জমজমাট আসর বসেছে | চিরঞ্জীবদের বাড়িতে একটা আফ্রিকার ঢোলজাতীয় বাদ্যযন্ত্র আছে | সেটা বাজিয়েই বাংলা, হিন্দি গান চলছিল | জাহ্নবী, মৃন্ময় গান গাইছে | বাকিরাও গলা মেলাচ্ছে | ঘাড় ঘুরিয়ে মিতাকে দেখল সুজিত | সবার সাথে সুন্দর মিশে যেতে পারে মিতা | গান গাইছে | হৈচৈ করছে | চুটকি বলছে | তবু তালু যেন কিছুতেই জোড়া লাগছে না সুজিতের | ছোটবেলার পুজোর কথা মনে পড়ছে | সেই নতুন পাজামা পাঞ্জাবী পরে মায়ের হাত ধরে ঠাকুর দেখতে যাওয়া | উপোস করে অষ্টমীর সকালে অঞ্জলী দেওয়া, সেই সব পুরনো স্মৃতিগুলো ঠোকরাচ্ছিল সুজিতকে |

বাড়ি ফিরেই ফোন নিয়ে পড়েছে মিতা | একমনে ফেসবুক দেখছে | 'দ্যাখো দ্যাখো, রূপঙ্কর কিন্তু এই ছবিটা দারুন তুলেছে', লাইক দিতে দিতে বললো মিতা | 'সত্যিই রূপঙ্করের ফটোগ্রাফিক সেন্স খুব সুন্দর | হবেই তো, ছবি তোলাটাও তো একটা শিল্প | কত পড়াশুনো করে এই নিয়ে |' সবই শুনছিল কিন্তু কিছুই যেন শুনছিল না সুজিত |

'সুজিত, তোমার কি হয়েছে বলো তো ?'

'না, তেমন কিছু নয় | ওই ছোটবেলার পুজোর দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে |'

'আর সেই সঙ্গে দেশে ফেরার ইচ্ছেটা চাগাড় দিয়ে উঠছে |'

'আমরা কি এখানে ভালো আছি মিতা ? এত চেনা শোনা, এত বন্ধু, তবে কেন সবসময়ে এত ফাঁকা লাগে ? সবাই যেন ব্যস্ত, কারুর সময় নেই |'

'অবুঝ হয়ো না সুজিত | দেশেও সবাই ব্যস্ত | ব্যস্ততাই তো জীবন | তার মধ্যেই তো এরকম সুন্দর হইচই মাখা সন্ধ্যেগুলো তো রাঙিয়ে দিয়ে যায় |'

'জানি না মিতা | আমি যেন কেমন confused | ভারত যেন বড় বেশি করে মিস করি আজকাল | অরুনিমার মধ্যেও কি আমাদের সংস্কৃতির ছিটে ফোঁটাও পৌঁছেছে ?'

'সেই দায়িত্ব তো আমাদেরই সুজিত | তোমার দৃষ্টি ভঙ্গি আমি শ্রদ্ধা করি সুজিত | প্রত্যন্ত প্রান্তরে এত বছর কাটিয়ে এরকম ভাবনার অবকাশ নিশ্চয়ই আছে | তাছাড়া মায়ের শরীর নিয়ে তোমার চিন্তার কথাও বুঝতে পারি | তুমি যদি সত্যিই দেশে ফিরতে চাও, আমার পূর্ণ সমর্থন আশা করতে পারো, আমি সব সময়ে সব পরিস্থিতিতে তোমার সঙ্গে থাকব সুজিত' বলতে বলতে মিতা সুজিতের দু'হাত নিজের হাতে নিয়ে নেয় |

সুজিত হাত ছাড়িয়ে নিল না | বললো 'থ্যাঙ্কু, মিতা | তুমিই তো আমার জীবনের সবথেকে শক্ত খুঁটি | আমি বুঝতে পারছি না কি করা উচিত | কিন্তু এই দোলাচল আর ভারাক্রান্ত মনের বিষয়তা আর ভালো লাগছে না |'

ক্রিড়িং ক্রিড়িং | ঘুমচোখে কম্বলটা কোনমতে সরিয়ে হাতঘড়ি দেখল সুজিত | সবে সাতটা দশ | এই সাত সকালে কে ফোন করতে পারে ? নিশ্চয়ই হবে কোনো বানিজ্যিক কোম্পানির বিজ্ঞাপন | ভেগাসে ছুটি উপভোগ করবেন স্যার, অথবা এবারের গরমের ছুটিতে মেক্সিকো না গেলেই নয় | যত্ত সব | ধুত্তর বাজুক ফোন | কম্বল মুড়ি দিয়ে আবার শুয়ে পড়ল সুজিত | মিনিট পাঁচেক বাদে আবার ফোন বাজছে | হঠাত ঝনাত বাজ পড়ল সুজিতের বুকে | মা | মায়ের কিছু হয় নি তো ? তড়িঘড়ি উঠে ফোন ধরেছে |

'হ্যালো, মিস্টার সুজিত রায়ের সাথে কথা বলতে পারি ?' ওপ্রান্ত থেকে ভেসে এলো একটা ভারিক্কি ইংরেজি গলা | 'বলছি, আপনি ?'

'আমার নাম হর্ষ সিংঘানিয়া | বেটার বাই কোম্পানির পূর্বাঞ্চলের নতুন ম্যানেজিং ডিরেক্টর | মিস্টার রায়, আমাদের অফার নিয়ে কি ভাবছেন ? আমরা আই কার্টের সাথে কম্পিটিশন বাড়ানোর জন্য কলকাতায় নতুন অফিস খুলছি | আপনাকে আমাদের চাই |'

যাক, মার কিছু হয়নি | শান্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুজিত | গত বছর ভারত ভ্রমনের সময় কিছুটা খেলার ছলেই এই বেটার বাই সংস্থার সাথে কথা বলেছিল সুজিত | সেই সময় থেকেই এরা জোঁকের মত ওর পেছনে লেগে আছে | কর্ম শর্তগুলো বেশ আকর্ষনীয় | তবে ব্যাঙ্গালোরে থাকবে না, এই অজুহাত দেখিয়ে এতদিন কাটিয়ে এসেছে সুজিত |

'কি এত ভাবছেন মিস্টার রায় ? রাজারহাটে আমাদের জমি ভি নেওয়া হয়ে গেছে | দিয়ালির পরের দিন কাম শুরু হোবে | নেক্সট ইয়ারে ফেব্রুয়ারির মধ্যেই আমরা অফিস চালু করে দেব | আর ভাববেন না, চলিয়ে আসুন |'

- এবার ভাঙ্গা বাংলায় এসে গেছেন মিস্টার সিংঘানিয়া |

'আপনাদের আন্তরিকতার জন্যে ধন্যবাদ মিশ্টার সিংঘানিয়া | কিন্তু যাব বললেই তো যাওয়া যায় না | আমাকে ভাবতে একটু সময় দিন |' 'বেশ তো | ভাবুন | আমি আপনাকে ই-মেইল করে অফারটা পাঠিয়ে দিচ্ছি | দিয়ালির মধ্যে ডিসিশন নিয়ে নিন | বুঝতেই পারছেন,

আমাদের বেওসার দিকটাও তো নজর রাখতে হোবে | আর বেশি দেরী করা যাবে না | ইন দা মিন্ টাইম, আপনার মনে কোনো ভি সওয়াল এলে ফোন করতে সংকোচ করবেন না |'

ফোনটা ছেড়ে বারান্দাযে এসে দাঁড়ালো সুজিত | ঠাকুমার মুখটা মনে পড়ে | সেও তো নয় নয় করে পনেরো বছর হয়ে গেল | সুজিত সেদিন আমেরিকা পাড়ি দিচ্ছিলো | সুজিত জেদী গলায সেদিন 'খুব বেশি হলে পাঁচ বছর, তার পরেই ফিরছি |' শুনে বুড়ি নির্লিপ্ত ভাবে বললো 'সে আর তুই ফিরবি ? ওদেশে যাওয়ার আগে সবাই এমন কথা বলে | তারপর ওদেশের সুখ স্বচ্ছদে অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে আর ফেরে না |' সত্যিই কি এটাই হয় ? এই পনের বছরে কি দেশে ফেরার কথা ভাবে নি সুজিত ? তা তো নয় | কি ভাবে ফিরবে, কোথায ফিরবে ? চাকরির সুযোগ কোথায় ? দেশকে বেশ মিস করে সুজিত | প্রতিনিয়ত | বাজারে টাটকা মাছ কেনার সময়ে, পুজো-পার্বনের দিনগুলোতে, স্বাধীনতা দিবসে আরও বেশি করে দেশের কথা মনে হয় | কিন্তু যাব বললেই কি যাওয়া যায় ?

পুজো শেষ | আজ বিজয়া সম্মেলন উপলক্ষ্যে মৈত্রেয়ীদের বাড়িতে আবার সমবেত হয়েছে সকলে | বাঙালিদের বিজয়া মানেই তো একরাশ খাওয়া আর একটু উদ্দেশ্যহীন পরচর্চা | ছেলে আর মেয়েদের দল দুটো ঘরে ভাগ হয়ে আড্ডাতে ব্যস্ত |

'কি রে ? তোরা কবে যাচ্ছিস ?' মৈত্রেয়ীর মুখে একরাশ জিজ্ঞাসা |

'এ মা | তোরা কি বে এরিয়া চলে যাচ্ছিস ?'

'না রে বে এরিয়া নয়, কলকাতা ফেরার একটা পরিকল্পনা চলছে আর কি | তবে এখনো সব কিছুই প্ল্যানিং পর্যায়ে আছে |' একটু দায়সারা উত্তর দিল মিতা |

' বাব্বা, দারুন খবর রে | দুবার ভাবিস না | এই সুযোগ ছাড়িস না |'

'দেখা যাক|' মিতার গলায় কেমন যেন নির্লিপ্ততা | সেটা বুঝেই আর কেউ কথা বাড়ালো না |

ওদিকে ছেলেদের আলোচনাতেও আজ সুজিতের দেশে ফেরার পর্যালোচনা পুরোমাত্রায় |

'আরে গাছ যেমন সদা আলোর দিকে এগিয়ে চলে, মানবজীবনও সেরকম | পূবাকাশের ঘন মেঘ ঠেলে আলোর আভাসে চারিদিক আলোকিত | আর চিন্তা কিসের |' সুমিতের গলায় দৃঢ় আশ্বাস |

'আর দেশে ফেরার পর ভালো না লাগলে আমাকে ফোন কোরো | আমাদের কোম্পানিতে তোমার চাহিদা আছে |' মুন্ময় বলল |

'হ্যাঁ, আর তাছাড়া কলকাতার হাই রাইজ আর শপিং মলের সৌজন্যে আমেরিকার সঙ্গে তফাত খুব কমে এসেছে | তার সঙ্গে বাঙ্গালিয়ানাও পুরোদস্তুর | যাকে বলে বেস্ট অফ বোথ ওয়ার্ল্ডস |'

সুজিত এতক্ষণ চুপ করে ছিল | গ্লাসে একটা বরফ ঢেলে কি যেন ভাবছে | দেশে ফিরে গিয়ে বন্ধুদের এই আড্ডা গুলো খুব মিস করবে | বন্ধুত্বর উষ্ণ আঁচ আরও বেশী করে পেল দেশে ফেরার আগে | প্যাকিং, জিনিস পত্র বিক্রি, সমস্ত ব্যাপারে কি সাহায্যর হাতটাই না বাড়িয়ে দিল সকলে | দেশে ফেরা না হলে সুজিত বোধহয় বুঝতেই পারত না কত গভীর শিকড় গজিয়েছে এই পনেরো বছরে | বন্ধুবান্ধবদের ছেড়ে যেতে ইচ্ছেই করছে না | এত বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারলো অবশ্য মিতা আর অরুনিমার পূর্ণ সহযোগিতায় | ওরা দুজন সুজিতকে খুব সাহস দিয়েছে, উৎসাহ দিয়েছে | সত্যিই ওদের কাছে সুজিত চির ঋণী হয়ে থাকবে |

ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে কলকাতায় এত ভ্যাপসা গরম পড়বে, ভাবতে পারে নি সুজিত | এয়ারপোর্টে নারকোল নাড়ু দিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন সরমা | কোম্পানির পক্ষ্ থেকে রাজারহাটে সুন্দর ফ্লাটের ব্যবস্থা করছে | দীর্ঘ বিমানযাত্রার ধকল সামলাতে সেখানেই উঠলো ওরা |

ফু্যাট পরিপাটি করে সাজানো | সতেরো তলায় বলে মশার উপদ্রব নেই | বারান্দায় দাঁড়িয়ে কলকাতা শহরকে আরও মায়াবী লাগে | এ কদিন অবশ্য বারান্দায় দুদন্ড দাঁড়ানোর ফুরসতটুকু মেলে নি ওদের | নতুন অফিস, নতুন কলীগ, নতুন কাজ নিয়ে সুজিত যত না ব্যস্ত, মিতা ততটাই ব্যস্ত মেয়ের স্কুল নিয়ে | বছরের মাঝখানে স্কুল পাওয়া বেশ কঠিন | অনেক কষ্টে ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে জায়গা পেয়েছে |

একমাস হয়ে গেল ওরা কলকাতা ফিরেছে | ওরা কি সুখী ? না কি সুখের সংজ্ঞাটাই গুলিয়ে গেছে ? সাবধানে গাড্ডাগুলো এড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল সুজিত | আজ সাত সকালে মানিকতলা বাজারে এসেছে, গুলে মাছের খোঁজে | এক পশলা বৃষ্টি, প্যাচপ্যাচে কাদা আর ভীড়ের চোখরাঙানী উপেক্ষা করে মাছের বাজারে তো পোঁছানো গেল, কিন্তু প্রিয় গুলে মাছের দেখা মেলা ভার |

'স্যার, টুনা মাছ নেবেন ? আমেরিকা থেকে এসেছে স্যার, খুব খেতে |'

ধুত্তর, দেশে কি মাছের অভাব, শেষে টুনা মাছ খেতে হবে ? গুলে তো পাওয়া পোলই না, শেষ মেষ পাবদা কিনেই বাড়ি ফিরল সুজিত | অরুনিমার নতুন স্কুল শুরু হয়েছে | প্রিন্সিপাল হাসিখুশি মানুষ, প্রথম দিনই বললেন, ওরা আমেরিকার স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করেন | সিলেবাস আমেরিকার আদলে তৈরী | অরুনিমার নতুন কিছু বন্ধু হয়েছে | সবাই বাঙালী | তবে পোশাকে, কথাবার্তায় পুরোপুরি বিলিতি চাল | অরুনিমার নাম হয়েছে নিমস | এটা বিলকুল নাপসন্দ অরুনিমার | ওদেশেও বন্ধুরা ওর নামটা কষ্ট করে উচ্চারণ করত, তবু এরকম বিদঘুটে অপভ্রংশ করত না | তবু আবাসনের পার্কে রোজ বিকেলে খেলার আসর বসে, সেটা বেশ উপভোগ করে অরুনিমা |

প্রথম কদিন কাজের লোকেদের ট্রেনিং দিতে ব্যস্ত ছিল মিতা | এখন বেশ কিছুটা সময় হাতে | অলস দুপুরগুলো যেন কাটতেই চায়না | আসে পাশের ফ্ল্যাটে অবশ্য কিছু সমবয়সী পরিচিতি হয়েছে | তবু কেমন যেন মন বসে না | সুজিতের মুখ চেয়ে অবশ্য মিতা সময় দিতে প্রস্তুত | সুজিত উৎসাহ দেয় কোনো হবি খোঁজার | তবু এই দশ বছরের রোজকার মেয়েমানুষ যা করে সেটাই যেন হবি হয়ে গেছে মিতার | নতুন কিছু করার মানসিক শক্তি পায় না মিতা |

এদেশের আমেরিকানা দেখে সুজিত বেশ অপ্রস্তুত | দেশের সঙ্গস্কৃতির মধ্যে বড় করবে মেয়েকে, মাতৃভাষা শিখবে - এ সব কত কি ভেবে দেশে ফিরেছিল সুজিত | কিন্তু বাস্তবিক সেই সব ঘটছে কি ? এদেশের মলে, দোকান বাজার, কর্মক্ষেত্রে সর্বত্রই যেন পশ্চিমী সংস্কৃতির | আরও অবাক লাগে দেখে যে লোকেরা খুব আনন্দিত এই পশ্চিমী অনুকরণে | হাঁফিয়ে উঠছে সুজিত | এ কোন অজানা অচেনা কলকাতায় এসে পড়েছে ওরা ? তবু সহজে হাল ছেড়ে দেবে না ওরা | অফিসটা ওর শান্তির জায়গা | নতুন কাজ বেশ ভালো লাগছে সুজিতের | মন প্রাণ লাগিয়ে কাজ করার চেষ্টাও করছে | অফিসে কিছু নতুন ছেলে আছে | ওদের কাজ শিথিয়েও আনন্দ পায় সুজিত | কিন্তু সেই শান্তিটাও কি চিরস্থায়ী ?

আজ যান ধর্মঘট | কিন্তু অফিসে জরুরি মিটিং আছে | সাত তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়েছে সুজিত | কোনো রকমে অফিসে পৌছে দেখল অফিস পুরো খালি | কেউ কোথাও নেই | অগত্যা নিজেই কাজ করতে বসলো সুজিত | পরদিন অফিসে এসে জুনিয়রদের বেশ বকাঝকা করলো সুজিত |

'তোমরা কথায কথায আমেরিকাকে অনুকরণ কর | এদিকে কর্ম সংস্কৃতির বেলায় পিছিয়ে কেন ?' 'স্যার আমরা চেষ্টা করেছি | কোনো বাস চলছিল না |'

'থামো, চেষ্টা থাকলে নিশ্চয়ই আসতে পারতে | 'গটগট হাঁটা করে লাগায় সুজিত | বেসিকালি ফাঁকিবাজ প্রকৃতির ছেলে এরা | সারাক্ষণ কাজ না করার অজুহাত খুঁজছে | শুধুমাত্র দোকান বাজারে আধুনিকতা আনলেই যে সব হয় না, সেটা বোঝাবে কাকে ? বোঝানোর দরকার অবশ্য পড়ল ঘন্টাখানেকের মধ্যেই | মানেজিং ডিরেক্টর মিশ্টার জয়সয়ালের ঘরে ডাক পড়ল সুজিতের |

'মিস্টার রায়, আমি জানি আপনি কাজ ভালবাসেন | আপনার প্যাশন আর ডেডিকেশন কে আমি সম্মান করি | তবু যশ্মিন দেশে যদাচার ব্যাপারটা বোঝেন তো ? আপনি মিছি মিছি সময় বরবাদ করছেন | বন্ধের দিন কামকাজ বন্ধ থাকে | এটাই নিয়ম | '

'নিয়ম মানে? 'ফোঁস করে উঠেছে সূজিত, 'এই নিয়ম কে বানিয়েছে ?'

'দেখুন মিস্টার রায়, আপনি ফালতু রাগ করছেন | টেম্পার কন্ট্রোল করুন, জুনিয়ররা কি শিখবে ?' আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালো না সুজিত | জুনিয়ররা কি শিখবে ? শিখবে অজুহাত দিয়ে কাজ না করা |

রান্তিরে খাওয়া দাওয়া মেটার পর সুজিত বারান্দায় বসেছিল | সতেরো তলার ব্যালকনি থেকে নিঝুম শান্ত মহানগরী দৃশ্যমান | কিন্তু বুকের ভেতর কালবৈশাখী | মিতা এসে বসলো | দুজনে একা একা নিশুতি আকাশের দিয়ে তাকিয়ে তারা দেখছিল | কি করবে ওরা ? মৃন্ময়কে ফোন করবে ? ফিরে যাবে আমেরিকায় | এত তাড়াতাড়ি হাল ছেড়ে দেবে ? দিশেহারা মন যে এখন ধ্রুবতারারই খোঁজে |

Micro Volunteering at the CloudClinic!

If you are a doctor, psychiatrist, healthcare professional and want to help the under privileged but feel that you don't have the time, contact Jayit Biswas (jayitb@gmail.com) to find out how you can help even if you can spare just 10 minutes a day.

We are also trying to raise funds for several non-profits in Kolkata helping orphans, street kids, kids growing up in red light areas. Please contact us if you would like more information about these organizations.

শাবদীয়ার শুডেচ্চা

from Rishi, Jayit, Kasturi and Prabuddha Biswas

বৰ্ষা এলো ঐ

অরুণা পাঠক

গুরু গুরু রবে ডেকে ওঠে মেঘ আকাশে দ্যুতি ঝিলিক মার, ছাতা মাথায় বর্ষা রানী নামলো এসে ধরার পরে।।

ঘরে বসে বৃষ্টি দেখি
মন ভরে যায় উল্লাসে,
কল-কল রবে পঞ্চজনাই নদ
বইছে উত্তরায়নের পাশে।।

শিলিগুড়ির উত্তরায়ণে বর্ষার দেখ দ্রুতগতি, যেদিকে তাকাই জলের নাচন খুশীতে মন ভরে অতি।।

গাছপালাতে কচি-কচি পাতা চারিদিকে হলো সবুজের মেলা, মনের সুখে নানান পাখী ডেকে বেড়ায় সারা বেলা।।

'বৌ কথা কও', 'পিউ কাঁহা'র মিষ্টি মধুর ডাক, মাতিয়ে তোলে উত্তরায়ণ সকাল হতে সাঁঝ।।

নানান পাখী বেড়ায় উড়ে নানান গাছের ডালে, বৃষ্টি হোলেই লুকিয়ে বসে গা ঝাড়া দেয় পাতার তলে।। মাঝে মাঝে দেখি আমি
ঝুপ করে তারা নিচে নেমে,
খুঁটে খুঁটে দানা যোগায়
বর্ষার মাঝে থেমে থেমে।।

উত্তরায়ণের আর একদিকে বৃষ্টি পড়ছে টাপুর-টুপুর, রাস্তা জলে গেল ভরে বৃষ্টি হোলো সারা দুপুর।।

ঝিম্-ঝিম্ টিপ্-টিপ্ ঝম্-ঝম্ বৃষ্টি, ভিজে ভিজে স্কুলে যায় এ কী অনাসৃষ্টি।।

বড়-বড় বস্তা বই তাতে ভরা, এঁকে বেঁকে মা-বাবারা নিয়ে যায় তুরা।।

সন্ সন্ হাওয়া সাথে ঝির্ ঝির্ বৃষ্টি, উত্তরায়ণে এসো দেখ মজা সৃষ্টির।।



ছেলেটির গল্প

সানজিদা মৌসুমি

ধোঁয়ারকুভুলীতে পাক খেয়ে খেয়ে পুড়ছে সময়
আমি পেছনে তাকালেই দেখতে পাই...
আর্ট গ্যালারীর কোনটায় দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটি।
দু চোখের তীব্র আগুনে এক্ষুনি হয়তো ছাই করে দেবে...
পৃথিবীর যাবতীয় অসমতা।
অথচ কিছুই করেনা ছেলেটি...
কেবলই পুড়িয়ে যায় সিগারেট
একের পর এক।।



প্রতিদিন মুখোমুখি একই ভাবে—একই পথে...
প্রতিদিন একই আব্দার---ভীষণ অবুঝ।
'তোমার একটা ছবি আঁকবো... দেবে?"
আমার দুচোখে তখন রাজ্যের বিরক্তি;
ছেলেটির দুচোখে তখন ক্যানভাস আর রঙের সমুদ্র...
" ঐ যে... জল পার হলেই মাঠ
দেখেছো ? কি থমথমে মেঘ করেছে?
আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামবে...
তৃমি ধীর পায়ে যেয়ে দাঁড়াবে...
ওই মাঠের ঠিক মধ্যিখানে।।

তুমি দাঁড়িয়ে আছো... তুমি দাঁড়িয়ে আছো ...
আকাশে তোমার মুখ...
তোমাকে ঘিরে সময় খেলে যায় উত্থান-পতনের খেলা
কখনো ঝড়—কখনো বৃষ্টি ...
কখনো আলোর ঝলকানি...
সময় বদলে যায়; বদলে যায় পথ;
বদলে যায় পথচলা।

অথচ তুমি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকো ...
দুপাশে ছড়িয়ে দিয়ে স্বপ্ন-বদ্ধ হাত...
আকাশে তোমার মুখ..."
আমার দু-চোখে আবারো রাজ্যের বিরক্তি ...
পাশ কাটিয়ে হেঁটে যাই সামনে--- আরো সামনে...

ছেলেটি নেই...

আর্ট গ্যালারির মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকেনা আর।

একদিন শুনি...।

সব স্বপ্ন আর দুচোখের আগুন নিয়ে চলে গেছে স্বপ্নের ওপারে।

ছেলেটির জন্যে কষ্ট হয় না ...

সত্যি বলছি--- হয়না।

অথবা নিজেকে কষ্ট পেতে দেই না।

কিন্তু ক্যানভাসে ছবি না হয়ে ওঠা মেয়েটির জন্যে ভীষণ কষ্ট হয়।।

আমার গোপন মনে খান হাসান

আমার গোপন মনে, গভীর কোণে জন্মেছিল একটুখানি আশা-আমরা স্বাধীন হলাম। দ্রুত পালটে যাবে সব একদিন দেখব চোখ মেলে-সাজান সোনার দেশ।

সীমানা পেরিয়ে যাবে আমার সহচর
ছড়াবে মহিমা দিকে দিকে।
আনবে নতুন ধারা এই বিশ্বলোকে।
'তোমরা কারা?'
দিয়েছ নতুন প্রাণ আমাদের জীর্ন ধমনীতে,
বেধেছ নতুন পুর আমাদের অন্তস্থলে।
কোন সে গর্বিত গর্ভে জন্ম তোমাদের?
আমরা? আমরা নতুন মানুষ জন্মেছি বাংলায়
হয়েছি স্বাধীন মনে, হয়েছি স্বাধীন মনে।
বাংলার সোনালী কিরন ছড়াবে সকল কোণে
আমার গোপন মনে শুধু এইটুকু আশা।

দিন যায় একটি একটি করে

কৈত্র শেষে বছর ঘুরে ঘুরে
আমি শুধু জেগে থাকি স্বপ্নে বিভার হয়ে
একদিন জ্বলে উঠবে বারুদের কণাবিস্ফোরণ ঘটবে আমার স্বপ্ন প্রদীপে
তারপর উঠবে জেগে ঘুমন্ত মানুষেরা।
শুধু যদি একটিবার দেখতে পেতাম
সেই জেগে উঠা মানুষের মিছিল।
আমার গোপন মনে
জন্মেছিল একটুখানি আশা
অপেক্ষায় থাকি।

নীহারিকার কোণে সহশ্র আলোকবছর দূরে ওরাও কি আমার মতন রয়েছে প্রতীক্ষায়? যাদের জীবন ত্যাগে আমি আজ রয়েছি দাড়িয়ে। কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবন পেরিয়ে এসেছি শেষ প্রান্তে। ওদের নীল ধারা বইছে কি আমার শিরায়? নাকী, আমি কুন্তকর্ণ এক জড়িয়ে রয়েছি স্বপ্লের খাচায়। তবুও গোপন মনে জিইয়ে রাখি একটুখানি আশা। একদিন দেখব চোখ মেলে– বাংলা সবার ভালবাসা।

জন্মান্তরবাদ কল্যাণ মজুমদার

১৯৭৮ সালে এই ঘটনাটা আমি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, পূলক ঘোষের মুখে শুনেছি। সিন্দ্রীতে পূলক ও আমি একই সঙ্গে দিনের বেলায় চাকরি করতাম ও সন্ধ্যেবেলায় নানা বিষয়ে আড্ডা দিতাম। এক রাত্রে জন্মান্তর নিয়ে কথা হচ্ছিল। ও বলল, ওর নিজের মামাতো বোনই নাকি জাতিম্মর। তারপর নানান প্রশ্ন করে ওর কাছ থেকে যা শুনেছি, তা আপনাদের লিখে জানাচ্ছি।

সীমা নামের পুলকের মামাতো বোন তখন পুরুলিয়ার একটা স্কুলেপড়ত। সাধারণ গ্রামের মেয়ে যেমন হয়, তেমন আরকি। একদিন সীমা স্কুলফেরৎ ওর বন্ধুর বাড়িতে কিছু একটা আনতে গেছে। দরজা দিয়ে যখন ঢুকছে, তখন বন্ধুর কাকার বাজানো তবলা লহরা শুনে ওর ভাব পরিবর্তন হ'ল। বন্ধুর সঙ্গে কথা বলা থামিয়ে, ওকে কিছু না বলে ওর কাকা যে ঘরে তবলা বাজাচ্ছিলেন, সেই ঘরে এলো। বন্ধুর কাকা একটা অপরিচিত কম বয়সী মেয়েকে ঘরে ঢুকতে দেখে, তবলা থামাতে যাচ্ছিলেন, সীমা ইঙ্গিতে তার্ণকৈ বাজিয়ে যেতে বললো। ইতিমধ্যে সীমার বন্ধু ও বাড়ির কয়েকজন ওই ঘরে এসেছে। সীমা কোনও কথা না বলে তবলার সামনে বসে একমনে বাজনা শুনতে লাগল। হঠাৎ এক সময়ে বলে উঠল, "হ'ল না, বোলটা একটু অন্যরকম হবে।"

ভাইঝি ও পরিবারের ক'জনের সামনে সীমার ওই মন্তব্যে তার বন্ধুর কাকা অপমানিত বোধ করলেন। উনি খুব ভালোই তবলা বাজান। অনেক দূরের জলসা থেকেও লোকে তার্ণকৈ টাকা পয়সা দিয়ে নিয়ে যায়। উনি তবলা থামিয়ে বিরক্ত হয়ে বললেন, "বোলটা কি রকম হবে ভূমি বাজিয়ে দেখাও দেখি"।

সীমা কথা না বলে, কারোর দিকে না তাকিয়ে তবলা ও বার্ণয়া নিজের কোলের কাছে টেনে নিয়ে হাতুড়ি দিয়ে অল্প ঠুক ঠাক করে তবলায় পাউডার মাখিয়ে নিয়ে বাজনায় যেন ঝড় তুলে দিল। সবাই বিশ্ময়ে হতভম্ব! ও যে এত ভাল তবলা বাজাতে পারে সেকথা কারোর জানা ছিলনা, বিশেষ করে এত কম বয়সে। তাছাড়া আমাদের দেশে মেয়েরা কেউ তবলা বাজানো শেখে না।

"কার কাছে তবলা শিখেছ ?" এই প্রশ্নের জবাবে সীমা যে নাম করল, সেটা একজন অতি বিখ্যাত ওস্তাদের নাম।

"কিন্তু উনিতো বহুকাল আগে মারা গেছেন"।

গুরু মারা গেছেন শুনে সীমা যেন ভেঙ্গে পড়ল। কের্শনে কেটে অস্থির। মাটিতে শুয়ে ছট ফট করে সে কি কান্না। খবর পেয়ে সীমার বাবা মা ছুটে এলেন। সীমা কাউকে চিনতে পারছে না। কারোর সঙ্গে কথাও বলছে না। শুধু কের্শনে যাচ্ছে। সবার ধারণা হ'ল সীমাকে ভূতে পেয়েছে। কিন্তু এ সাধারণ ঘাঢ় মটকানো ভূত নয় , তবলচি ভূত।

পরেরদিন সীমাদের বাড়িতে ওঝা এল। সীমাকে জোর করে চাল পোড়া খাওয়ানো হ'ল, ওঝা অনেক অং বং মন্ত্রআওড়ালো - কিছু হ'ল না। ওঝা রেগে গিয়ে সীমাকে মুড়ো ঝাণ্টা মারতে চেয়েছিল, কিন্তবাড়ির সবাই আপত্তি করল। সীমা নিজেও ভদ্র ভাষায় ওর উপর অত্যাচার করা হচ্ছে, এ কথা খুব জোর দিয়ে বলল। সীমা যে ওই ভাবে কথা বলতে পারে, একথা কেউ ভাবতেও পারে নি। ও যেন সীমা নয়, একজন পূর্ণ বয়স্ক যুবক।

অবশেষে সকলের অনুরোধে সীমা এক মনোবিজ্ঞানীর কাছে যেতে রাজি হ'ল। উনি সীমাকে হিপ্লোটাইজ করে যে তথ্য বার করলেন , তা হ'ল , প্রায় ৮০/৯০ বছর আগে সীমা বর্ধমান রাজ বংশের কোন এক পরিবারে ছেলে হ'য়ে জন্মেছিল। খুব ছোটবেলা থেকে ওর তবলার উপর ঝোর্প্ক ছিল বলে ওর বাবা তাকে রাজবাড়ির গানের আসরের তবলচির কাছে তালিম দেওয়াতে শুরু করেন। ও শুরু র বাড়িতে শুরুর ছেলের মতো থাকত ও দিন রাত তবলা বাজাত। ওর যখন ২২ বছর বয়স, তখন এক মোটর দুর্ঘটনায় ওর তাৎক্ষনিক মৃত্যু হয়।

আমার বন্ধু পুলকের কাছে সীমার ফটো দেখেছি। একটা ১০/১২ বছরের গ্রামের মেয়ে যে রকম দেখতে হয়, সে রকম চেহারা। পুলকের সঙ্গে পুরুলিয়ায় গিয়ে সীমার সঙ্গে দেখা করার কথা ভেবেছি, কিন্তু ও আর তবলা বাজায় না বলে, দেখা করার তেমন একটা উৎসাহ পাইনি। আমি ১৯৭৯ সালে এদেশে আসার পর পুলকের সঙ্গেও যোগাযোগ নেই। সীমার হয়তো এখন ৪৫-এর উপর বয়স হয়েছে। আশা করি ও কোথাও সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে।

উপরের এই গল্পটা যে সত্যি, সে বিষয়ে আমার নিজের কোনও সন্দেহ নেই। পুলক খুবই গম্ভীর প্রকৃতির ছেলে ছিল। বানিয়ে বানিয়ে গল্প করে বন্ধুদের বোকা বানাবার মানসিকতা ওর ছিল না। তাছাড়া ইন্টারনেটে এই ধরনের গল্প প্রচুর আছে। তবু অনেক বৈজ্ঞানিক জন্মান্তরবাদের বিরুদ্ধে লেখা লেখি করেন। কেউ কেউ কোন কোনও গল্প বানানো হয়েছে, এমন প্রমাণ করেছেন। একটা কথা এই সুযোগে জানিয়ে রাখা ভাল যে, আগের জন্মের গল্প যে করছে, সে তার আগের জন্মের স্মৃতিশক্তির উপর ভরসা করেই তা করছে। কাজেই ছোটোখাট ভুল ত্রুটি হ'তেই পারে। অনেক সময় মানুষ পুরোন কোন গল্প করতে গিয়ে গল্পের যে অংশটা ভুলে গেছে, সে অংশ বানিয়ে বলে দেয়। এই নিয়ে একটা সত্যি ঘটনা লিখবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

ব্যাপারটা হ'ল, আমরা প্রায় জনা কুড়ি ছাত্র কম্যুনিকেশন কোর্স নিচ্ছিলাম। বেঞ্চির প্রথম জনকে একটা কাগজ পড়ে সেটা পরের জনকে কানে কানে বলতে বলা হ'ল। পরের জন যা শুনেছে তা তার পরের জনকে কানে কানে বলল। এই ভাবে কুড়িতম জনকে তার আগের জনের থেকে কি শুনেছে তা বোর্ডে গিয়ে লিখতে বলা হ'ল। তার লেখা শেষ হ'লে প্রথম জন কাগজ দেখে কি পড়েছে তা কাগজ দেখে বোর্ডে গিয়ে লিখতে বলা হ'ল। লেখা শেষ হবার আগেই ক্লাশের সবাই হেসে কুটিপাটি। কি ব্যাপার? শেষের জন লিখেছে, ইন্দিরা গান্ধী ও মুরারজি দেশাই হিমালয়ে গিয়েছিল এক বালতি জল আনতে। প্রথম জন যে কাগজটা দেখে লিখছিল, তাতে লেখা ছিল, জ্যাক আ্যন্ড জিল ওয়েন্ট আপ দি হিল, ইত্যাদি।

আমেরিকার ভার্জিনিয়া ইউনিভার্সিটির সাইক্রিয়াট্রির প্রফেসর আয়ান স্টিভেনসন ও বাঙ্গালুরুর মেন্টাল হেলথ ও নিওরোসিস প্রতিষ্ঠানেরঅধ্যাপিকা সতবন্ত পাসরিচা - এই দুজনে মিলে অন্ততঃ৫০০ টি জম্মান্তর ঘটনা নিয়ে কাজ করেছেন। এর্শনের ও প্রায় সকল চিকিৎসকের মতে জাতিস্মরেরা এক রকমের মানসিক রোগী। এর্শরা বহু রোগীকে তাদের পূর্ব জন্মের কথা ভুলিয়ে দিয়ে স্বাভাবিক করে ভূলেছেন। এর্শনের ফটো দিলাম।





শ্টিভেনসন

পাসরিচা

পূর্ব জন্ম যদি থেকেই থাকে, কেন কেউ কেউ তা মনে করতে পারে? সবাই কেন পারে না? এই প্রশ্নের কোনও সদুত্তর নেই। আমরা রাত্রে ঘুমিয়ে যে স্বপ্ন দেখি, ঘুম ভাঙ্গার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তা ভূলে যাই। তার একটা কারণ, সে স্বপ্ন মনে রাখা প্রয়োজন মনে করি না। আবার কিছু কিছু স্বপ্ন ঘুম ভাঙ্গার পর মনটাকে নাড়া দিয়ে যায়। সে বিষয়ে কারোর সঙ্গে আলোচনাও করা যায়। আমার মতে জন্মান্তর ব্যাপারটাও সেই রকম।

সমীক্ষায় জানা গেছে, অধিকাংশ জাতিস্মরের আগের জন্মে অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল। অতৃপ্ত আত্মা তাই হয়তো এই জন্মে আগের জন্মের কথা যা মনে করতে পারে, তা বলে বেড়ায়।

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন , শরীর আত্মার একটা পোষাক মাত্র। আমরা যেমন প্রয়োজন মতো পোষাক বদল করি, আত্মাও তেমন প্রয়োজন মতো শরীর বদল করে এক শরীর থেকে অন্য শরীরে যায়।

আত্মা কি, তা বোঝাতে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, আত্মা এমন একজন যাকে আণ্ডন পোড়াতে পারেনা; যাকে জল ভেজাতে পারেনা; যাকে বায়ু শুকাতে পারেনা। বিজ্ঞান আমাদের শিখিয়েছে, শক্তির রূপান্তর আছে, কিন্তু লয় নেই। আত্মও এমন একটা শক্তি যার এক দেহ থেকে অন্য দেহে রূপান্তরআছে, কিন্তু লয় নেই। আত্মা দেহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েও অস্পৃষ্ট। যেমন আকাশ - অনন্ত হয়েও মেঘলোকে রয়েছে, কিন্তু মেঘ তাকে ছুর্ণতে পারছে না। ঘটিতে রাখা জলের উপরেও সামান্য একটু আকাশ রয়েছে জলের থেকে আলাদা হয়ে। অর্থাৎ প্রাণী যতই ক্ষুদ্র হোকনা কেন, তারও আত্মা আছে।

বৌদ্ধ ধর্মের সবাই জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। তার্ণরা মনে করেন মানুষ তার পূর্ব জন্মের ফল পরের জন্মে ভোগ করে। দুক্ষর্মকারীরা পরের জন্মে মনুষ্বেতর জীব হয়ে জন্মায়।

রামকৃষ্ণ পরম হংসদেব জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি নিজের মুখে তার্পর ভক্তদের বলেছিলেন, আগের এক জন্মে তিনি ছিলেন রাম ও অন্য এক জন্মে তিনি ছিলেন কৃষ্ণ। তিনি মহাকালীর গল্প করার সময় মহাকালের কথা বলেছেন। মহাকালী যার ঘরণী, সে হ'ল মহাকাল। ছোট একটু সময় হ'ল কাল, আর অনেক সময়ের সমষ্টি হ'ল মহাকাল। সে নিরূপ, সে আছে, কিন্তু তাকে দেখা যায়না। সে স্বয়স্ত - সে নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করে। যে কালটা এই মুহুর্তে শেষ হ'ল, পর মুহুর্তেই আরেকটা কাল সৃষ্টি হ'ল। এই চলেছে আবহমান ধরে। মহাকাল ছিল, আছে ও থাকবে। সে সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ - এই তিন নিয়মের উর্বে।

মানুষ মাত্রেই ভগবানকে নিজের পছন্দের নামে ডাকে, পূজো করে। সাধক রামপ্রসাদ মা কালীকে যে লোকে নানান নামে ডাকে, তা নিয়ে সুন্দর একটি গান লিখেছিলেন - "মগে বলে ফারাতারা, গড বলে ফিরিঙ্গি যারা, খোদা বলে ডাকে তোমায় মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী - যে তোমায় যে নামে ডাকে, তাতে তুমি হও মা রাজি"। কাজেই মহাকালকে পরমাত্মা ডাকা যেতেই পারে। কাল যেমন মহাকালের অংশ, আত্মা তেমন পরমাত্মার অংশ। আমাদের ছেলে মেয়েরা যেমন আমাদের শরীর থেকে এসেছে, আমাদের প্রত্যেকের আত্মা তেমন পরমাত্মা থেকে এসেছে। উপনিষদে আছে, "শৃগন্ত বিশ্বে! অমৃতস্য পুত্রাঃ। অর্থাৎ - বিশ্বের স্বাই শোন, তোমরা অমৃতের সন্তান। এখানে অমৃত বলতে পরমাত্মাকে বোঝাচেছ।

এবার আমার নিজের একটা দরকারি উপলব্ধির কথা লিখি। কোন প্রিয়জনের মৃত্যুতে আমাদের সকলেরই খুবই শোক হয়, কিন্তু যদি ভাবি, যে আমাদের ছেড়ে চলে গেল, তার শরীরটা শুধু গেছে, কিন্তু আত্মাতো রয়েছে। হয়তো সে কোন একদিন কোন এক নতুন শরীর নিয়ে আমাদের কাছে ফিরে আসবে। এই কথা মনে রাখলে পারলে প্রিয়জনের মৃত্যু আমাদের বেশীক্ষণ শোকে কষ্ট দিতে পারবে না।

এই প্রবন্ধে জন্মান্তরবাদ কতটা বিশ্বাস যোগ্য করে তুললাম, সে বিচার পাঠক করবেন। শেষ করার আগে আমার প্রিয় কবি জীবনানন্দ দাশের জন্মান্তরবাদ নিয়ে লেখা একটি কবিতার প্রথম দুটি লাইন উদ্ধৃতি দিই।

"আবার আসিব ফিরে ধান সিপ্ডিটির তীরে এই বাংলায়, হয়তো মানুষ নয় - হয়তো বা শঙ্খচিল, শালিখের বেশে।"

~ শেষ ~



লেখকঃ কল্যাণ কুমার মন্তুমদার

জন্মঃ ১৯৪৬ সাল, বিজবাগ, নোয়াকালি, পূর্ব বঙ্গ পড়া উনোঃ ইঞ্জিনিয়ারিং, ষাদবপুর ও আমেরিকা

পেশাঃ বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত

तिथाः नाना धत्रापत्र वरे भ्रम्मा, गन्म लिया, गान त्थाना,

বাজনা বাজানো, রান্না করা, বাগান করা, ফেসবুকে

আভ্চা মারা, দেশ-বিদেশে বেড়াতে বাওয়া।

অন্যান্যঃ লেখক এক সময়ে কলকাভার নবকল্লোল পত্রিকার

নিয়মিত লেখক ছিলেন। বহু পত্ৰিকায় নিখেছেন।

PGE Pacific Geo Engineering Geotechnical Engineering, Consulting & Inspection

Pacific Geo Engineering (PGE) takes the pride to be a part of the history in make in Seattle - providing its consulting services in the quality control and quality assurance (QCQA) aspects of the construction of the Alaskan Way Viaduct Replacement Project known as 'SR-99 Tunnel', which is the world's largest diameter tunnel ever built.



PGE's engineer-intern on-site for QCQA inspection



North Portal entrance to SR-99 tunnel under construction



PGE's SR-99 engineering team



South Portal entrance to SR-99 tunnel under construction

Pacific Geo Engineering is a professional engineering consulting firm dedicated to solving wide range of complex geotechnical engineering and environmental challenges for virtually all types of infra-structure and civil engineering projects - light rails, tunnels, bridges, highways, airports, sea-ports, indoor sports arena, and stadiums, to name a few.

Quality Engineering Timely Service Cost-effective Solutions

আমার আলাস্কা ভ্রমণ

ঋষি হাজরা (১০ বছর)

আমি ১৯শে অগাস্ট , রাত সাড়ে দশ্টায় Anchorage এয়ারপোর্ট এ পৌছালাম। অনেক খুঁজে রাত বারোটার সময় আমরা একটা রেস্টুরেন্ট খোলা পেলাম। সেখানে আমরা শুধু ফিস আর চিপস পেলাম। সেখান থেকে হোটেল মাত্র পাঁচ মিনিট।

পরদিন সকালে আমরা একটা ওয়াইন্ডলাইফ কনসারভেশন সেন্টারএ গেলাম। আমি সজারু, বল্ড ঈগল ,মুস, ক্যারিবু, musk ox,white আউল দেখলাম। দুটো ব্ল্লাক bear আর দুটো গৃজলি bear ও দেখলাম। এছাড়া আরো অনেক জিবজান্তও দেখলাম। বিকাল চারটের সময় আমরা কাছাকাছি একটা ট্রেন স্টেশন এ গেলাম। আমাদের ট্রেনটা পাঁচ মিনিট দেরী করে এল। রেল গাড়ী চেপে আমরা গ্র্যান্ড ভিউ এর দিকে গেলাম। একজন কমবয়সী ছেলে (গাইড) সারাক্ষণ কথা বলে যাছিল। ও বলল যে একটা বল্ড ঈগল দেখা যাচ্ছে গাছের মাথায়। সবাই জানলা দিয়ে হাঁ করে দেখছিল যদি ওরা দেখতে পায়।

পরের দিন আমরা একটা বিশাল টোল টানেল পেরিয়ে Whitter থেকে cruise শিপ এ উঠলাম।এটা বেশ জোরে যাছিল। আমি বাইরের ডেক এ গিয়ে দেখলাম বেশ বড় বড় টেউ উঠছিল। সেখানে প্রচন্ত হাওয়া দিছিল। যেন উড়ে যাছি। মা যেতে বারণ করলো, তাও উপরের ডেক এ গেলাম। লাঞ্চের সময় চিকেন স্ট্রীপ আর ফিস ফ্রাই খেলাম। তাতে আমার পেট ভরল না। গাইড হঠাত বলল একটা অর্কা whale দেখা যাচেছ। তখন সবাই ছুটল ডেক এর দিকে। আমি দাড়ানোর কোনো জায়গা পেলাম না। উপরের ডেক এ একটু জায়গা পেলাম। আমি দেখলাম একটা কালো ফিন জলের উপরে আছে - দু সেকেন্ড পরে ভানিশ হয়ে গেল। তবু কেও ভিতরে যায় নি। আমরা একটা ন্যারো প্যাসেজ দিয়ে যাছিলাম - এটার নাম Esther প্যাসেজ। সেখানে হাজার টা sea otter দেখলাম। আর দুরে অনেক glacier দেখলাম - হালকা নীল্ রঙের। একটা ছোটো আইল্যান্ড এ বড় বড় সীল রোদ পওয়াছে, কিন্তু বেশী কাছে যেতে পারিনি। অনেক ফগ ছিল বলে জাহাজটা ফগ হর্ন দিছিলো কেননা আমরা collide করতে চাইনা অন্য জাহাজের সাথে। কিছুক্ষণ পরেই ফগটা ফেড করে গেল আর সুন্দর সূর্য দেখা গেল। আমরা চারদিকে glacier দেখলাম। তারপর দশ বারোটা অর্কা whale এর নাচ দেখলাম। একবার পুরো অরকা whale এর বডি টা জলের উপরে দেখলাম। যখন glacierএর কাছে গেলাম আমরা কাল্ডিং এর আওযাজ শুনলাম। জাহাজের crew glacier আইস জাল দিয়ে তুলল। এর পর Anchorage ফিরে গেলাম। পরের দিন হাইক করে Exit Glacier এর কাছে গেলাম। সেখানে দাদা একটা বিশাল glacier আইস নিয়ে এলো হাতে করে - খুব ঠান্ডা।

এরপর আমরা ডেনালি ন্যাশনাল পার্ক এ পৌছলাম। Denali পার্ক এ আমরা সকাল আটটার বাসে চাপলাম। কিছুক্ষণ পরেই আমার দিকে তিনটে bear দেখলাম - মা , বাবা আর বেবি bear । বাস ড্রাইভার কিছুক্ষণ থেমে আবার চলতে লাগল। Bear দেখার পর সবার উৎসাহ আরো বেড়ে গেল -সবাই জানলার দিকে তাকিয়ে রইলো। খুব রোদ ছিল বলে আমার মাথা ধরছিল। হঠাত দেখলাম সোনালী একটা মাউন্টেন পীক - ড্রাইভার বলল ওটাই মাউন্ট McKinley ! একটু পরে আমরা তকলাত রিভার এর স্টপে থামলাম। সবাই বাইরে গেল আর দশ মিনিট পরে সবাই বাস এ ফিরে এল। হঠাত একজন লোক বাস থেকে নেমে রেস্টরুম এর দিকে ছুটল। বাস ড্রাইভার বলল - যে শেষে আসবে তাকে গান করতে হবে। এরপর আমরা ক্যারিবু দেখলাম - কিন্তু আমার খুব ভালো লাগেনি কেননা আমি অনেক দেখেছি আগের দিন। Finally আমরা Kantishna পরেন্ট এ পৌছালাম। Reflection লেক এ কিছু দেখতে পেলাম না - কেননা Mt. McKinley মেঘে ঢাকা ছিল। বারো ঘন্টা পরে ফিরে এলাম - আমার খুব ঘুম পাচ্ছিল। ড্রাইভার বলল আমরা বারোটা bear, দশ টা ক্যারিবু, ছটা পাখি আর একটা pika দেখেছি।

পরের দিন আমরা Fairbanks এ এলাম। সেখানে বেশী কিছু করার ছিল না। একটা আইস museum এ গোলাম - ভিতরটা খুব ঠান্ডা ২০F . আমি সেখানে মনের আনন্দে স্লেড করলাম। পাঁচ মিনিট পরে হাত পা ঠান্ডা হয়ে গোল, তাই বেরিয়ে এলাম গরম হতে। সেই দিন রাতেই আমরা সিয়াটেল ফিরে এলাম। এটাই আমার বেস্ট ট্রিপ ছিল।



The Tat and The Love bird

Jeena Roy, Age 8

Once upon a time there lived a cat in the forest. The cat lived under a tree. The cat was all alone because nobody liked this cat. He wasn't strong like the lion, he wasn't fast like the cheetah, he wasn't graceful like the eagle.

Sometimes the cat would feel jealous of all the other animal's talents. So one day the cat went on a stroll. He saw many beautiful things. But this cat came upon a GORGEOUS creature!!! It was a love bird!

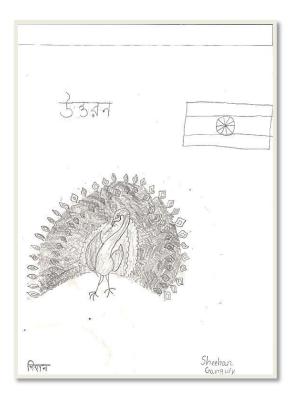
The love bird knew what the cat was thinking.

"I'm not strong like the lion, or fast like the cheetah, or graceful like the eagle...or pretty like you!" cried the cat.

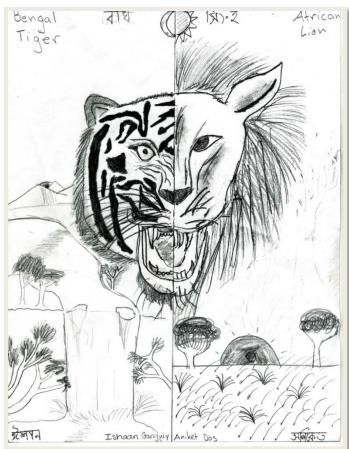
"But your talent is being *sneaky*, at night you catch those mice. You are still important to this forest. Without cats like you, there would be zillions of mice everywhere!"

So the cat learned his lesson and never felt inferior again. He went back to his tree and this time he smiled.

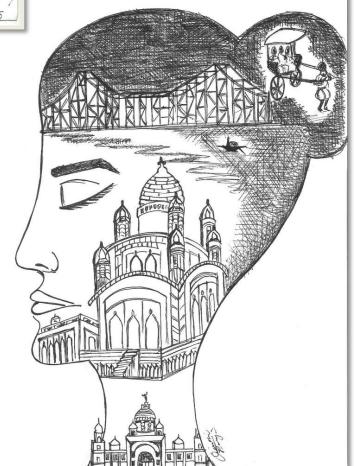
Moral: No matter what you are, you are still important!



সীহান গাঙ্গুলী (৯ বছর)



ঈশান গাঙ্গুলী (১১ বছর) অনিকেত দাস (১০ বছর)

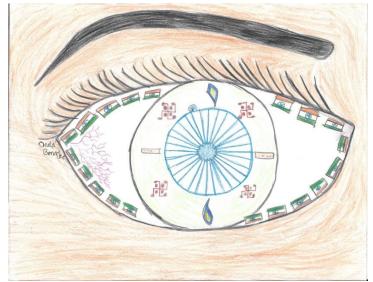


ঐন্দ্রিলা ব্যানার্জী (১৫ বছর)



প্রিয়সী দে (৭ বছর)

ওনেলা ব্যানার্জী (৮^১/২ বছর)





শ্রেয়া সরকার গাঙ্গুলী



অনুষা গুহঠাকুরতা (৬ বছর)



By Sagnik Sinha, Age 10

This is a story about a real lioness, do not confuse with the Goddess Durga's mount!

One of the days that we went on a safari, there was a blue sky with hardly any clouds. We were having our day drive when suddenly our driver stopped. We asked him why he stopped. Then he points out a lioness skulking behind the tall grass eating. The lioness was sitting and surrounded by jackals. There were five black-backed jackals; all gathered round the lioness, running away and coming back as the lioness looked up. The lioness was eating. We saw that the lioness was eating a big animal; it looked like the lioness was eating a wildebeest. Then all of a sudden the lioness stood up and swung one of the wildebeest's legs in its mouth, then moved a little distance from the kill to chomp on the leg. The jackals could only look because they were too frightened to touch the lioness' meal, although the lioness was not paying attention to the major portion of her kill. For the next ten minutes or so the lioness sat gnawing at the kill, while the jackals could only stare in awe. The other animals that should have also been here were the vultures and the hyenas, but for some reason they weren't here.

As the lioness ate, and the jackals dropled, I took pictures. My dad took via pictures and my sister took pictures too.

After a satisfying meal, the liones stood up, yawned wide, and then walked away for a rest. We followed the lioness to see what it was going to do. We hoped she would lead us to her pride. She went into some bushes and trees. Then she lay down and went to sleep to you know that lions sleep about 20 hours a day and spend the rest of the day nunting, eating and roaming dround?

We waited for a few minutes and then went back to where the carcass and jackals were. The jackals had started eating the rest of the wildebeest because the lioness was gone. Suddenly, for a second the jackals all scattered around. It was as if something had frightened them, although we could not see any other animals. Then as normal they began eating again. Even though the carcass now had barely any meat left food they were relishing it to the last bone. The lioness had pretty much eaten all the meat so the jackals hardly had anything to eat. But the jackals ate everything so they wouldn't starve to death. They know that lions don't kill very often, so they have to eat as much as they can so they can last without any food for a few days. And that was the summary of the day I saw a lioness eating.



শারদীয়ার শুভেচ্ছা সহ মৈত্রেয়ী, সৌমিত্র, আইরিকা ও সাগ্নিক সিংহ

MY GRAND CANYON EXPERIENCE Deepnath Dey

Dear Readers,



Till this summer vacation, I read about Grand Canyon in books and I always had a curiosity about this magnificent place. On August 4, 2014, I got to quench my thirst of knowing Grand Canyon better. With my parents and brother, I flew to McCarran International Airport in Las Vegas. From there, we took a four hour drive to Grand Canyon.

The moment I laid my eyes on the canyon, it filled me with awe. The beauty and vastness of the canyon is beyond description, beyond any comparison. The breathtaking views, its grandeur are impressive. Too many things kept creeping in my mind. I felt as if the pages of my geography book had come to life before my eyes. To get better glimpses of the scenic beauty, we hopped on-off buses throughout the South Rim. From one viewpoint to the other, we observed

the precipitous cliffs, awesome depths and the dangerous rapids plagued Colorado River.

Mather Point was our first viewpoint of the canyon, which is 6850 feet above sea level. The most prominent landmarks visible from Mather Point are the pyramidal Vishnu Temple and the massive flat topped Wotan's Throne. The other points we visited were the Hermit's Rest, Yaki Point, Hopi Point, and Powell Point. The viewpoint I liked the best was the Desert View which had a Watch Tower to get an outstanding view of the canyon and the Colorado River which swept through the canyon. The only negative thing about the Watch Tower was the flight of steep stairs which was equal to climbing an old four-story building which left me panting when we reached the top. Even though my feet were aching, it was nothing compared to the spectacular view we got to see from the top. At this point, we found a store and snack bar from where I got to shop a Grand Canyon tee-shirt, key rings for my friends and enjoyed ice-cream. The delicious chocolate ice cream seemed yummier in that scorching dry heat.

Another point which caught my attention was the Tusayan Ruins and Museum which was the remains of a small ancestral Puebloan village. It was a 200 meter flat trail around the ruins which gave me the opportunity to learn about the native people who once called this place their home.

I cannot end this narrative without writing about the sunset at the canyon. All the adjectives fail to describe the beauty of the sunset. The setting sun with its reddish-orange hue and the deep shadows that fall on the reddish rocks of the canyon, creating a dramatic color that left me spellbound.

Cultural Unity within diversity

An Indian American perspective

Aniket Das, age 10

I consider myself fortunate growing up in mixed cultural values. My parents grew up in India, which has a rich cultural heritage. I am growing up here in United States, where my life is different than my parents' childhood, my generation is growing up in a culture influenced by both USA and India.

As I get to celebrate festivals from both cultures- east and west, I found that there are some inherent similarities between diverse cultures that is quite interesting.

For example, Diwali is the festival of light, representing the win of good power over evil, hope over despair and light over darkness. On Diwali night, we dress up in new clothes or their best outfit, light up lamps and candles inside and outside our home. Sometimes we light fireworks where permitted here in

the US. We are supposed to light up all the dark corners to frighten the ghosts away.

Kali Puja is also celebrated around Kolkata (which means Kali's land in Bengali) during the same time as Diwali is celebrated all over India. It honors the goddess Kali for defeating the evil demon Raktabija. Kali has terrifying eyes, a tongue dripping blood, and a garland of skulls. The puja ceremony is held on the night of the new moon (Amavasya) as people believe this is the night when evil forces rise up.



Throughout this occasion, an intensely festive atmosphere pervades with strings of holiday lights decorating buildings, flashing signs line city streets, candles & lamps burn everywhere, and fireworks explode all night.



custom of offering Puja for dead ancestors.

As with **Durga Puja**, pandals are erected and murtis placed inside. These are displayed for a number of days, ritually worshiped, then taken to the river and destroyed.

It is believed that during Amavasya (New Moon), evil spirits get unusual powers and may cause harm; to counter this, people perform Kali Puja, as Goddess Kali is considered as the destroyer of evil spirits. Also, some people follow the On Bhoot Chaturdashi (the night before Kali puja), children in India light up 14 candles (14 pradeep) on doorsteps to not let ghosts tresspass the household and eat 14 types of leafy vegetables (14 saag) to not let ghosts take over the body.

When I first visited India during the Pujas, I was surprised to discover the images of Kali with an array of ghosts, demons, and ghouls. The icon of Kali is used as a protective symbol-I saw taxi drivers fix it in the front of their car to protect them from accidents. Bengalis celebrate Kali Puja in Oct-Nov 3 weeks after Durga Puja. The eve of the Kali Puja (Bhoot Chaturdashi) is believed to be the day when the souls of dead ancestors come back to visit the house of their families.



In many cultures, this time of the year is associated with human

death. The Celts believed that around 31st October, the boundary between the worlds of those alive and those dead became blurred and thus they celebrated Samhain (pronounced as "Sow-In") since it



was considered that the ghosts of the dead would return to Earth.

During the same time (Oct 31st), almost eerily so, we celebrate another popular festival, **Halloween** (All Hallows Eve) which has its origins from Samhain.

We wear costumes which are supposed to be as scary as dead spirits, we go out Trick-or-treating for candy in the evening. Originally Halloween was about pleasing the evil souls. During the last days of October, when the weather turns chilly, the souls of the cemetery would emerge. We ward off haunting souls by creating scary faces on fruits as if they were alive. Or, a more respectful message would be leaving pastries, candies and juices, for the souls to enjoy.

I found many parallels between festivals which originated in very different cultures and countries. **Dia de los Muertos**, or Day of the Dead, is celebrated in Mexico by people who believed that souls of the dead return each year to visit with their living relatives to eat, drink and be merry, just as they did when they were living. **Yu Lan Jie/ Zhong Yuan Jie** (Hungry Ghost Festival) is celebrated by Buddhists in many Asian countries. It refers to the salvation of anguished souls in Hell and involves offerings of food.

When I chatted about this with my grandparents, who are now quite familiar with Halloween after their visits to the US and obviously know all about Kali Puja & Diwali, they were quite amused. How about you?

Be all you can be Alok Sinha



"What should I do?" asked the sip of water,

Quench the thirst of the hummingbirds may be?

Help the parched lands of the Middle East or,

Be part of fight of indigenous in Amazon?

Help the disenfranchised marching against corruption,

Be the designer water for the Rich and Mighty,

Life blood of knights fighting for the Emperor,

Or save children from hunger, and diseases?

"Where are you from?" I asked the sip,
We come from a family of streams, it said,
Our forefathers came from proud but thin,
Springs deep in the woods of the mountains

Always dreaming of joining bigger streams,

Perhaps be part of a mighty river of world,

Make a big impact, today and tomorrow,

"Do better than me" my father had said

I took the sip, and placed it on the cherry blossom,
Giggling dancing pink flowers and radiant droplets,
Fell on the boy below, as he shook the branches,
"Enjoy today, for tomorrow, be all you can be" I whispered

ফিরে দেখা সিদ্ধার্থ পাল



দেবার্চনা বিরক্ত হচ্ছিল। প্রায় কুড়ি মিনিট ফোন ধরে আছে। কাস্টমার রিপ্রেজেন্টেটিভ মেয়েটি ভারী আনাড়ি। ছোট কোম্পানিগুলো এদের ঠিকমত ট্রেনিং দেয় না। সাধারণতঃ বড় কোম্পানির কল সেন্টারে এইসব সমস্যা নেই। তারা এমপুরীদের ভালমত ট্রেনিং দেয়। যেই ফোন তুলুক, ট্রিটমেন্ট সেই এক। প্রফেশনাল। সবাই একইভাবে গ্রীট করে, একইভাবে হাসে, একইভাবে কেসগুলো হ্যান্ডেল করে। কাস্টমারের সময় নষ্ট করে না। 'এটা ভালো না খারাপ?' দেবার্চনার হঠাৎ মনে হলো। কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে সবাই যেন ধীরে ধীরে রোবটিক হয়ে যাচেছ। হিসেব করে, মাপজোক করে, ঘড়ি ধরে, একটুও সময় নষ্ট না করে, যন্ত্রের পরিমাপে জীবন চলছে। কাস্টমার-ফেসিং এমপুরীরা কৃত্রিমভাবে হাসে, মেপে কথা বলে। 'ওয়েলকাম টু দ্য ফেক ওয়ার্ল্ড অফ কর্পোরেট।' দেবার্চনার ঠোঁটে একটা স্নবিশ হাসি খেলে গেল।

- 'হ্যালো ম্যাডাম। আমি আপনার সমস্যা নোট করে নিয়েছি।' সগর্বে মেয়েটি ঘোষণা করলো। দেবার্চনার ক্ষণিকের স্নবিশ ভাবটা ভেঙে চুরমার হয়ে মন আবার বিরক্তিতে ভরে গেল। শী ইজ নট হেল্পিং! হয়তো রোবটিক কেউ থাকলে এরকম হত না। উই প্রবাবলি নীড রোবটিক এমপুয়ীজ এভরিহোয়ার।

ফোন রেখে দেবার্চনা ঘড়ি দেখল। অর্ককে ডে কেয়ার থেকে তুলতে হবে। একটু দেরী হলে লেট ফীজের মিটার চালু হয়ে যাবে। আজ ওর পালা। কাল আবার শুল্র যাবে।

হিসেবের জীবন, যতটা সম্ভব আন্তারস্ট্যান্ডিং করে চলা। রুটিন আর রুটিন। দেবার্চনা হাঁফিয়ে উঠেছে। বোরিং।

অর্ককে নিয়ে বেরিয়ে ট্রাফিক জ্যামে আটকে পড়ল দেবার্চনা। ফোর-ও-ফাইভে ঢোকার জন্য অফিস-ফেরতা ভিড় শুরু হয়ে গেছে। আকাশ নীল। চমৎকার আবহাওয়া। হংসবলাকার মত হালকা মেঘ ভেসে বেড়াচেছ। ওয়াশিংটনের ইউজুয়াল ওয়েদার নয়। রেডিওতে আনা কেন্ড্রিকের কাপ সং হচ্ছিল। দেবার্চনার খুব ভালো লাগে গানটা। অর্কও পা দিয়ে ওর সিটের পেছনে তাল দিচ্ছিল। শুদ্রর ফোন। ব্লটুথের ছোট্ট বোতাম টিপে দেবার্চনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল - 'বল।'

শুল্রর ঠান্ডা লেগেছে। ফ্যাঁসফেঁসে গলায় জিগ্যেস করলো -'সব ঠিক আছে তো?'

- 'হ্যাঁ। এই বেরোলাম অর্ককে নিয়ে। জ্যামে ফেঁসে গেছি।'
- 'হ্যাঁ। আজকাল একটু বেশি হচ্ছে এই সময়টা।'
- 'তোমার কি খবর?'
- 'একটু বিজি। আজও লেট হবে মনে হচ্ছে।'
- 'কত্?'
- 'সাড়ে সাতটা তো ইজিলি...'
- 'আচ্ছা, ঠিক আছে।'
- 'রাতে কি আছে ডিনারে?'
- 'ভাবি নি এখনো, একটু টায়ার্ড লাগছে। দেখি, একটু হালকা কিছু যদি বানানো যায়। তুমি কি কিছু চাইছ স্পেসিফিকালি?' দেবার্চনা এমনভাবে বলল যেন শুদ্র কিছু না চাইলেই ভালো হয়।
- 'নাহ, শরীরটা খুব ভালো লাগছে না। হালকাই ভালো।'
- গাড়ি স্পীড নিয়েছে। একটা রোড রিপেয়ার জোন বোতলের গলা হয়ে ছিল।

আগে রামা করতে খুব ভালো লাগত দেবার্চনার। এখন সময়ের সমস্যা বলে, তাই বিরক্তি লাগে। রোজ রামা করে না, তবুও যেন রামার কথা ভেবে গায়ে জ্বর আসে। গত প্রোমোশনের পরে কাজের চাপ অসম্ভব বেড়েছে। সম্ব্যের বাড়ি ফিরেও ল্যাপটপে বেশ কিছুক্ষণ কাটাতে হয়।

টিভিতে একটা হিন্দি সিরিয়াল চালিয়ে রাশ্না চাপালো দেবার্চনা। মাঝে অর্ককে একটু পড়িয়েও নিয়েছে। অর্ক ভীষণ বকবক করতে পারে। অসংলগ্নভাবে স্কুলের গল্প করছিল। কোন বন্ধুর সঙ্গে ও নাকি একটা রোড ট্রিপ প্ল্যান করছে। হাত পা নেড়ে, নেচে ঘুরপাক খেয়ে, চোখ বড় বড় করে, কখনো ভুক্ন কুঁচকে, ঠোঁটে নানারকম ভাঁজ খেলিয়ে ও কিসব বলে যায়। দেবার্চনাকে শুনতে হয় আগ্রহ নিয়ে, নাহলে অর্ক বুঝতে পারে মা শুনছে না। মায়ের গালে হাত দিয়ে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নেয়।

খুব তাড়াতাড়ি এক গল্প থেকে অন্য গল্পে চলে যায়।

হিন্দি সিরিয়ালটা বড় নাটুকে। রিমোট নিয়ে ও একটা ইংরিজি ক্রাইম সিরিজে সুইচ করলো। তারপর আবার অর্কর কথা ভেবে টিভি বন্ধ করে হালকা বাংলা গান চালালো। সন্ধ্যা মুখার্জীর চিরনতুন কণ্ঠস্বর। দেবার্চনা গলা মেলালো।

শুদ্র বেশ রাতে ফিরলো। ওকে বেশ স্ট্রেসড লাগছে। এসেই আবার একটু ওয়াইন নিয়ে বসলো। আগে শুক্রবার রাতে বা উইকএন্ডে খেত, এখন উইকডেজেও খেতে শুরু করেছে। দেবার্চনা আগেও বলেছে, আজও মৃদু আপত্তি করলো - 'তোমার শরীর খারাপ বললে, এখন এসব খাচ্ছ!'

- 'এই একটু। এতে বরং বেটার ফীল করব। হাউ ওয়াজ ইওর ডে ?'
- 'ভালোই। নেক্সট উইকে একটা বড় প্রেজেন্টেশান আছে। উইকএন্ডেও কাজ থাকবে।'
- 'আমারও খুব বাজে অবস্থা। আরো খারাপ হবে। এই, তোমার মা কবে আসছেন যেন ?'

- 'আটাশে'
- 'আমি বোধহয় আসতে পারব না এয়ারপোর্টে। তুমিই গিয়ে নিয়ে এসো।'
- 'কি বলছ ? এত খারাপ অবস্থা ?'
- 'হাঁ। ইচ্ছে করে কি আর আসতে চাইছি না ? নতুন বসটা বড্ড ডিম্যান্ডিং, ভীষণ পুশী।'
- 'না, সে ঠিক আছে। কাজ থাকলে কোনো কথা নেই।' দেবার্চনা কেমন যেন আশ্চর্য বোধ করছিল।
- 'দেবী, তুমি একটু খাবে নাকি?'

দেবার্চনা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ সম্বিত ফিরতে ও জবাব দিল - 'না না, কাল সকালে ওঠার আছে। আমার আবার ঘুম আসতে চায় না ওসব খেলে।'

- 'ও.কে.!' শুল্র কাঁধ নাচালো -'মোর ফর মি। ইওর লস।' বলে চোঁ চোঁ করে পুরো বোতলটা শেষ করে ফেলল সে।

দেবার্চনা গম্ভীর হয়ে গেল। শুদ্রর খাওয়ার মাত্রাটা দিন দিন যেন বেড়ে চলেছে। খেতে বসে বসকে গালাগাল দিচ্ছিল ও। ব্লীপ ওয়ার্ডের সংখ্যাও যেন আজকাল বেড়ে উঠছে মদ্যপানের সঙ্গে সঙ্গে। দেবার্চনা কোনদিন তাল মেলায় না এই ধরণের আলোচনায়। কিন্তু শুদ্র কোনো কেয়ার করে না। তার উৎসাহেও কোনো ভাঁটা পড়ে না। বোধহয় দেবার্চনা যোগ দেয় না বলে আজকাল কোখেকে আবার দু'একজন বোতলের বন্ধুও জুটিয়েছে শুদ্র। উইকএন্ডে একত্র হয়ে ওরা হার্ড ড্রিংক নেয় আর বিশ্বের যত ঋণাত্মক বিষয়বস্তুগুলোকে টেনে এনে মনের সুখে গালি দেয়। সোজা ভাষায়, বিশ্বোদ্ধার করে।

দেবার্চনার চিন্তা অর্ককে নিয়ে। ওর ওইটুকু মনে কি রিঅ্যাকশন হয় কে জানে। শুদ্রকে বেশ কয়েকবার সোজাসুজি বলেছে বা ইনডাইরেক্টলি হিন্ট দিয়েছে। কিন্তু কোনো ফল হয় নি। মা এলে নিশ্চয়ই ক'দিনের জন্য ওটা বন্ধ হবে। দেবার্চনা চোখ বুঁজে একবার গভীর নিঃশ্বাস নিল।

স্নেহলতা সপ্তাহে তিনদিন মন্দিরে যান ইন্ডিয়াতে। অনেকক্ষণ সময় কাটান। এখানে এলে সপ্তাহে একদিন মাত্র যাওয়া হয়। দেবার্চনা বুঝতে পারে শুল্র বিরক্ত হয়। উইকএন্ডে একটা দিন সে ঘুরে বেড়াতে চায়। আর রবিবার সাধারণতঃ আরাম করতে চায়। শাশুড়ি এলে তার ভালোই লাগে, কেননা ভালোমন্দ খাওয়া দাওয়া হয় ক'দিন। কিন্তু আবার নানাভাবে স্বাধীনতায় বাধা আসে বলে একটু বিরক্তি। তার ওপর সন্ধ্যের ব্যাপারগুলো বাড়িতে হয় না। অন্যের বাড়িতে অত যাওয়া সম্ভব হয় না।।

এবারে গরমের ছুটি ভালো কাটলো। ওরা ইস্টার্ন ওয়াশিংটনে একটা সুন্দর কেবিনে দু'রাত কাটিয়ে এলো। একেবারে জলের পাশে। সকালে উঠে সামনেই বিরাট লেক। সবুজ গালচের মত মাঠ। কৌতুহলী হরিণদের সান্নিধ্যে। দিনে ফুটবল খেলা আর ঘুরে বেড়ানো। রাতে বার্বিকিউ। স্নেহলতা বিধবা মানুষ বলে নন-ভেজ খান না। কিন্তু ওদের খাওয়া দাওয়া নিয়ে উনি কোনদিন কোনো আপত্তি করেন না।

একদিন সিয়াটেল সিটি টুরে গেল, মাউন্ট রেনিয়ার আর ক্রেটার লেক আর একবার দেখে এলো এই সুযোগে। অর্ক ভীষণ খুশি। গ্র্যামা ওকে বাবা মায়ের থেকেও অনেক বেশি আদর করে, একটুও বকুনি দেয় না। এটা তার পক্ষে পরম পাওয়া। স্নেহলতা দেশে থাকেন ছেলের সাথে কলকাতায়। ওদের একটিই মেয়ে দশ বছরের। সেও ঠাম্মা বলতে অজ্ঞান। স্কাইপে প্রায়ই জিগ্যেস করে - 'ঠাম্মু, কবে আসছ ?' অর্ক তার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেয় -'না! গ্র্যামি আমার কাছে থাকবে!' স্নেহলতা শুধু হাসেন আর বলেন -'আই লাভ বোথ অফ ইউ। সো, নো ফাইট প্লীজ!'

কালচারাল সেন্টারে প্রোগ্রাম ছিল। প্রোগ্রামের শেষে সবাই ঘিরে ধরেছিল দেবার্চনাকে। এত ব্যস্ততার মাঝেও ও যে রেগুলার প্র্যাকটিসের সময় বের করে লোককে আনন্দ দিতে পেরেছে, তাতে ও খুব খুশি। পুরনো দিনে যখন কলকাতায় ও প্রোগ্রাম করতো তখনকার কথা মনে পড়ছিল। অনেকদিন গ্যাপের পর ভালো প্রোগ্রাম হওয়ায় কনফিডেন্ট বোধ করছিল।

ভিড়ের মধ্যে দিয়ে হঠাৎ নজরে পড়ল গুল্রর দিকে। একটু দূরে ও দাঁড়িয়ে। গম্ভীর, মুখ নীচু, চুল ঝোলা।

দেবার্চনার ভুরু কুঁচকে উঠলো বিস্ময়ে। ও ' এক্সকিউজ মী !' বলে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল শুন্রর দিকে।

- 'এই। ঠিক ছিল তো?'

শুভ্র কেমন যেন থতমত খেয়ে মুখ তুলে তাকিয়ে হাসলো -'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব ভালো গেয়েছ।

- 'তোমার শরীর ঠিক আছে তো? মুখটা কেমন শুকনো লাগছে।'
- 'না, না, সব ঠিক আছে। ওই কয়েকদিন ধরে যা কাজের চাপ চলছে। তাই বোধহয়...'

এক বয়স্কা ফর্সা গোলগাল ভদ্রমহিলা হাসিমুখে এগিয়ে এসে নিজের পরিচয় দিয়ে দেবার্চনাকে অভিনন্দন জানালেন আর গলার প্রশংসা করলেন। দেবার্চনা ধন্যবাদ জানিয়ে শুলুর পরিচয় দিল ওনাকে। ভদুমহিলা সহাস্যে বললেন -'দেবার্চনা আপনার ওয়াইফ ? আপনি ভীষণ লাকি।'

দেবার্চনা চট করে গোপনে শুদ্রর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলো। সামথিং ইজ নট রাইট। শুদ্রকে এভাবে কোনদিন দেখে নি ও।

ক্ষেহলতা একগাল হাসি নিয়ে এগিয়ে এলেন অর্ককে নিয়ে। দেবার্চনা মাকে জিপ্যেস করলো -'ঠিকঠাক গেয়েছি মা ?'

হেমন্তের বিকেল। হঠাৎ ঠাভা শুরু হয়ে যায় সূর্য ডুবলে। আকাশে আশ্চর্য রঙের মেলা। নীচে পৃথিবী জুড়ে আগুনরঙা পত্রালিকায় ঢাকা প্রকৃতি। সব যেন একাকার হয়ে মিশে গেছে।

ঠাভা পড়েছে। সেইসঙ্গে ওদের সম্পর্কে শৈত্য তৈরী হচ্ছে। দেবার্চনা বুঝতে পেরেও অসহায়।

শুদ্র অর্ককে নিয়ে ফুটবল খেলছিল। স্নেহলতা আর ও পার্কের বেঞ্চে বসেছিল। স্নেহলতা ওদের মধ্যে এই কোল্ড ওয়ারটা কিছুটা আঁচ করেছেন। অবশ্য উনি এমন মানুষ যে কারোর ব্যাপারে কোনদিন কোনরকম হস্তক্ষেপ করেন না। সংসার দেবার্চনার, স্বামীপুত্র তার, সমস্যা তার নিজস্ম। অনেক সংসারেই তিনি দেখেছেন মায়েরা মধ্যস্থতা করতে গিয়ে বেশির ভাগ সময় হিতে বিপরীত হয়। মেয়ের কষ্ট দেখে তাঁর বুক ফেটে যায়, কিন্তু দেবার্চনাকে তিনি কখনো তার ও শুদ্রর সম্পর্ক নিয়ে কিছু জিগ্যেস করেন না। তিনি ঈশ্বর সাধনাতেই বিভার থাকতে ভালবাসেন। মাঝে মাঝে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন ওরা যেন ভালো থাকে।

স্নেহলতা মেয়ের কাঁধে হাত রেখে মৃদু চাপ দিয়ে স্নেহভরে তাকালেন। দেবার্চনা অন্যমনস্ক ছিল। তাকিয়ে আলগোছে হাসলো। তারপর হঠাৎ তার চোখের পলক ঘন ঘন পড়তে লাগলো, আর বড় বড় জলের ধারা মনের বাধ না মেনে গাল বেয়ে নামল। স্নেহলতা কিছু বললেন না। সম্নেহে মেয়ের মাথা টেনে নিয়ে নিজের কাঁধে রাখলেন।

ঠান্ডা বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। ওরা ম্যারেজ কাউন্সেলারের অফিসে বসেছিল। এই নিয়ে বোধহয় চতুর্থবার। ওরা দুজনে কথা কাটাকাটি করছিল আর কাউন্সেলার কি সব নোট নিচ্ছিলেন। দেবার্চনার হঠাৎ কেমন যেন মনে হলো, উনি অ্যাকচুয়ালী কোনো সিরিয়াস নোটই নিচ্ছেন না। নিশ্চয়ই কোনো ছবি আঁকছেন। কোনো ডুডল বা নদী জঙ্গলের ছবি বা হয়ত ওদের দুজনেরই কার্টুন।

ব্যাপারটা অনেকটা যেন পরিষ্কার এখন। দেবার্চনার চাকরিতে উন্নতি শুল্রর পছন্দ নয়। যদিও সে সেটা মুখে স্বীকার করে না। এটা কি পুরুষত্বের অহংকার ? কিন্তু কেন ? বিয়ের আগে এই শুল্রই বলত -'মেয়েদের স্বনির্ভর হওয়া ভীষণ জরুরী। আমি নারীস্বাধীনতায় বিশ্বাস করি, ব্লা ব্লা …' হিপোক্রিট !

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, একবার ঢাকা গাড়িতে পাহাড় থেকে নামার পর গাড়ি থেকে বেরিয়ে বুঝলেন কত নীচে নেমে এসেছেন। অথচ গাড়ির ভেতরে বসে নামার সময় কিছুই বুঝতে পারেন নি। দেবার্চনা আর শুদ্র ঠিক সেরকমই লড়াই করতে করতে কোন পর্যায়ে যে পৌঁছে গেছে তা ওরা নিজেরাই বুঝতেই পারে নি। ধীরে ধীরে ওদের মন যেন সবরকম নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। বাইরের কেউই কিছু জানত না বা বুঝত না। ফেসবুকে দিব্দির সুন্দর চিরসুখী দম্পতির হাসিমুখে ছবি। সব কিছু পিকচার পারফেক্ট। আর ভেতরে অশান্তির আগুন। দেবার্চনা চেষ্টা করেছে বিভিন্নভাবে। মুখবুঁজে সহ্য করেছে ভার্বাল অ্যাবিউজ আর টন্টিং। কিন্তু সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলে ওর মুখ দিয়েও উল্টোপাল্টা বেরিয়ে পড়ে। তাতে লাভ তো কিছুই হয় না, উল্টে অশান্তি আরো বেড়ে যায়। লোকে বলে এরকম পরিস্থিতিতে একজনকে সহ্য করতেই হয়। কিন্তু সহ্যেরও তো মাত্রা আছে। মাঝে মাঝে আবার দেবার্চনা রবীন্দ্রনাথের 'অন্যায় যে করে, অন্যায় যে সহে' কবিতাটা ভেবে প্রতিবাদ করতে উদ্বুদ্ধ হয়ে যায়।

ভাবতে অঙুত লাগে যে জাস্ট এই ক'মাসের মধ্যে ওদের সাজানো সংসার প্রায় তছনছ হয়ে গেল। অর্কর জন্য বড় কষ্ট হয়। প্রায়ই মাকে জিগ্যেস করে -'মা. বাবা কেন ম্যাড হয়ে যায় এত ?'

দেবার্চনা কিভাবে জবাব দেবে জানে না। 'বাবা যখন হার্ট হয় তখন রেগে যায়।'

পরের প্রশ্ন -'কেন বাবা হার্ট হয়? কি আমি হার্ট করি?'

স্নেহালতার সঙ্গে রাতে স্কাইপে কথা হচ্ছিল। ও জানাবে না ভেবেও শেষে মাকে বলেই ফেলেছে, যদিও সব ডিটেলস নয়। স্নেহলতার সহ্যশক্তি অসম্ভব। দেবার্চনা জিগ্যেস করলো -'আচ্ছা মা, তুমি ছোটবেলায় আমাদের বুঝতে দাও নি, কিন্তু আমরা বুঝতাম যে তুমি সুখী ছিলে না। বাবার অনেক অন্যায় তুমি মুখ বুঁজে সয়েছ। কি করে পেরেছ ?'

স্নেহলতা একটু চুপ করে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন -'কিই বা করার ছিল। তখন ডিভোর্সের কথা কেউ ভাবতে পারত না। ওটাই ছিল জীবন, ভবিতব্য। তাছাড়া বেশির ভাগ পুরুষই তখন ওরকম আচরণ করত।'

সেটা হয়ত ঠিক। দেবার্চনা ভাবলো। এখনকার ছেলেরা অনেক আভারস্ট্যান্ডিং হয়। ঘরের কাজে মেয়েদের সাহায্য করে। আগে যেমন জল নিজে গড়িয়ে খেলেও পুরুষত্বে লাগত। আবার মজার ব্যাপার হলো, এখন ডিভোর্স বেশি হয়।

দেবার্চনার মনে আছে, শুদ্র আর ও ছিল যেন বিশ্বের সবচেয়ে আইডিয়াল জুড়ি। মেড ফর ইচ আদার। কেন শুদ্র ওকে চাকরি করতে উৎসাহ দিত ? হয়ত চাকরিতে না ঢুকলে সবকিছু ঠিকঠাক চলত।

- 'মা, আমি ডিসিশন নিয়েই ফেলবো ভাবছি।'
- 'দেবী, পাগলামি করিস না। ইট ইজ জাস্ট এ ব্যাড ফেজ!
- 'মা, এভাবে একসাথে থাকা অসম্ভব, শিগগিরই পাগল হয়ে যাব!'
- 'দেবী, তোরা আজকালকার ছেলেপুলেরা গাড়ি খারাপ হলে সেটা ফেলে নতুন গাড়ি কিনিস। বিয়েটা তো তা নয়, মা। ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক ইট আউট!
- 'মা, চেষ্টা তো কম করছি না, আমি হাঁফিয়ে উঠেছি, আর পারছি না এই বোঝা টানতে।'
- 'দেবী, আমি করেছি, তুই পারবি না কেন?' স্নেহলতা স্নেহভরা কণ্ঠে বললেন।
- 'মা, তোমার মত সহ্যশক্তি আমার নেই।'
- 'অর্কর কথা ভেবে কর মা, করতেই হবে। জানি এটা শক্ত কাজ, কিন্তু তুই পারবি।'

একটু চুপ করে থেকে দেবার্চনা মৃদুস্বরে বলল -'আচ্ছা মা, একটা কথা জিগ্যেস করব ?'

- 'কি?'
- 'যদি তুমি চাকরি করতে, বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে, তাহলে কি বাবাকে ছেড়ে দিতে না? অনেস্টলি বল ! অন্ততঃ ছাড়ার কথা নিশ্চয়ই ভাবতে?'

মহাদেশ মহাসাগর পেরিয়ে এটা শুধু যেন অন্তর্জালের মধ্যে দিয়ে এক মেয়ের তার মাকে প্রশ্ন নয়, তার থেকেও অনেক বড় কিছু। এক প্রজন্মের মানুষ আজ তার পরের প্রজন্মের মানুষের করা এক কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন।

স্নেহলতা চুপ করে রইলেন। চশমা খুলে মুছে নিলেন কাপড়ে। একটু চোখ নিচু করে রইলেন। তারপর গলা পরিষ্কার করে বললেন -'আজ থাক দেবী, পরে কথা হবে।'

- 'মা, আই অ্যাম সরি। সেদিন আমি যে তোমায় প্রশ্ন করেছিলাম, তুমি খুব হার্ট হয়েছ, না?'
- 'না রে দেবী, তা নয়…'
- 'এই যে আমি ডিভোর্সের কথা ভাবছি, বেসিক্যালি আই লেট ইউ ডাউন, তাই না?'
- 'ঠিক তাও নয়।'
- 'তাহলে বলো -- আমি ভুল করছি না ঠিক করছি? দোষ কার ?'

স্লেহলতা একটু চুপ করে থেকে বললেন -'দোষ ভুল কারুর নয়। তোরও নয়, গুল্ররও নয়। এটা মডার্ন লাইফ। ইউ আর দ্য ভিকটিমস অফ দ্য সিচুয়াশান। হোয়াট ইউ ডু ইজ জাস্ট কীপ আর্গুইং! তার বদলে, টক্ ইট আউট। তোমাদের প্রবলেমের আসল কারণ বের কর। হয়ত তুই শুধু নিজের দিক থেকেই ভাবছিস, শুল্রর দিক থেকেও বিচার করেছিস কি ? ডোন্ট লেট দ্য সিচুয়াশান টেক ওভার ইউর লাইফ!'

দেবার্চনা অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো। ওর গলায় একটা বড় কান্না আটকে ছিল -'আই লেট ইউ ডাউন, মা, আই লেট এভরিওয়ান ডাউন !'

- 'দেবী, সেদিন যে প্রশ্নটা করেছিলি, তার ঠিক জবাব আমার কাছে নেই। আমি জানি না আমি তোর মত চাকুরে হলে কি করতাম। হয়ত তোর মতই ডিভোর্সের কথা ভাবতাম। ইজি ওয়ে আউট। অনেক কষ্ট গেছে। ভগবানের পায়ে ঠাঁই নিয়েছি। প্রচুর বই পড়েছি। তাতে ভারী শান্তি পেয়েছি। সেটা করেছি বলেই হয়ত আজ তোকে আর তোর দাদাকে নিয়ে এত গর্ব করতে পারি। আমি চাকরি করলে আর ডিভোর্সের কথা ভাবলে হয়ত তোরা সেরকম মানুষ হতিস না।' আস্তে আস্তে থেমে থেমে শ্লেহলতা কথাগুলো বললেন। আজ অবধি কাউকে বলেন নি। হয়ত মেয়েকে বলে একটু হালকা বোধ করলেন।

দেবার্চনা সামলে নিচ্ছিল নিজেকে। অর্ককে বুকে চেপে ধরল ও। সম্পর্ক একবার ভাঙলে আর জোড়া যায় না। আর জোড়া দিলেও দাগ রয়ে যায়। সম্পর্ক চিড় খেলে ভালবাসা থাকে না। অনেকে বলেন, ভালোবাসাহীন বিয়েকে টিকিয়ে রাখা অর্থহীন। দেবার্চনাও সেই বিশ্বাস নিয়েই ডিভোর্সের কথা ভাবছিল। হঠাৎ আজ নিজের ভাবনাগুলোকে ভুল বলে মনে হলো। বিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, হয়ত অর্কর জন্যই।

বাইরে ঠান্ডা অন্ধকারে নিঃশব্দে বরফ পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু দেবার্চনার মনে একটা অদ্ভুত উষ্ণ তরঙ্গ বয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে ফোনটা নিয়ে। শুদ্রর নম্বর ডায়াল করলো ও।

Javavavavavavavava

উড়ন্ত প্ৰেম

সন্দীপন সান্যাল

ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বার সময় আমাদের ইউনিভার্সিটি বুয়েটে কিছু প্রতিষ্ঠিত প্রজেক্ট ম্যানেজার ছিল। ঘটকের বুয়েটীয় নাম। প্রাক ইমেইল-মোবাইল যুগে এরা কপোত কপোতি দের জুটি বাঁধতে সাহায্য করত।

কখনো দুজন কে এমনিই জুটি বাঁধিয়ে দেয়া হোত। একে বলা হোত ও তোমাকে মিস করছে – ওকে বলা হোত এ তোমাকে মিস করছে। এ ভাবে মিস মিস থেকেই ওদের মিশামিশি শুরু হোত। অচিরেই বন্ধু মহল থেকে মিসিং হয়ে যেত। একদিন হাঁসা আর হাঁসি কে হাত ধরাধরি করে ক্যাম্পাসে হাসাহাসি করতে দেখা যেত।

অনেকেই প্রেম করতে চাই বলে এপ্লিকেশন জমা দিত। এরকম দুই আঁতেল বান্দা বান্দিকে একেবারে ফোরথ ইয়ারের ফাইনাল পরীক্ষার প্রিপারেটিভ লিভে জুটি বাঁধিয়ে দেয়া হোল। ওরা প্রেম শুকর প্রথম দিনেই সবাইকে ঘোষণা দিয়ে পার্টি দিয়ে দিল। লাইব্রেরীতে পাশাপাশি পড়ত। আমরা পেছন থেকে স্পাই গিরি করেও ঠিক মতো ঠাহর করতে পারিনি কখন প্রেম করছে। দুজনে পাশাপাশি ঘন্টার পর ঘন্টা যার যার বইয়ে ডুবে আছে। ওরা একই ডিপার্টমেন্টেরও ছিল না। কাজেই আলাদা সাবজেক্ট নিয়ে পড়ছে – সেখানেও কোন শেয়ারিং নেই। পরে শুনেছি কলমটা দাও, রাবার টা দাও – এগুলোই ছিল নাকি ওদের প্রেমের প্রকাশ। প্রেমের ভাষা বুঝতে পারিনি বলে বুয়েট লাইফে কোন প্রেম করা হোল না।

আমেরিকার আশু বাবুর পাঠশালা মানে ASU তে পড়তে এসে এই প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ফেললাম। সেই গল্পই লিখতে এসেছি।

আমার ডিপার্টমেন্টের চাইনিজ এক ছেলের আরেক চাইনিজ মেয়েকে বেশ কিছুদিন থেকেই মনে ধরেছে। বেচারা মুখ চোরা প্রেমিক। আধারে বসে মিষ্টি হাসি দেয়, মাইয়া সে হাসি দেখতেও পায় না। আমাদের কাছে এসে মাঝে মাঝে চিং পিং ভাষায় গুজুর গুজুর করে। খুব সহানুভূতি হয় ওর জন্য। মাথায় ঘুরতে থাকে কি ভাবে এই প্রজেক্ট টা নামিয়ে দেয়া যায় সেই চিস্তা।

সে বার সেমিস্টারের গ্যাপে ছেলেটা দেশে যাবার ফ্লাইটে উঠেছে। যাবার আগে আমাকে পই পই করে বলে গেছে "দোস্ত, ওকে একটু দেখে রাখিস। কেউ যেন আমার বাড়া ভাতে হাত না দেয়।" ভাত আবার কবে বাড়া হোল সেটাই বুঝলাম না। তবুও ওকে আশ্বস্ত করলাম। আমার এ হাত থাকতে অন্য কাউকে ওর দিকে হাত দিতে দেব না। সেদিন ল্যাবে মেয়েটার পাশে বসে কাজ করছি। ভদ্রলোক মানুষ – বন্ধুকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। কাজেই পাশে বসে যতটা সম্ভব দেখে রাখার চেষ্টা করছি। ঠিক ঐ মুহুর্তে ছেলেটা প্রশান্ত মহাসাগরের উপরে। চট করে মাথায় একটা কৃট বুদ্ধি চলে এল।

সে সময় ইমেইল ব্যাপারটা কেবল শুরু হয়েছে। হট মেইল তখনো হট হয় নি। স্কুলে ব্রাউসিং এ নেটস্কেপ ব্যাবহার করতাম। নেটস্কেপ থেকে এক চিকন পদ্ধতিতে যে কারো নামে ইমেইল করা যেত। চিংকু ছেলেটার নামে মেয়েটাকে একটা ইমেইল লিখে ফেললাম। উল্লেখ্য সে সময় কেবল কথা বার্তা চলছে প্লেন থেকে পাবলিকলি ইমেইল পাঠানোর ব্যাবস্থা নিয়ে। ইমেইলটার বিষয় বস্তু অনেকটা এমন ছিল।

"ও। তাহলে থাক।"

যা বাব্বা। আরে আমি তো ব্যাস্ত তোর জন্য। পুরো ইয়ে চেপে বসে আছি।

"আরে না! তোমার জন্য আবার ব্যাস্ততা কিসের? বল, কি বলবে বল।"

আমি রিভলভিং চেয়ার ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকাই। মেয়েটার কাঁপা কাঁপা গলা –

"সাং তুনের ফ্লাইটে যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়েছে।"

পুরো অবাক হবার ভান করি।

"ইন্টারনেটে দিয়েছে নাকি?"

"না। ও আমাকে ইমেইল করেছে ফ্লাইট থেকে"।

এবার যেন বিস্ময়ে ফেটে পড়ছি।

"তুমি নিঃশ্চই ফাজলামি করছ। তোমাদের চীনা জোক মাঝে মাঝে এত সিরিয়াস হয় না!"

"আরে না। তুমি ইমেইল টা দেখ"

আমি এবার হুমরি খেয়ে ইমেইল পড়তে থাকি। বিশ্ময়তা টিকিয়ে রেখে বলি -

"তোমাদের মধ্যে ইটিস পিটিস আছে যে সেটা তো জানতাম না। তবে ব্যাপারটা বেশ চিন্তার অবশ্যই।"

চিং মিং গা ফ্যাকাসে চোখে আমার দিকে তাকায় -

"তুমি তো হাত দেখতে পার। একটু হাত দেখে বল না ওর ফ্লাইটের কিছু হবে কি না।"

আশু বাবুর পাঠশালাতে একটা ছোট গভির মধ্যে জ্যোতিষী বাবা হিসেবে আমার ছোট খাট পরিচিতি হয়েছে। হাত দেখে দু একটা কমন জিনিষ মেরে দেই। যেমন, তোমার ছোট বেলায় একবার বিষণ্ণতায় ভুগেছিলে। একজন নিকট জন তখন এগিয়ে এসে সাহায্য করেছে – ইত্যাদি ইত্যাদি। কি করব? ডাঙ্গর মেয়েরা যে আমাকে হাঙ্গর ভাবে। তাই এই রাস্তায় যা একটু হাত ধরা যায়।

চিং মিং গা কে বলি -

"প্লেনের তো হাত থাকে না। সান তুং এর হাত পেলে তাও হোত।"

মেয়েটা হাল ছেড়ে দেয়।

এবার ওর দিকে তাকিয়ে করুণা হয়। আস্তে আস্তে বলি -

"তুমি কি ওকে ভালবাস?"

এদিক ওদিক তাকায় -

"আগে বাসতাম কিনা জানি না। তবে এখন মনে হয় বাসি।"

গম্ভীর গলায় বলি -

"তা হলেই হবে। তোমার ডান হাতটা আমার দিকে দাও।"

হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দেয়। হালকা সেন্টের গন্ধে মনটা উদাস হতে চায়। ফিরিয়ে আনি।

"চোখ বন্ধ করে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিয়ে বল, আমি সান তুং কে ভালবাসি।"

ও অবাক হয়ে তাকায়।

"এটা বললে তুমি কি ভাবে বুঝবে যে প্লেনটার কি হবে?"

আমি যতটা সম্ভব গলাটাকে গায়েবী করে বলি -

"আমি প্রথমে বুঝতে চাই তুমি আসলেই ওকে ভাল বাসছ কিনা। তারপর তোমার হাত দেখে বুঝতে চেষ্টা করব তোমার ভালবাসার কি পরিণতি। তোমাকে যা বলতে বলেছি বলবে, আর আমি তোমার হাতের স্পন্দন অনুভব করব।"

পরবর্তী কয়েক মিনিট চিং মিং গা চোখের পাতা নামিয়ে পরম আবেগে বলতে থাকে.

"সান তুং, আমি তোমাকে ভালবাসি ---"

হাতে ওর হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দন যেন অনুভব করি। মাথা নেড়ে অভয় দেই। হাত ছেড়ে দিয়ে কাগজে হিজি বিজি আঁকি বুকি করি। তার পর মাথা তুলে বলি –

"বৃহস্পতি তুঙ্গে। প্রেমের সফল পরিণতি।"

উদ্বিগ্ন মুখে হাসি ফিরে এল। কল কল করে বলে চলল সান তুং কেমন ছেলে মানুষ - এই বিপদের সময় শুধু ওকেই মনে করছে। আমার হাত ধরে বলে, তোমার মতো বন্ধু হয় না। কি সুন্দর আমার মন ভাল করে দিলে।

আমি হাসি মুখে বলি-

"তোমাদের যদি ছেলে হয় তাহলে নাম দিও – শং ডিং পং"

একটু লজ্জা হাসি নিয়ে বলে -

"কি জান? আমাদের ছোট্ট শহরে যখন কোন বাচ্চা হয় একটা টিনের চালে থালা ছুঁড়ে মারা হয়। তখন যে শব্দ হয় সেটাই বাচ্চার নাম।"

নিশ্চয়ই রসিকতা করছে। ও মাঝে মাঝে বেশ সিরিয়াস ভাবে রসিকতা করে।

চিং অভয় দেয় -

"আমি একজন অভিজ্ঞ ছোড়াওয়ালাকে ডেকে এমন ভাবে ছুড়তে বলব যেন শব্দ হয় শং ডিং পং।"

আচমকা যেন মনে পড়ল, "এই দাড়াও। সান তুং কে একটা রিপ্লাই দেই।"

কিছুক্ষণ পট পট করে কিছু একটা লিখল। আমার খুব ইচ্ছে হোল দেখতে কি লিখছে। কাজেই বলি –

"দেখ, এই মুহূর্তে চিঠির উত্তরে কি কি শব্দ ব্যাবহার করছ তা খুবই গুরুত্ব পূর্ণ। প্রেমের প্রথম প্রকাশ তো, পাপড়ি ঠিক মতো মেলছে কিনা তার সাথে গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান মিলিয়ে দেখতে হবে সব কিছু ঠিক ঠাক আছে কিনা।"

"আমার লেখা হয়ে গেছে। তুমি একটু দেখবে কোথাও ভুল হোল কিনা।"

নিতান্ত অনিচ্ছায় দেখতে হোল -

"ও আমার উড়ন্ত প্রেম - - - "

প্রথম লাইন পড়েই থেমে যাই। যম রাজের কি সাধ্যি আছে এমন প্রেমকে কাঁচকলা দেখায়?

গৃহপালিতের US ভিসা

সৌমিত্র সিংহ

আমি কর্মসূত্রে আমেরিকাতে থাকি। গল্পটা আমার এক বন্ধু প্রতিমের কাছে শোনা, যিনি চাকরির সূত্রে এখানে অর্থাৎ আমেরিকার উত্তর-পশ্চিমে এক বহুজাগতিক সংস্থায় চাকরি নিয়ে আসেন। তিনি H1B অর্থাৎ চাকরির ভিসাতে এদেশে আসেন। আর তার family-র লোকজন H4 ভিসাতে আসেন। গল্পটা হল এদেশে আসার আগের ঘটনা, তাঁর পোষা কুকুরকে নিয়ে। তিনি এদেশে আসার আগে অনেক প্রস্তুতি নিয়ে ছিলেন। কিন্তু হলে কি হবে, শেষ মুহূর্তে জানতে পারলেন যে তাঁর দুই শিশুসন্তান বেঁকে বসেছে। কারণ তাদের অন্যতম পুশ্যি শ্রীমান পুটো না গেলে তারা যাবে না। পুটো হল তাদের প্রানের বন্ধু একটি ছোট কুকুর। আর তাদের ধনুরভাঙ্গা পণ যে তারা তাদের ছোট বন্ধুটি ছাড়া প্লেনে উঠবেই না।

অগত্যা কি আর করা। কুকুর নিয়ে যেতেই হবে। প্রতিম তাঁর কলকাতার বন্ধুর পরামর্শে কলকাতার এনটালিতে বাস্কুভিলাতে ছুটলেন যেখান থেকে কলকাতার চাকরির income tax clearance সার্টিফিকেট নিয়েছিলেন। তাদের প্রথম প্রশ্ন, 'কেন নিয়ে যাবেন ?' ভাবখানা এইরকম যে নিয়ে যখন যাবেনই, তখন একটা আন্ত মানুষ নিয়ে গেলেই তো পারেন। যাই হোক তাঁদেরকে ব্যাপারটা খোলসা করে বলার পর বললেন, 'পাসপোর্ট ভিসা লাগবে না।' আমার বন্ধুর অবাক প্রশ্ন 'পাসপোর্ট ছাড়া যেতে পারবে? ভিসাও লাগবে না ?' তাঁর কথায় একটু উষ্মা পাওয়া গেল, একটু ঝেঁঝেঁ বললেন যা বলছি শুনুন, 'Customs Clearance সার্টিফিকেট, birth সার্টিফিকেট আর কুকুরের ছবি লাগবে। আর তার সঙ্গে লাগবে একটা খাঁচা। তবে সবই করতে হবে Dumdum airport এর animal immigration clearance অফিস থেকে। আমার বন্ধুর সরল প্রশ্ন, 'ছবিটা কিরকম হবে? Passport size?' ভদ্রলোক বললেন, 'কুকুরের ছবি Passport size করলে হবে না, বুঝলেন মশাই ৬' by 8' ছবি। তবে বকলশ বা mouth guard এমন ভাবে পরাবেন না যাতে কুকুর চিনতে অসুবিধা হয়।'

তাঁর প্রথমেই মনে হল হাতিবাগানই হল আসল জায়গা, যেখানে পোষা জন্তু-জানোয়র বিক্রি হয়। ছুটলেন হাতিবাগানে, কুকুরের খাঁচার জন্যে। সেখানে সেইরকম কিছু পাওয়া গেল না। একজন কুকুর বিশেষজ্ঞ গোছের লোক পাওয়া গেল, তিনি বললেন বউ বাজারে কাঠ ও sunmica দেওয়া দিয়ে তৈরি খাঁচা পেতে পারেন। ছুটলেন সেখানে, তারা বলল কুকুরের উচ্চতা বা প্রস্থ কত? অর্থাৎ কুকুরের মাপ কত? তিনি একটু ঘাবড়ে গেলেন এবং মনে মনে নিজেকে দুষলেন কেন যে কুকুরের মাপটা নিয়ে রাখিনি? এবার তিনি একটু বুদ্ধি করে খাঁচা তৈরি না করেই Dumdum অফিসে গেলেন। তারা শুনেই বলল, ওসব খাঁচা চলবে না। Delhi তে খাঁচা তৈরি হয়, সেখান থেকে আনাতে হবে। এবং খাঁচা এখানেই আসবে তারপর আমরা পরীক্ষা করে দেখবো। Delhi তে একজন চেনা জানা ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি একটা শক্তপোক্ত খাঁচা পাঠালেন কারণ তাঁর business-ই হল এই ধরণের খাঁচা সরবরাহ করা। Delhi তে দু রকমের খাঁচা পাওয়া যায়, ভদ্রলোক ঠিকঠাক জানতেন কি ধরণের খাঁচা লাগবে়ু সেইরকম খাঁচাই তিনি পাঠালেন। তিনি ছোটো সাইজ-এর যে খাঁচাটা পাঠালেন সেটা দেখে Dumdum অফিস এর লোকেরা বলল এই খাঁচাটা চলবে। তাই শুনে আমার বন্ধু প্রতিমের ধড়ে প্রান এলো, মনে মনে বলল যাক বাবা খাঁচার জন্যে আর কোথাও ঘুরতে হবে না । এবার দরকার Customs Clearance সার্টিফিকেট, সেটা করতে গিয়ে জানতে পারলেন এখনও খাঁচার কাজ সম্পূর্ণ হয়নি । ওরা বললেন খাঁচার দাম তো দিয়েছেন, Octroi tax দিয়েছেন? বন্ধু একটু ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'সেটা আবার কি?' আমার বন্ধুর অজ্ঞতা দেখে ভদ্রলোক এতটাই অবাক হলেন যে বলেই ফেললেন, 'আপনি বিদেশে চাকরি করতে যাচ্ছেন, তাই তো ?' অর্থাৎ এই বুদ্ধি নিয়ে বিদেশ যাচ্ছেন? তারপর প্রাঞ্জলভাবে বললেন, জানেনই তো অন্য রাজ্য থেকে জিনিষ আমদানি করলে Octroi tax দিতে হয়। একটু হিসেব করে Octroi tax ধার্য করলেন ২৫০ টাকা, তার মধ্যে কতটা নিজের আর কতটা Govt. এর কোষাগারে যাবে তা ভগবানই জানেন। আমার বন্ধুর আর সাহস করে সে কথা জিজ্ঞেস করা হল না। এবার আমার বন্ধু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার কি তাহলে Customs Clearance সার্টিফিকেটটা পাওয়া যাবে?' ওপারের খাঁড়া নাকওয়ালা ভদ্রলোক বললেন, 'আরে মশাই, birth certificate কই?' তাঁকে জিজ্ঞেস করে জানা গেলো যে Corporation অফিস থেকে সার্টিফিকেট যোগাড় করতে হবে। আরো খোঁজাখুঁজি করে জানা গেলো গড়িয়ার office থেকে পাওয়া যাবে।

গড়িয়ার Corporation office এ কুকুরের birth সার্টিফিকেট বলাতে ভদ্রলোক প্রায় চেয়ার ছেড়ে উলটে পড়ে যান আর কি? তিনি দুবার খাবি খেয়ে জিজ্জেস করলেন, আপনার birth সার্টিফিকেট নয় তো ? আমার বন্ধু না বলাতে ভদ্রলোক এমন ভাবে তাকালেন যে প্রতিমকে লুম্বিনি পার্কের পাগলা গারদের ডাক্তারের কথা বলবেন বলে ভাবছেন, কিন্তু সম্বিত ফিরে আসাতে শুদ্ধ করে বললেন, 'হেড অফিসে যান, পেতে পারেন।'

আমার বন্ধু প্রতিম তখন দমকল অফিস এর পাশে Free School Street এর Corporation হেড অফিসে গিয়ে হাজির হলেন। যাকেই বলেন তারই দৃষ্টিভঙ্গিটাই কিরকম যেন পালটে যাচেছ। খুব সন্দেহজনক চোখে প্রতিমকে দেখছে। তারপর Corporation অফিস এর পুরানো building এ বৃদ্ধ মতো এক ভদ্রলোকর কাছে পৌঁছলেন। যা বৃদ্ধ চেহারা, দেখে মনে হয় Corporation এ বয়স ভাঁড়িয়ে ঢুকেছেন। তিনি বেশ কয়েকটা ধুলোপড়া file নিয়ে এসে বললেন, 'দাঁড়ান দেখি যদি কিছু পাওয়া যায়।' আমার বন্ধুর ধড়ে তখন প্রানসঞ্ছার হোল, আশার ক্ষীণ আলো দেখা গেলো, যে এবার কিছু হতে পারে।

তিনি অত্যন্ত জীর্ণ লাল হয়ে যাওয়া কাগজ বের করে বললেন দেখুন গরুর birth সার্টিফিকেট এর proforma আছে। আমার বন্ধু বুকে একটু বল সঞ্চয় করে বললেন, 'আর কোন প্রাণীর নেই?' ভদ্রলোক file টা আর একটু দেখে টেকে বললেন, ' একটা আছে, তবে সেটা গরুর, কেটে ঘোড়ার নামে করা। আর মনে মনে বললেন, 'ঘোড়ার সার্টিফিকেটটা এখনো রয়ে গেল কেন? নিশ্চয়ই ঘোড়ার মালিক আর ঘোড়া নিয়ে যেতে পারেননি, তার আগেই পরপারে চলে গেছেন।' সেই শুনে আমার বন্ধুর বুকের রক্ত হিম হয়ে গেলো। মিন মিন করে বললেন যে গরুরটা কেটে কুকুর করা যেতে পারে কি?' তিনি সহাস্যে বললেন, 'আলবত পারে, তবে তার জন্যে fee দিতে হবে। বন্ধুর মাথায় তখন fee-এর ব্যাপারটাই নেই, তবে কলের পুতুলের মত বললেন, 'কতো fee হবে?' উনি বললেন, '৩ টাকা ২৬ পয়সা।' শুনে আমার বন্ধু বললেন, 'টাকাটা দিয়ে দি?' বলেই ঠোঁট কামড়ালেন, Corporation অফিসে ঢোকার আগে পকেট খালি করে ৩ টাকা liftman কে ঘুষ দিয়ে এসেছেন, এই অফিসটা খুঁজে দেওয়ার জন্যে। এতো কম টাকায় Corporation অফিস থেকে বেরোনো যায় নাকি?' যাই হোক, ভদ্রলোক বললেন, 'inflation হয়েছে, এতো কমে হয় নাকি? আপনাকে ২৬ টাকা দিতে হবে।' কিভাবে হিসেবটা হল তা ভগবানই জানেন। আমার বন্ধু আর দেরী না করে তৎক্ষণাৎ টাকাটা দিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'কেষ্টের জীব, বিদেশ যাচ্ছে, তাই আমার পারিশ্রমিকটা আর ধরলাম না । পরশু দিন এসে সার্টিফিকেটটা নিয়ে যাবেন।' পরশু দিন গিয়ে আমার বন্ধু সার্টিফিকেটটা তুলে নিলেন। এখন কম্পিউটার এর যুগ, সার্টিফিকেট দেখে চোখ ছানাবড়া, তাঁর নিজের Higher Secondary এর চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট। Type করা ঝকঝক করছে সার্টিফিকেট। এবার ছোটার পালা Dumdum অফিসে, তাদের মুখ দেখে মনে হল বলতে চাইছেন, 'আবার এসেছেন? আপনার কুকুর আর আপনি আমাদের ছাড়বেন না দেখছি।' সব কাগজপত্র দেওয়ার পর আমার বন্ধু বললেন, 'কুকুরের ছবিটা কোথায় লাগাবো বুঝতে পারছি না।' আপনারা অনেকেই জানেন India তে অফিসের টেবিলে একটা glass থাকে, তার তলায় দরকারি ছবি, visiting card, ফোন নাম্বার ঢোকানো থাকে, যাতে দরকার পড়লে চট করে দেখে নেওয়া যায়। ভদ্রলোক পাহাড় প্রমাণ file সরিয়ে দিতেই প্রতিম দেখতে পেলো প্রচুর গরু ও ঘোড়ার ছবি, যারা বোধহয় বিদেশে গেছে। উনি বললেন, 'আপনার কুকুরের ছবিটা এই কাঁচের তলায় রেখে দিলাম ভবিষ্যৎ reference এর জন্যে । File এ রাখার কোন ব্যবস্থাই নেই । যাই হোক form টায় সরকারী সীলমোহর পড়ে সার্টিফিকেট বেরিয়ে এলো । আমার বন্ধুর তখন প্লুটোর নামে একটা file তৈরি করা হয়ে গেছে, যার মধ্যে সযত্নে সার্টিফিকেটটা রেখে দিলেন, আর আসার পথে বাস ছেড়ে ট্যাক্সি করে বাড়ি এলেন। যদি হারিয়ে যায় তাহলে তো যাওয়াই বন্ধ হয়ে যাবে।

এবার airlines কে ফোন করলেন, কে কুকুর নিয়ে যাবে এবং টিকেট ভাড়াও কম বলবে। Air India এর উত্তর, আমরা মানুষ নিয়ে যাই, আমাদের কোন মনুষ্যত্বর প্রাণী নিয়ে যাওয়ার কোন ব্যবস্থাই নেই | British Airways বলল, হাঁ, ওরা নিয়ে যাবে কিন্তু লভনে ৪ দিন কুকুরকে থাকতে হবে এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষাও হবে। আর ভাড়া হিসেবে \$ 1000 দিতে হবে। আমার বন্ধু কিন্তু কিন্তু করে ওদের জানালো যে পরে একটু দেখে নিয়ে জানাবো। প্রতিম ভয় পেলো, ৪ দিন থাকার সময় কুকুরের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হবে, তাতে ফেল করলেই মুশকিল, তিনি তখন আমেরিকাতে চলে যাবেন, আর প্রুটো লভনে পড়ে থাকবে, সেটা কোনভাবেই সন্তব নয়, কিছু গণ্ডগোল হলে প্রুটোকে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেবে। মাঝখান থেকে সবই গচ্ছা যাবে। ছেলেমেয়েকে সামলানোও দায় হয়ে পড়বে।

কিন্তু প্রতিমের ভাগ্য ভালো, Singapore Airlines \$250 ভাড়াতে রাজি হয়ে গেলো। প্রতিম হাতে চাঁদ পেলেও শেষমেষ airport ছাড়ার বাঁশিটা না বাজলে ভরসা পাচ্ছিলেন না।

আসার দিন এসে গেলো। airport পৌঁছলেন। তাদেরও ভাবটা এমন যে কুকুর নিয়ে যাচ্ছেন মশাই, আমাদেরও তো নিয়ে যেতে পারতেন।

Airport Officer গম্ভীর মুখে শুধু কাগজ পত্র দেখতে চাইলেন। File টা হাতে ধরেই বুঝলেন প্রতিম অনেক ঘাটের জল খেয়ে এসেছেন। File টা একটু নাড়া চাড়া করে বললেন, 'এই কাগজপত্র কেউ আর দেখবেও না। শুধুশুধুই করেছেন। তবে হাঁ, কুকুরকে না খাইয়ে নিয়ে এসেছেন তো ?' প্রতিম শুনেছিলো বিদেশে এক বন্ধুর কুকুর toilet এ potty করে। এ কলকাতার কুকুর, যেখানে মানুষই রাস্তায় potty করে, সেখানে সে কি করে toilet এ potty করার সুযোগ পাবে?' মনে মনে বললেন জাঙিয়ার আবার বুকপকেট। এত সব কথা এল কারণ প্রেনে কুকুরকে না খাইয়ে আনতে হয় যাতে সেখানে potty না করে।

যথাসময়ে প্লুটো ও আমার বন্ধু family সহ Los Angeles পৌঁছলেন। তিনি খুব ভয়ে ভয়ে ছিলেন immigration Officer না জানি কি বলেন আবার। Visa officer শুধু India র clearance সার্টিফিকেট দেখেই চলে যেতে বললেন। Domestic flight এ আরোই কোন আসুবিধা হল না। Cargo তে চড়ে প্লুটো অর্ধ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে Seattle পৌঁছল। আমার বন্ধু প্রতিম প্রশান্ত মহাসাগরের ঠাণ্ডা জলে গঙ্গার সঙ্গে যোগ আছে ভেবে একবার চান করে এলেন।

আসলে তিনি তাঁর সন্তানকে কুকুর রাখার ব্যাপারে অনেক নিরস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন, প্রতিম তাঁর বাবার যোগ্য সন্তান হিসেবে সেই পরিচিত dialogue টাও দিয়েছিলেন, 'তোমাদের মতো ২ টো পুস্যি নিয়েই পারি না, আবার একটা পুস্যি আনলে আমাকেই বাইরে থাকতে হবে।' বন্ধুর মেয়ে জানে বাবা ইঞ্জিনিয়ার, দাদু সাধারণ Govt. service করতেন, আর বাবা অনেক ভাল চাকরি করে, তাই সে কায়দা করে জানালো যে 'তোমার বাবা কি ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন?' শুধু তাই নয়, তোমরা ৩ জন ছিলে আর আমরা মোটে ২ জন, আরেকজন রাখতেই পারি।প্রতিম বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সুপ্রভাবে সংসারের জনসংখ্যা বাড়ানোর ব্যাপারে একটু ছিন্তা ভাবনা করছিলো, কিন্তু তাতে চিরকালের জন্যে জন্যে জল ঢালা হয়ে গেল।

Indian Sweets and Spices

Address: 18002 15th Ave NE, Shoreline, WA 98155

Phone: (206) 367-4568

(206) 992-7555 (c)

Carries all Indian and Bengali / Bangladeshi foods

- > Fish
 - Rui, Katla, Hilsa, Pabda, Koi, Kajoli,
 - Hilsa Eggs , Moila, Shutki Maach and much more
- Bangali chanachur and snacks
- Nicobana pickles kuler achar and more
- Bangladeshi gawa ghee (Baghabari)
- All Halal meats chicken , goat , lamb , chicken and lamb (minced)
- Bangali vegetables (frozen) kochur lati , danta , kankrul





Srobona Mitra, M.D.Family Medicine
Board Certified

English, Hindi, Bengali

Accepting new patients Accepts all major insurances

Complete care for the entire family:

- Annual physicals
- Well-child exams
- > Women's health
- Urgent care

Located near Microsoft main campus

Residency:

Central Washington Family Medicine University of Washington

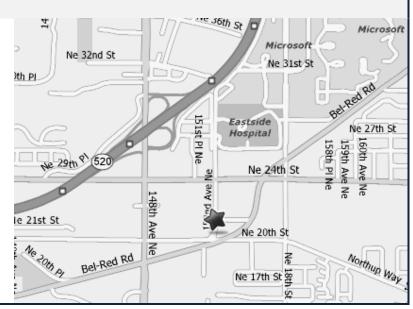
Board Certification:

American Board of Family Medicine

Interlake Medical Center, PLLC 2103 152nd Avenue NE,

2103 152th Avenue NE, Redmond, WA 98052 (425) 746-2400

Weekdays 8:30am – 5:00pm Saturday 8:30am – 12:00pm



বিদেশে বিপিনবাবুর বিপদ পিয়ালী বিশ্বাস

১ম অঙ্ক:

আমস্টারডাম বিমানবন্দর:

পরবর্তী ফ্লাইট দুপুর ২ টো সিয়াটেল যাবার। আমন্টারডামের বিমানবন্দরের লাউন্জে বসে বিপিনবাবু হাতঘড়িটা আরেকবার অ্যাডযান্ট করলেন। কে এল- এম ফ্লাইটে করে দিল্লী থেকে উড়ে এসে আমন্টারডামে সন্ত্রীক পৌছেচেন সবেমাত্র। ছেলে সিয়াটেলর একটা তথ্য প্রযুক্তি কোম্পানীতে কাজ করে। উদ্দেশ্য একটু বেড়িয়ে আসা এই তালে। কে জানত, টানা একটানা ১১ ঘন্টা বসে এই দুর্দশা হবে। মাথা ধরে আছে, আবার ১২ ঘন্টা টানা উড়তে হবে। ভাবলেই মাথা বিমঝিম করছে। ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বের করে খুচখাচ ছবি তোলা শুরু করলেন। একটা ডিউটি ফ্রি দোকানে এক প্যাকেট সিগারেটের দাম বলে কিনা ১০ ইউরো? বলে কি? প্রায় ৭০০ টাকা! দরকার নেই বেঁচে থাক আমার চারমিনার; ২ বছর বাদে ছেলের সঙ্গে দেখা হবে। একটিমাত্র ছেলে বিয়ের পর এখানে এসেছে। বৌমাও চাকুরী করে। বিপিনবাবু ব্যাঙ্কের অবসৃত কমী। সারাজীবন প্রচুর সঞ্চয় করেছেন, টাকাপয়সার অভাব নেই, কিন্তু সঞ্চয়ী মানুষ, দুহাতে ওড়ানোর অভ্যেস নেই। একটিমাত্র ছেলে প্রতিষ্ঠিত না চিন্তা করলেও চলে, কিন্তু সারা জীবনের অভ্যেস এই ৬৫ বছর বয়সে বদলানো অত সোজা নয়। 'কি বিরক্তিকর এই অপেক্ষা?' সুজাতা বলে উঠল। বৌ-ও ক্লান্ত। 'একক্ষণ বসে থাকলেও যে এত ক্লান্তি লাগে, জানতাম না গো!' 'হ্যাঁগো দেশে এই সময় রাত ২ টো না? সব তালগোল পাকিয়ে গেছে' ক্লান্ত সুজাতার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে উঠে আড়মোড়া ভাঙে। বৌমার নির্দেশে সুজাতা কিন্তু কিন্তু করলেও কূর্তি পড়ে প্লেনে উঠেছেন। ভাগ্যিস বৌমা জোর করল, নাহলে এই সাহেবসুবোর দেশে সুজাতাকে মনে হত 'ভিনদেশী তারা'।। একটা কফি শপে একটু চাস্যাভউইচ অর্ডার করলেন বিপিনবাবু। সর্বনাশ!!! বলে কি? ১৫ ইউরো !!! ১০০০ টাকা!!! ২ কাপ চা আর রোগা ৪ টে পাঁউরুটির মাঝখানে চাডিছ লেটুস গুঁজে ঐতো ছিরি! চোর সব কটা। 'এত গজগজ কোরো না, এটা তোমার সন্তোষপুর পাওনিণ খিঁচিয়ে ওঠে সুজাতা। 'ঠিক ঠিক, ৫০ টাকায় লেবু চা সমেত ডিম পাঁউরুটি পাবে। খাও ১০০০ টাকার তেতো চা আর ঘাসপাতা গোঁজা পাঁউরুটি।' 'চলো চলো আবার প্লেনে বাঁট। ধের সুপ আর জুস খাও, ভগবন, পৌঁছলে বাঁচি।'

সিয়াটেল এয়ার্পোটের ব্যাগেজ লাউল্জ:

'বাপরে বাপ বসে বসে জীবন বেড়িয়ে গেল।' 'কোথায় এলুম রে বাবা! ট্রেন, কাস্টমস্ !!!' ক্লান্ত সুজাতা গজগজ করতে করতে ব্যাগেজ চেকিং-এ এগিয়ে যায়। আরেঃ ঐতো পৃথু আর সৌমি। ছেলে বৌ হাসি হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। ৩ টি বছর বাদে দেখা। প্রাণটা ভরে উঠল। এক নিমেষে বিপিনবাবুর দুঃখ ক্লান্তি সব দূর হয়ে গোল। কিন্তু এই জুন মাসে শিরশিরে ঠাণ্ডা, বাবা রে বাবা। 'পিটু তোদের ঠাণ্ডা লাগে না? ঐ পাতলা শার্টে শীত করছে না তোর?' 'কিছু না, অভ্যেস হয়ে গেছে, একদম ঠাণ্ডা নেই, ২৫ ডিগ্রি সেলশিয়াস, বিউটিফুল আবহাওয়া।' হাসতে হাসতে পৃথু ড্রাইভ করতে থাকে। ' কি জানি বাবা আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে' বি-এম-ডবলু গাড়ী দুরন্ত বেগে ছুটে চলেছে। কি অপূর্ব রাস্তা! যেন মাখন লাগানো। লোকজন নেই, শাঁ শাঁ করে গাড়ীগুলো তীরগতিতে ছুটছে। ৮ লেনের চওড়া রাস্তা কি বানিয়েছে! ধুর ধুর কলকাতায় খালি গাড়ীর মেলা, আগে রাস্তা বানা, তারপর গাড়ী বেচবি। মনে মনে হেঁসে উঠলেন বিদেশে সদ্য পা রাখা বিপিনবাবু। ' কি গো বৌমা, তোমার কথা রেখেছি তো? শাড়ী না পড়ে কূর্তি পড়লাম শুধু তুমি বলেছো তাই। ' 'কি স্মার্ট লাগছে বলো' শাশুড়ী-বৌমার দিব্যি জমেছে।

<u> ২য় অঙ্ক:</u>

প্রথম ১ হপ্তা কেটে পোল আধা ঘুমিয়ে। কি অশান্তি দিনের বেলায় চোখ খুলে রাখা যায় না। রাতে ড্যাবড্যাব করে জেপে। আবার রাত ৩টের সময় ঘুম ভেঙে যায়। হঠাৎ সময়ের এত ওলোটপালোট। কিন্তু শরীর মানতে চায় না। সকাল ৮ টা বাজলেই ছেলে বৌমা যে যার গাড়ী নিয়ে আপিস বেরিয়ে যায়। এত বড় ৩ কামরার ফ্র্যাটটা তারপর বিলকুল ফাঁকা।জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালে রাস্তায় একটাও লোক নেই। টি ভি -তে কিসব ছাঁইপাঁশ ইংরেজী সিরিয়াল। এরকম চললে বিপিনবাবু ৩ মাসে বদ্ধ পাগল হয়ে যাবেন। সুজাতার প্রাণে খুব ফূর্তি। হালফ্যাশনের রান্নাঘরে মন ভরে রান্না করেন। সদ্ধ্যে হলেই বৌমার সঙ্গে শপিং মল। বিপিনবাবু আড্ডাবাজ লোক, খালি বেরোনোর জন্য উশ্বুশ করেন। পিটু শুনে উপায় বাতলালো। এখানে বাস দারুণ, একদিন ও দেখিয়ে দিলেই বাবা সকালে একাই বেরোতে পারবেন।

একদিন বাসে করে সবাই সিয়াটেল গেল। অসাধারন ঝকঝকে এ-সি ওয়ালা ২ কামরার বাস। উঠেই কৌটোয় ভাড়া ফেলে দাও, সময়মতো পৌঁছে যাও। কোন ভিড় নেই। এত সুন্দর ব্যাবস্থা, বয়স্ক মানুষরা হুইলচেয়ারে করে বাসে উঠতে পারে। ড্রাইভার একটা সুইচ টিপলে সিঁড়ি খুলে সমান হয়ে নীচু হয়ে রাস্তা বানিয়ে দেয়। হুইলচেয়ার সমেত বাসে উঠে যায়। সব বাসেই বয়স্ক ও হ্যাণ্ডিক্যাপদের বসার বিশেষ ব্যাবস্থা। ড্রাইভারের দায়িত্ব হুইলচেয়ার বেল্ট দিয়ে লক করা। ভাবা যায় কলকাতায় এই ব্যাবস্থা! বিপিনবাবু নিজের হ্যাণ্ডিক্যামে এই দৃশ্য বন্দি করেছেন পাড়ায় বন্ধুদের দেখাবেন বলে। এই সব বাসে চড়া কোন ব্যাপার নাকি! সারা জীবন বাসে হুঁতোগুঁতি করে আপিস করেছেন।এ তো বিলাস তার কাছে। কালই বেরোবেন দুপুরবেলা। ধুরধুর বাড়ীতে বসে আরাম করে জং ধরে গেল গতরে। 'দেখো বাপু বিদেশ বিভূইয়ে হারিয়ে যেও না।' চিন্তিত সুজাতা। 'ধুর্ কি ভাব কি? এত সুন্দর ব্যবস্থা আমি কিছুতেই হারাবো না। টাইম দেখো, বাস ধরো, চলে যাও বসে বসে। কেন যে পিটু আগের হপ্তায় দেখায়নি।'

পরের দিন তাড়াতাড়ি লাঞ্চ সেরে বিপিনবাবু বেরিয়ে পড়লেন। একটু দোকানে যাবেন, শখ একটা বাইনোকুলার কিনবেন। ছেলে বলে দিয়েছে কোন মলে পাওয়া যায়। ম্যাপ খুলে প্রিন্ট করে সব জলের মতো বুঝিয়ে দিয়েছে। কাঁটায় কাঁটায় ১ টা ৩৫ মিনিটে ২৩২ নং বাস এল। ২.৫ ডলার ভাড়া কৌটোয় ফেলে আরাম করে বসলেন। মনটা ফুরফুর করছে আজ। বাস সোজা বেলভিউ স্কোয়ার মল আসতেই ড্রাইভার ঘোষনা করতেই নেমে গেলেন। হুঁ, সুজাতা বলেছিল পারবে না। আসার সময় জোর করে বৌমার মোবাইলটা ব্যাগে দিল। উদ্দেশ্য হারিয়ে গেলে ছেলে খুঁজে নিয়ে যাবে। টুকটুক করে হেঁটে বেন্ট বাই- তে চললেন। বিরাট পার্কিং লট। একটা হাতির মতো হামার গাড়ী যাচ্ছে। কি রে বাবা, ড্রাইভার ছাড়া গাড়ী চলছে নাকি? ভৌ ভৌ করে ড্রাইভারের আসন থেকে একটা কুকুর গর্জে উঠল। চোখ কচলে আবার তাকালেন, ঠিক দেখছেন না কি? super dog না কি? আমেরিকাতে কুকুর গাড়ীও চালায় না কি? না মাথা পরিষ্কার জেট ল্যাগ কেটে গেছে। উনি দৌড়ে গিয়ে দেখেন গাড়ীটা পার্ক হচ্ছে। বিপিনবাবু অপেক্ষা করছেন ঐ উঁচু গাড়ী থেকে কখন super dog নেমে আসবে। এল নেমে এল এক বুড়ী কিন্ত গাড়ীর বাম দিক থেকে। হোঃ হোঃ করে বিপিনবাবু হেসে উঠলেন। বুঝলেন কোথায় সমস্যাটা। ৬৫ বছর ধরে দেখে আসহেন ন্টিয়ারিং ডান দিকে। খেয়ালই হয়নি ড্রাইভার কলকাতার মতো ডানদিকে না বসে বাম দিকে বসে এখানে।।নিজের মনে হাসতে হাসতে দোকানের দিকে এগিয়ে গেলেন। কি বিরাট ইলেকট্রনিক্সের দোকান।এত বড় ইলেকট্রনিক্সের দোকান বিপিনবাবু জীবনে প্রথম দেখলেন। গুনেছেন আমেরিকাতে লোকে ইলেকট্রনিক্স কেনে। একটা বড় ফুটবল মাঠ পুরো। চতুর্দিকে বড় বড় টিভি। উনি ভ্যাবাচাকা মেরে দাঁড়িয়ে আছেন দেখে একটা বাচ্চা মেয়ে এগিয়ে এসে মিষ্টি করে অভিবাদন করলো। এইটা বড় ভাল, রাস্তায় অচেনা লোকের সঙ্গে চোখিচোখি হলেও লোকে মিষ্টি করে বলে 'হাই'।

মেয়েটি প্রায় ৫০ রকম বাইনোকুলার দেখালো, নানা রকম। ওনার বাজেট অনুযায়ী একটা পচ্ছন্দও হল। ওনার খুব শখ জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো। খুব শত্তিশালী একটা বাইনোকুলার খুঁজছেন অনেকদিন ধরে। কাউন্টারে গিয়ে ব্যাগ খুলে টাকা দিতে গিয়ে কিছুতেই উনি ১০০ ডলারের নোটটা খুঁজে পাননা। উল্টেপাল্টে আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও, নাঃ নেই। কিন্তু গুনে গুনে ১টা ১০০ ডলারের নোট আর খুচরো নিয়ে বেরিয়েছিলেন। সর্বনাশ শেষে পকেটমারি!!! এমন চালু পকেটমার বেছে বেছে ১০০ ডলারের নোটটাই নিল? হায় হায় প্রায় ৬০০০ টাকার কেপমারি!!! তাও বিদেশ বিভুঁইয়ে প্রথমবার বেরিয়ে! বাসে ভিড় নেই, কেউ কাছাকাছই ধাক্কা ধাক্কিও করেনি। কোন অদৃশ্য শত্তি ১০০ ডলারের নোট হাপিস করে দিল? কি করে মুখ দেখাবেন বাড়ীতে?

৩য় অঙ্ক:

চুপচাপ বাড়ী ফিরে বাক্স-প্যাটরা হাতড়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন। নাঃ কোথাও নেই। ভুল করে ব্যাগে নিতে ভুলে গেছেন? ডাইরী খুলে বাকি নোটের নাম্বারগুলো মেলাতে শুরু করলেন। অবিশ্বাস্যভাবে ঠিক একটি ১০০ ডলারের হিসেব মিলছে না। সূজাতা অনেকক্ষণ আঁচ করেছে কিছু একটা ঘটেছে। অবশেষে বিপিনবাবু কাঁদকাঁদ হয়ে খুলে বলেই ফেললেন বৌ-এর কাছে। 'কে বলেছিল তোমাকে একা বেরোতে? ঠ্যালা সামলাও এবার ! ' যথারীতি চোটপাট শুরু করলেন সূজাতা। 'হলো তো শিক্ষা? শেষে পকেট কাটা গেল?' 'ফিরুক পিট্র সব বলছি। ' সারা সন্ধ্যে ভাবলেন উনি কোথায় কি কি করেছেন? কোন ঘটনাটা স্মৃতি থেকে মুছে গেল এত তাড়াতাড়ি? ছেলে ফিরে শান্তভাবে বাবাকে বোঝালো, 'ভাব বাবা, টাকাটা নিয়েছিলে? যদি নিয়ে থাকো, ভাব কবার মানিব্যাগ খুলেছো? দোকানের আগে কোথায় কবার খুলেছো?' বিপিনবাবু এককবারই ওয়ালেট খুলেছিলেন, বাস ভাড়া কৌটোতে ফেলতে। তাহলে কি তখনই? হায় হায় ঐ কৌটোতে উনি ২টো ১ ডলার নোটের বদলে . ১ টি ১ ডলার আরেকটা ১০০ ডলারের নোট দিয়ে এসেছেন। এত বড় ভুল! দুটি নোটের আকৃতির কোনো তফাৎ নেই। উত্তেজনার বশে এত বড় গোলমাল! বৌমা বলে, 'বাবা দেখি ১০০ ডলারের নোট কেমন দেখতে?' এরা নগদ নিয়ে ঘোরাফেরা করে খুব কম। সব জায়গায় ক্রেডিট কার্ড। বাসেও বহু লোক নির্দিষ্ট কার্ড ব্যবহার করে। বাস কোম্পানীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম কেউ এত ভাড়া দিয়েছে। পিট্রু বললো, 'দাঁড়াও দেখি কাস্টমার কেয়ার-এ, নোট নং টা বলো।' 'বলিস কি রে? এ আবার সম্ভব? আমার ৬০০০ টাকার বাস চড়া জীবনেও ভুলব না।' অসহায় হিসেবী বৃদ্ধের গলা বুজে আসে। ২ হপ্তা ঘুমোতে পারেননি দুঃখে। মন মেজাজ বিগড়ে গেছে। অবিশ্বাস্যভাবে ২ হপ্তা পরে বিপিনবাবুর নামে বাস কোম্পানী একটা খাম পাঠালো। ৯৬.৫০ ডলার!!! ওরা ১০০ ডলার থেকে বাসভাড়া আর পোস্টআপিসের খরচ কেটে বাকি টাকাটা পাঠিয়েছে। ভাবা যায়, এরকম ভাবেও টাকা ফেরৎ আসে। আমেরিকাতেই সম্ভব। বিপিনবাব যত্ন করে খামটা সযতে রেখে দিলেন।সততার প্রমাণ। কলিযুগেও ঘটে এরকম ঘটনা। বন্ধুদের কাছে গর্ব করে ছেলের শহরের এতবড় গল্প প্রমান সমেত বলতে পারবেন ভেবে উত্তেজিত বিপিনবাব। আগামী আড়াই মাস আমেরিকাতে যতই রোহমোর্ষক অভিজ্ঞতা হোক না কেন, এই ঘটনাটা ওনার স্মৃতির পাতায় অন্যতম সেরার তালিকাতে সারাজীবন যুক্ত থাকবেই থাকবে।





শারদীয়ার শুভেচ্ছা শর্মিলী শুভ সোহম খাত্রম খাত্তিক

BALANCE SHEET FOR 2013 (Full Year) ENDING December 31, 2013 UTTORON

Opening Balance Checking Saving CD1 CD2 Uncleared Checks Chk #1673	As of	1/1/2013	\$ \$ \$ \$	42,136.59 869.64 26,181.02 8,187.61	\$295	\$	77,374.86
CIIK 111075					72 33		
Opening Balance 2013						\$	77,079.86
Checking			\$ \$ \$	41,841.59			
Saving			\$	869.64			
CD1			\$	26,181.02			
CD2			\$	8,187.61			
Receipts for 2013						\$	61,989.07
Interest			\$	62.07		•	•
Membership			\$ \$	22,766.00			
MS Matching fund							
2013			\$	8,007.00			
Saraswati Puja Donations			\$	1,220.00			
Boishakhi Donations			\$ \$	3,539.00			
Durga Puja Donations			\$	13,451.00			
Durga Puja							
Sponsorship			\$ \$	10,859.00			
Parnava			\$	2,085.00			
Expenses for 2013						\$	60,132.48
Operating / Infrastructure			\$	3,042.13			
Charity			\$ \$ \$ \$	1,250.00			
Saraswati Puja			\$	6,658.17			
Video/CD library			\$	127.49			
Boishakhi			\$	6,625.33			
Parnava			\$	4,362.10			
Uttoron cricket camp			\$	341.00			
Protima				5,952.76			
Picnic			\$	967.75			
Durga Puja			\$	30,058.82			
Paypal & Square charges			\$ \$ \$ \$	552.58			
GBM			\$	194.35			
Closing Balance 2013						\$	78,936.45

UTTORON THANKS THE FOLLOWING SPONSORS FOR THEIR SUPPORT AND SPONSORSHIP SHASTHI PUJA

Oindrilla & Susanta Paul	Paramita & Anjan Das	Kasturi and Prabuddha
Sudarshana & Joydeep Das	Rupa & Subrata Sarkar	Biswas
Ratula & Kaushik Chakrabarti	Rumona & Amitava Lahiri	
Sushmita & Somak Chattopadhyay	Suma Mandal & Arijit Tarafdar	

SAPTAMI PUJA

Sumana & Debabrata Dey	Urmi Basu & Sourabh Guha	
Indrani & Anandamoy Bhattacharya		

ASHTAMI PUJA

Debopriya & Amit Basu	Anish, Debjani & Surajit Chaudhuri
Madhurina & Sumit Roy	Paramita & Souradeep Basu
Upasana & Alok Sinha	Arun & Debola Das
Mallika & Biswajit De	Rumela & Kunal Gangopadhyay
Sudipta Chakroborty	Swati & Sukamal Banerjee

SANDHI PUJA

Mala & Tapas Nayak	Sukanya & Dhruba Sengupta
Angana & Rajarshi Ray	

NAVAMI PUJA

Neela Sarkar & Samujjwal Roy	Poulami Majumdar & Supratim RoyChoudury
------------------------------	---

SINDOOR KHELA

Ranu & Pradip Saha	Gargi Ghosh & Amitava Majumdar
Keka Majumder & Sandy Mukherjee	Saimoon & Indranil Banerjee
Nabonita & Chiranjib Sarkar	Amrita Ghosh

SWEETS FLOWERS AND MISC

Suparna & Jayanta Banerjee	Madhurina & Sumit Roy
Mausumi & Tapan Maulik	Meeta & Sanjib Datta
Mou & Dibyendu Mukherjee	Esha & Ashok Bhattacharya
Nilanjana & Dipankar Ganguly	Srabani & Somanth Banik
Kasturi & Indrajit Sur	Rini & Alok Chakrabarti
Sutapa & Subhas Roy	Shampa & Malay Chakrabarti

Uttoron is grateful to all anonymous donors for your support

শারদ শুদ্রেচ্ছা ঠন্তর(এর পঞ্চ থেকে



মধুরিণা রায় মোসুমী মোলিক মহয়া রায় আনন্দিতা রায় নীলাঞ্জনা গাঙ্গুলী শম্পা চত্রবতী দেবিপ্রিয়া বসু গাগী ঘোষ মৈশ্রেয়ী সিংহ
সুদর্ণা ব্যানাজী
সুকন্যা সেনগুন্ত
স্থর্ণালী কুমার
সুমনা দে
উপাসনা সিনহা
সুদর্শনা দাস
মিতা দশু
সোমা দাল

EC 2014 thanks all community members and volunteers at Uttoron events.

We also express our gratitude and appreciation to all who have helped during 'YOU' events, charity events, with it's publications, event advertisements, protima setup, decorations at social occasions, audio arrangement, food preparation and many more such undertakings.

We apologize for our ineptness to extend personal recognition and acknowledgement due to lack of writing space.

THANK YOU UTTORON EC 2014



Uttoron Events



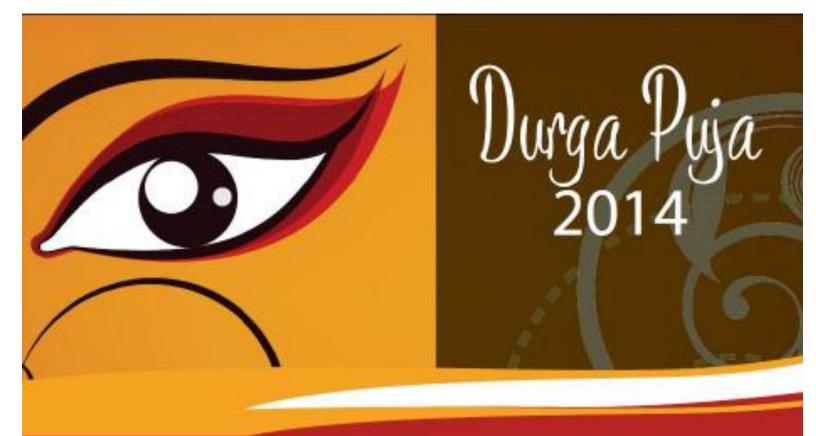






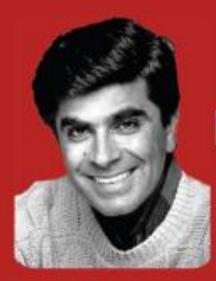








For the **perfect** loan.



For the **perfect** home.

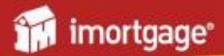
Sunny Gill

Loan Consultant NMLS 765641 Mobile 206.898.8970 www.imortgage.com/sunny.gill

Zaffer Lalji

Realtor Re/Max Direct 425.864.4488 www.zafferlalji.remaxagent.com







Oh India

at

CrossRoads

www.n/m/dareatstreet.com

Phone 425 747 1234, 425 641 9998